মালফুযাতে মুফতী মানসূর

মুফতী মনসূরুল হক

নেক আমল করার ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই এই চিন্তা করি যে, আমাদের জীবন চলার পথে যে টুকিটাকি ঝামেলার কাজ থাকে তা গুছিয়ে নিয়ে তারপর শুরু করবো, কিন্তু এমন করা ঠিক না। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি অগোছালো অবস্থায় আমল চালু করে দেয়, আল্লাহ রাব্বুল' আলামীন তার সমস্ত কাজকে গুছিয়ে দেন।

www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com

Install "Islami Jindegi" App

মালফযাতে মুফতী মানসূর

মুফতী মনসূরুল হক

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়
মাকতাবাতুল মানসূর
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট,মুহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭.
সর্বস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

www.darsemansoor.com
www.islamijindegi.com
"ইসলামী যিন্দেগী" এ্যাপ ইন্সটল করুন

প্রথম সংস্করণ: শাবান ১৪৩৯ হিজরী

প্রাপ্তিস্থান:
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৯১৪৭৩৫৬১৫ মাকতাবাতুল হেরা
৮২/১২ এ, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা
০১৯৬১৪৬৭১৮১

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র

সূচিপত্র

ঈমান

১. ইসলাম ও ঈমানের আরকান
২. ঈমানের আলামত
৩. আল্লাহর বড়ত্ব চিন্তা করা
৪. মুসলমান শব্দের অর্থ
৫. ত্রুটিমুক্ত ঈমানের লাভ
৬. ঈমানের সাথে ইলম
৭. তাজা ঈমান সহী ঈমান
৮. দীন কাকে বলে
৯. ঈমান হারানোর রাস্তা
১০. মুমিন- কাফের
১১. ঈমান নষ্টের কারণ
১২. ঈমান কারো পৈতৃক সম্পদ নয়
১৩. ঈমানের সাথে আমল প্রয়োজন
১৪. আল্লাহ তা'আলা নিরাকার নন বরং আমাদের অজানা

বিদ'আত

১. দুরূদ পড়ার উত্তম অবস্থা
২. ভালো ধারনা
৩. দলিল খুঁজতে সাবধান
৪. বাতিল দিয়ে বাতিল
৫. ওহী অস্বীকার করার নামান্তর
৬. বিদ'আত আল্লাহর নিকট মস্তবড় অপরাধ
৭. খালেক- মাখলুক সমান হতে পারে না
৮. চল্লিশা করা বিদ'আত এবং হিন্দুয়ানী প্রথা
৯. প্লেট, গ্লাস ভিন্ন ভিন্ন হওয়া হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি
১০. একটি প্রসিদ্ধ ভুল
১১. বিদ'আত নয়, নগদ যিয়ারত
১২. মডেল (নমুনা) নিখুঁত হয়

আহলে হাদীস প্রসঙ্গে

১. নাম ঠিক না হলে, দল কিভাবে সঠিক হবে
২. আহলে হাদীস নফসের পুজারী, হাদীসের অনুসারী না
৩. রিসার্চ করে আলেম হওয়া যায় না
৪. ইসলাম ও মাযহাব একই জিনিস
৫. আহলে হাদীসের ঈমান নিয়ে সংশয়
৬. নাম ভিন্ন, জাত অভিন্ন
৭. গাইরে মুকাল্লিদ! রুদ্ধ তব মুক্তির দ্বার
৮. জামাতে ইসলামী না, জাহমতে ইসলামী
৯. বাংলা অনুবাদের ভয়াবহতা
১০. আমল করতে হবে সুন্নাতের উপর

ইবাদাত

১. তাহাজ্জুদের মজা
২. সর্ব অবস্থায় ইবাদাত
৩. তাকবীরে তাহরীমা
৪. রজব মাসের দু'আর ফায়দা
৫. ই'তিকাফ
৬. প্র্যাকটিকাল করতে হবে
৭. উযুর ফাযায়েল
৮. সুন্নাত কিরা'আত
৯. প্রত্যেক আয়াত ভিন্ন শ্বাসে পড়া
১০. দু'আর মাঝে ইকতিদা নেই
১১. দিনের তাহাজ্জুদ
১২. ফরযের ঘাটতি পূরণে নফল
১৩. মাসবুক দ্বিতীয় সালামের পর দাড়াবে
১৪. নামাযে পূর্ণ ধ্যান রাখতে হবে
১৫. তাসবীহ পরে আদায় করতে হবে
১৬. কোন কিছু হারালে করনীয়
১৭. জ্বীনের সমস্যা হতে বাঁচার দু'আ
১৮. বিসমিল্লাহও পড়তে হবে
১৯. হাই প্রতিহত করতে করনীয়
২০. তিন কুলের আমলের সহীহ পদ্ধতি

সুন্নতের পথ

১. সুন্নতের স্বাদ

২. সুন্নতের দ্বারা নিরাপত্তা

৩. সব সময় সচেতন থাকতে হবে

বিবাহ

১. স্বামী স্ত্রীর পছন্দ

২. নেক বিবি স্বামীর শান্তনা

৩. বিবাহের ক্ষেত্রে কোন সিরিয়াল নেই

৪. বিয়ে করবে সঠিক সময়ে

৫. মুখে তালা মারো

৬. প্রবেশ করল চোর হয়ে, বের হল ডাকাত হয়ে

৭. স্বামীর বাড়িই নিজের বাড়ি

৮. স্বামী- স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য থাকা উচিৎ

৯. মরিবার পরিকল্পনা

১০. সুখময় দাম্পত্যের জন্য করনীয়

১১. ঝগড়া মিটাতে করনীয়

১২. পৃথক থাকাই উত্তম

যাকাত

১. মালের হাকিকত

২. যাকাত না দেয়ায় ধ্বংস

হজ্জ

১. আবেগে না আঁকল দিয়ে কাজ করতে হবে

২. হজ্জের গুরত্বপূর্ন কাজ

৩. গরীবের হজ্জ

৪. ভিডিও করা দণ্ডনিয় অপরাধ

৫. হজ্জে মাবরুর

৬. হাজীদের গুনাহ

৭. আল্লাহ তা'আলার হেকমত

৮. মালের হেফাজত করা

৯. হজ্জের শিক্ষা

১০. ছেলের বিবাহের খরচ পিতার দায়িত্বে না

১১. যুবক বয়সে হজ্ব করতে হবে

১২. হজ্ব কবুল হওয়ার আলামত

১৩. ইহরাম কাফন সাদৃশ্য

১৪. হজ্বে যাওয়ার পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগানো

মু'আমালাত

১. লেনদেন পরিশুদ্ধ রাখতে হবে

২. পারিবারিক খরচের নিয়ম

৩. দীনদার লোকের পরিচয়

মু'আশারাত

১. বিরান ঘরের উদাহরণ

২. আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাবান

আত্মশুদ্ধি

১. গুনাহগারের শান্তির আশা

২. আল্লাহর স্মরণের বাহানা

৩. খারাপ কথার উৎস

৪. তাকাব্বুরীর পরিণাম

৫. সুহবাতের উদাহরণ

৬. সুহবাতের ফায়দা

৭. অহংকারী ও বিনয়ীর হাল

৮. মুসলমানের একটি স্বভাব

৯. মুমিন তাওবা ছাড়া থাকতে পারে না

১০. বান্দার দায়িত্ব চেষ্টা করা

১১. মানুষ হতে হবে

১২. আল্লাহওয়ালা হওয়ার উপায়

১৩. আমাদের কাজ- কর্ম

১৪. আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখতে হবে

১৫. আল্লাহর ভয়ের দুইটা ফায়দা

১৬. তাকওয়া অর্জনের সর্ট রাস্তা

১৭. বিনয় (আদদু'আ মুখখুল ইবাদাহ)

১৮. রুহের মৃত্যু

১৯. আল্লাহওয়ালাদের সুহবাত

২০. মুহাব্বাত

২১. তাওবা- ইস্তেগফার

২২. শায়েখের মহত্ব

২৩. সমস্ত কবিরা গুনাহের মূল

২৪. মুজাহাদার সংজ্ঞা

২৫. ইবাদতের জন্য মুজাহাদা জরুরী

২৬. ভাঙ্গা জিনিসের মূল্য বাড়ে

২৭. বাহ্যিক পরিবর্তন
২৮. সুহবাত
২৯. মাথা ঠাণ্ডা রাখা
৩০. ছোট গুনাহ ছোট আগুন
৩১. আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের চাওয়া
৩২. কুরবানীর হাকীকত
৩৩. পশুর যিন্দেগী
৩৪. সুধারনার ফায়দা
৩৫. এক ক্লিক করলে সব ডিলিট
৩৬. গীবত
৩৭. সবচেয়ে ছোটটাই বড়
৩৮. ঈমানদারের শাস্তি
৩৯. আসল বন্ধু
৪০. ভালোর সাথে ভালো
৪১. গুনাহ ও নেকী
৪২. দশটার পর সব বন্ধ
৪৩. সময় নাই
৪৪. সমস্ত গুনাহ ছাড়ার ঔষধ
৪৫. সুহবাতের তরীকা
৪৬. গীবত করতে সাবধান
৪৭. সব কথা বলতে নেই
৪৮. ছোটদের দায়িত্ব
৪৯. গীবত থেকে বাঁচার উপায়
৫০. তা'আল্লুক মা'আল্লাহ
৫১. দিলের কাটা
৫২. শারীরিক খাদ্যের পূর্বে আত্মিক খাদ্য প্রয়োজন
৫৩. আমি অমানুষই রয়ে যেতাম
৫৪. দীনের উপর টিকে থাকার জন্য শর্ত হলো সুহবাত
৫৫. আমলের জন্য প্রয়োজন রূহানী শক্তি
৫৬. শায়েখ নির্বাচন পদ্ধতি
৫৭. ভক্ত নয়, হিতাকাঙ্খি হতে হবে
৫৮. গুনাহগারকে বে- ইজ্জতি করা হারাম
৫৯. কেউ বঞ্চিত হবে না
৬০. হারাম থেকে বেঁচে থাকা নফল ইবাদত হতে উত্তম
৬১. নেক আমল করতে প্রয়োজন আল্লাহর মুহাব্বত
৬২. ইলমে দীন শিক্ষার মাধ্যম সুহবাত
৬৩. মানব জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ
৬৪. চারিত্রিক উন্নতি করতে কোন বুযুর্গের সুহবাত আবশ্যক
৬৫. গুনাহ মুমিনের উপকারার্থেই বানানো হয়েছে
৬৬. হাসাদ আল্লাহর প্রতি অভিযোগ
৬৭. নফসের প্রতি বিশ্বাস নেই
৬৮. (أنا) আমিত্বই সব নষ্টের মূল
৬৯. আল্লাহর নিকটও নিসবতের মূল্যায়ন হবে
৭০. শুরুতে রিয়ার সঙ্গে হলেও আমল শুরু করো
৭১. সুহবাতের বরকতে গুনাহের আসবাব নিয়ন্ত্রনে আসবে
৭২. ভাঙ্গা দিলের মূল্য বেশি
৭৩. খাহেশাতকে আল্লাহর ফায়সালার তাবে বানাও
৭৪. তুমি আমার হয়ে যাও
৭৫. মানুষ এর পরিচয়
৭৬. হারদুঈ মানুষ তৈরীর কারখানা
৭৭. গুনাহ প্রকাশ পেয়েই যায়
৭৮. কোন গুনাহই ছোট না
৭৯. ভালবাসার জন্যে দেখা শর্ত নয়
৮০. সহজে গুনাহ থেকে বাচাঁর উপায়
৮১. এরই নাম আল্লাহর মুহাব্বত
৮২. দুঃখ ঘোচাতে করণীয়

তাবলীগ

১. আমাদের দায়িত্ব সময় লাগানো
২. ঘর থেকে বের হওয়া
৩. লেকচার দিয়ে দীন আসে না
৪. মুসলিম মিল্লাতের বৈশিষ্ট্য
৫. গীবত করার সময় ছিল না
৬. স্বভাব

৭. দীন চমকাবে সুহবতের দ্বারা
৮. তিনটি হকের সাথে দাওয়াত
৯. পাঁচ কাজ
১০. নির্জন বাস
১১. গাফলতির ফল
১২. দীনের জন্য বিবি- বাচ্চা
১৩. দাওয়াত- তাবলীগ এর মাঝে পার্থক্য
১৪. বুনিয়াদী ভুল
১৫. মুসলমানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য
১৬. আখলাক সুন্দর করা
১৭. হাজারে একজন নাই
১৮. প্রথমে দিল তৈরি করা
১৯. তাবলীগে ভর্তি
২০. আমরা সবাই পুলিশ
২১. দাওয়াতের কাজের গুরুত্ব
২২. মিথ্যা দাবী করা
২৩. ফিকিরের ফায়দা
২৪. সাহাবীদের মূল্য
২৫. দীনের ক্ষুদ্র মেহনতেও ইজ্জত
২৬. চার জিনিসের মেহনত
২৭. দাওয়াতের সাথে ইস্তিগফার করতে হবে
২৮. ইমান মজবুত করতে চিল্লায় যেতে হবে
২৯. দাওয়াত ফরযে আঈন
৩০. প্রচলিত দাওয়াতের কাজ বেশি ফলপ্রসূ
৩১. এদেশের স্বাধীনতা টিকে আছে মাদরাসা ও দাওয়াতের মেহনতের ফলে
৩২. তাবলীগ জামা'আত আল্লাহর রহমত
৩৩. ভিন্ন ভাবে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন
৩৪. উভয়ের উদ্দেশ্য এক- অভিন্ন
৩৫. দা'ঈর মাঝে তিনটি হক্ব আবশ্যক
৩৬. আত্মশুদ্ধি দাওয়াতের জন্য প্রথম শর্ত
৩৭. দেখতে কম বাস্তবে অনেক
৩৮. তাবলীগের মেহনতঃ কেন করবে?
৩৯. পরীক্ষা নেওয়া হয় আপন করার জন্য
৪০. ফরজ আদায় করতে গিয়ে হারামে জড়িয়ে পড় না
৪১. দন্দ্ব ছেড়ে কর্ম করো
৪২. "খারাবী" বন্ধ করতে চাও?

দীন শিক্ষার গুরুত্ব

১. সর্ট কোর্স
২. দীনের জন্য সন্তান
৩. 'খাইবো কেমনে' অর্থাৎ খাবে কিভাবে
৪. মকতবের গুরুত্ব
৫. কুরআন ছাড়ার ক্ষতি

তাফসীর

১. কমজোর উম্মতের দীন
২. সাহাবাদের মর্যাদা
৩. তাফসীরে পান্ডিত্য অর্জন করা ফরযে কেফায়া
৪. তাফসীরের মূল উদ্দেশ্য
৫. একটি ভ্রান্তির নিরষণ
৬. আরেকটি ভুল
৭. আপনিই সুপারিশ করার যোগ্য
৮. দাঈর সহায়তা আল্লাহর দায়িত্ব
৯. মানুষ অতিশয় দূর্বল
১০. দিন দিন কুরআন হাদীস স্পষ্ট হবে
১১. শুধু অভিধান দেখে তাফসীর করা যায় না
১২. কুরআন থেকে হিদায়াত লাভের সহীহ তরীকা
১৩. প্রাণবন্ত তাফসীরের জন্য করণীয়

হাদীস

১. দীনের কাজে গুনাহ
২. আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত
৩. সহীহ হাদীস হলেই আমল যোগ্য না
৪. কাফেরদের বিরোধিতার নমুনা
৫. হাদীসের প্রতি আগ্রহ থাকা আবশ্যক
৬. একাকী হাদীস অধ্যায়ন বিপদজনক
৭. মুহাব্বতের ধাপ
৮. একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

৯. জন্মগত ভাবে কোন মন্দ স্বভাব পেলে হতাশার কিছু নেই

১০. দুই সওয়াব এক নয়

১১. বাম হাতে আহারকারী পাক্কা শয়তান

তাহক্বীক্বাত

১. اتباع ও اطاعة এর মধ্যে পার্থক্য

২. تبليغ ও دعوة এর মাঝে পার্থক্য

৩. تخريج حديث ও اخراج حديث

৪. الجلسة ও القعود এর মাঝে পার্থক্য

৫. الخزانة لاتفتح

৬. আরবী শব্দমালার অর্থে তার উচ্চারণেরও প্রভাব থাকে

৭. 'হুবহু' এর আসল কিচ্ছা

৮. পায়ের জামা

৯. قدم এর কারিশমা

১০. বেগমের তাৎপর্য

১১. তালি এসেছে تعليل থেকে

১২. নসীহত সুঁইয়ের মতো

ছাত্রদের উদ্দেশ্যে

১. আলিয়াতে পরীক্ষা দেওয়া সীরাতে মুস্তাকীম থেকে সরে পড়ার পূর্বাভাস

২. কথা স্পষ্ট বলতে হবে

৩. ছাত্রদের জোরপূর্বক তাবলীগে পাঠাতে হবে

৪. পিতা- মাতার ন্যায় উস্তাদেরও হক্ব রয়েছে

৫. রাজনীতি ছাত্রদের ইলম অর্জনের প্রতিবন্ধক

৬. সব শব্দ তাহক্বীক্ব করে পড়বে

৭. আজকের বিড়াল কালকের সিংহ

৮. ছোট ছোট খিদমত ভবিষ্যতের পুঁজি

৯. মানুষ হতে হলে থানবীর রহ. কিতাব পড়তে হবে

১০. অনর্থক শব্দ লিখাও অপচয়

১১. মুশীর আবশ্যক

১২. আজকের মুকাররির কালকের মুদাররিস

১৩. ইলম শিক্ষার উদ্দেশ্য

১৪. সাধারন শিক্ষা

১৫. টাকা হালাল করতে হবে

১৬. উস্তাদের সাথে চাপলুসী জায়েয

১৭. কিতাবের হাশিয়া দেখো

১৮. আলেমদের ইসলাহ কিভাবে করবে

১৯. আদাব ইহতিরাম ও যওক- শওক অনুপাতে ইলমের অংশ পাবে

আলেমের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. প্রত্যেক আলেমের একজন প্রকৃত হিতাকাঙ্খি আবশ্যক

২. অবস্থা বুঝে কথা বলা

৩. দীনি খেদমত করলে রুজির ব্যবস্থা হবে

৪. উম্মতের ত্রান- কর্তা উলামায়েকেরাম

৫. ইলম অনুপাতে আমল করতে প্রয়োজন সুহবাত

৬. আলেমদের দায়িত্ব সার্বক্ষনিক ও তাৎক্ষনিক

৭. সর্ব সাধারনের সাথে উলামাদের সম্পর্ক রাখা জরুরী

৮. যোগ্য ব্যক্তিকে মুফতী বানাতে হবে

৯. শুধু কিতাব পড়ানোর নাম শিক্ষকতা না

১০. সবকিছু গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে

১১. আলেমরা অনুকরনীয় ব্যক্তি

১২. মুফতীদের জন্য অনেক বৈধ কাজও হারাম

১৩. আদর্শ উস্তাদের গুণাবলী

১৪. প্রকৃত আলেম যে খোদাভীরু

১৫. আলেম নয়, ফক্বীহ হতে হবে

১৬. কারো দুনিয়ার স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়া যাবে না

১৭. লৌকিকতা পরিহার করতে হবে

১৮. সুর দিয়ে ওয়াজ করা ঠিক না

১৯. এক মিনিটের মুহতামিম

২০. আলেম হয়েও ইলম শিখতে হবে

২১. আলেমগণ সবকিছু ইসলাহী নজরে দেখবে

২২. ভুল না বলে, দলীল চাও

২৩. ইলমে ওহীর ধারক বাহক! কেমন হবে তোমার চলন বিধি?

২৪. উলামাদের উপর জনসাধারনের হক্ব

২৫. আরবী ভাষা ও সাহিত্য কখন শিখাবে

২৬. ছাত্র গড়তে হলে

২৭. ভিজা বিড়াল ছিলেন না নবীগন

২৮. ইলম ও তাকাব্বুর

২৯. নাযেরা- মকতব ও হিফজ খানায় এক জন করে মুফতী আবশ্যক

৩০. আলেমদের মৌন সমর্থন শরী'আতের দলীল নয়

রাজনীতি

১. জমানার ফেরাউন

২. ভর সইতে পারে না

৩. স্বার্থান্বেষী আলেমই সাহায্য করে

৪. বিভক্ত মুসলমান

৫. গণতন্ত্র নামক ধর্ম

৬. গণতন্ত্রের সৃষ্টির কারণ

৭. গণতন্ত্র একটা ধর্ম

৮. মূর্খ লোকের দাবী

৯. বলদের কাছে দুধ

১০. গণতন্ত্রের উম্মত

১১. সাহাবাদের দোষ চর্চার পরিণাম ভয়াবহ

১২. কুফুরীতন্ত্রের প্রচার করা হারাম

১৩. নাস্তিকতাই সমাজতন্ত্রের ভিত্তি

১৪. গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতি সঠিক নয়

১৫. মালাউনদের থেকে দূরে থাকতে হবে

১৬. ইসলামী রাজনীতি সকলের জন্য আবশ্যক

১৭. ঐক্যের নামে অনৈক্য

১৮. রাজনীতির পূর্বে আত্মশুদ্ধি আবশ্যক

১৯. প্রথমে রাষ্ট্র নয়, ব্যক্তি গঠন করতে হবে

২০. নিজের নিরাপত্তা নেই, অন্যের নিরাপত্তা কী করে দিবে?

২১. গনতন্ত্র কুফুরীতন্ত্র

ব্রিটিশের আগ্রাসন

১. মানুষের কল্যাণে শিক্ষা

২. যত বড় যাহেল তত বড় ডিগ্রী

৩. সহ- শিক্ষার ফল

৪. নবীর দু'আ

৫. এনজিওদের জুলুম

৬. দু'আ করলে লাভ হবে না

৭. ব্রিটিশ শিক্ষার সর্ব উচ্চ সফলতা

৮. ধর্ম বিমুখ সিলেবাস

৯. যুক্তি দিয়ে ইসলাম বুঝা যায় না

১০. আল্লাহর থিউরী বাদ দিয়ে কারুনের থিউরী গ্রহণ

১১. সকলেই ফটোগ্রাফার

১২. ফেইসবুক প্রাণঘাতী বিষ

১৩. মোবাইল বাচ্চাদের হাতে দেয়াও অনুচিৎ

১৪. বিভিন্ন নামে মদের প্রচলন

১৫. অজ্ঞতার উপর বড়াই

১৬. এনজিওরা ব্যভিচারের দ্বার উন্মুক্ত করছে

১৭. কুকুর শুকর কোন সভ্য জাতির খাদ্য না

১৮. খ্রীষ্টানদের সংশ্রব পরিহার করা আবশ্যক

১৯. ইংরেজী শিখা নিষেধ না, ইংরেজ হওয়া নিষেধ

২০. প্রাইমারীতে প্রায় মারে

২১. উদারতার নামে বেহায়াপনার দ্বার উন্মুক্ত

২২. গার্লফ্রেন্ডের নামে কোন আত্মীয় নেই

২৩. খ্রীষ্টানদের মহা ষড়যন্ত্র

২৪. জারয সন্তানে দেশ ভরে যাবে

ইতিহাস

১. লাইলী- মজনু

২. গুরু নানক

স্বাস্থ্যবিধি

১. "হাসি" রোগ প্রতিরোধে সহায়ক

২. ছাতা ও বোরকার রং কী হবে?

৩. বাম হাতে শক্তি কম কেন?

৪. দাঁত কেন দুই বার উঠে?

৫. পান খাওয়ার উপকারিতা

৬. নেয়ামতের কদর বুঝলে যত্নবান হয়

৭. ব্রাশ করা ফরয

৮. রোদের গরম পানিতে শ্বেত রোগ

প্রচলিত

১. ধূমপায়ীর জন্য নসীহত
২. টেলিভিশন দেখলে ঘুম আসে না
৩. কুরআন ছাড়া মুসলমান
৪. বলীর পাঠা
৫. ইংরেজী ভাষার ব্যবহার
৬. চাকরী ব্যবসার নিয়ত
৭. মাদরাসায় পড়ানোর মান্নত
৮. না বুঝলে জিজ্ঞাস করতে হবে
৯. সময় নষ্ট
১০. কয়েক প্রকার জিনিস
১১. কুরআন শিক্ষার ভুল নিয়্যত
১২. কুরআনের ব্যবহার
১৩. মা থেকে মাদরাসা
১৪. ঈমানদার- ই আমলদার
১৫. কুরআন- হাদীস
১৬. দুনিয়ার আইন আর আল্লাহর আইন
১৭. ইসলামী ব্যাংক
১৮. ছেলে সন্তান
১৯. মাথা কেন?
২০. বর্তমানে মানুষের জীবন চক্র
২১. অধিক রাতের বয়ান
২২. শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড
২৩. মাংস বলা হিন্দুয়ানী প্রথা
২৪. কওমী শিক্ষার সরকারী সনদ
২৫. ক্যাডেট মাদরাসা
২৬. মুসলমান, নাকি মুরজিয়া?
২৭. ইলম এর পরিচয়
২৮. হাদীসের অপপ্রয়োগ
২৯. ব্যাংকে চাকুরী হওয়া দুর্ভাগ্যের বিষয়
৩০. সামাজিকতাও একটি দেবতা
৩১. জমি বন্ধকের সঠিক পদ্ধতি
৩২. দানের চেয়ে ঋণের সাওয়াব দ্বিগুন
৩৩. মহিলার ভাষা কর্কষ হওয়াই শ্রেয়
৩৪. বোরকার উদ্দ্যেশই নষ্ট হচ্ছে
৩৫. দীনের সুরতে দুনিয়া উপার্জন হারাম
৩৬. কুকুর বেড়ালের সঙ্গে তুলনা করলে সম্মান দেওয়া হয় না
৩৭. নেক কাজে জবরদস্তি নেই এ কথার অর্থ

বিবিধ

১. অগোছালো অবস্থায় আমল শুরু
২. পেরেশান মুক্ত থাকা
৩. অন্ধ ব্যক্তির নি'আমত
৪. নেক আমল কাকে বলে
৫. বিপদ- আপদের ফায়দা
৬. কাফেরদের কাছে নির্যাতিত হওয়ার কারণ
৭. মালিকের কৈফিয়ত
৮. দাঁড়ির মূল্য
৯. মুসলমানের সাথে কাফেরের শত্রুতা
১০. জানাজার পর লাশ না দেখানোর কারণ
১১. আমল করার ইচ্ছা নি'আমত
১২. বাজেট তৈরি করা
১৩. দামী হবে কিভাবে?
১৪. স্বাভাবিক আমল করবো
১৫. আল্লাহওয়ালাদের সাথে বেয়াদবির ফল
১৬. আযান ইকামাত যথেষ্ট না
১৭. বান্দার স্তর
১৮. মোমিনের ছুটি নেই
১৯. রাস্তা বেছে নেওয়া বান্দার দায়িত্ব
২০. উম্মতের দাম বেশী নয়
২১. মসজিদে মাদরাসা না করা
২২. একজনের গুনাহের দরুন অন্যের উপর শাস্তি আছে
২৩. নেককারের শাস্তি আগে
২৪. অভাবের মূল
২৫. আশরাফুল মাখলুকাত
২৬. এই উম্মতের হায়াত কেন কম
২৭. চোখের পানির শক্তি
২৮. আল্লাহর মনোযোগ

২৯. সদকা করলেও মুজাহাদা হয়
৩০. মুসলমানের খাদেম
৩১. জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
৩২. বাদশাহ
৩৩. মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু
৩৪. বাংলাদেশের শত্রু কারা
৩৫. ধন- সম্পদের দুনিয়াবি ক্ষতি
৩৬. আমাদের যামানার কারুন
৩৭. প্রতিযোগিতা
৩৮. জান্নাত চাওয়ার অর্থ
৩৯. কুরবানীর নি'আমত
৪০. অভিভাবকদের মূর্খতা
৪১. চাকরী করার উদ্দেশ্য
৪২. আল্লাহর দয়া
৪৩. কুরআনী ইলমের শক্তি
৪৪. যিন্দা মাদরাসা
৪৫. জানোয়ারের ইশক
৪৬. মেয়ে সন্তান নি'আমত কেন
৪৭. সত্যিকার অর্থে খুশি
৪৮. বিবির মতো চেহারা
৪৯. দাড়ি না রাখার ক্ষতি
৫০. সালামের উত্তর শুনিয়ে না দেওয়ার ক্ষতি
৫১. হতাশার কিছু নেই
৫২. পরিণাম গুনাহ
৫৩. খবরের কাগজ নয়, কবরের কাগজ পড়তে হবে
৫৪. কৃষি কাজ থেকে মৃত্যুর পরের অবস্থা বুঝা যায়
৫৫. প্রতিটি কাজের মাঝে হিকমত নিহিত
৫৬. আমেরিকায় (অমুসলিম দেশে) বসবাসের জন্য যাওয়া অনুচিৎ
৫৭. দু'চোখ হয়েও এক চোখ
৫৮. মসজিদ ভিত্তিক তালীম আবশ্যক
৫৯. শরী'আতের অপর নাম পুলসিরাত
৬০. দীনী মজলিসে বসতে পারা ইবাদত
৬১. দীনী মেহনতের সঙ্গে জুড়ে থাকা আবশ্যক
৬২. ব্রিটিশ বিষ বৃক্ষ কোন ক্ষতি করবে না, যদি.....
৬৩. উপকারীর প্রতিদান দেওয়া উচিৎ
৬৪. ইসলাম মানবতার ধর্ম
৬৫. "জনাবা" বলা ঠিক নয়
৬৬. সব সত্য বলতে নেই
৬৭. বর্তমান ও অতীত বাদশাহর মাঝে পার্থক্য
৬৮. আমিই ভালো আছি
৬৯. ভলিউমের অপচয়
৭০. বাচ্চার জন্য অভিবাবক দায়ী
৭১. তওবা নসীব হয়না
৭২. আমাদের ইবলিসে কামড় দিয়েছে
৭৩. কুরআনের বরকত
৭৪. গুনাহের দরুন রিযিক বন্ধ হয়
৭৫. ঐ জায়গায় বড় আলেমরা অবস্থান করেন
৭৬. আকীকা না করলে সন্তান অবাধ্য হয়
৭৭. হাদিয়ার প্রতিদান দেওয়া সুন্নত
৭৮. ইসলাম সাম্যের শিক্ষা দেয়
৭৯. মাসীহে হেদায়েত ও মাসীহে যালালাত
৮০. বরই পাতার হিকমত
৮১. বুযুর্গদের দিলের কথাও আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ করেন

باسمہ تعالی

ঈমান

১. ইসলাম ও ঈমানের আরকান

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, নামাযের যেমন আরকান আছে, নামাযের ফরজ। তেমনি ইসলাম এবং ঈমানের আরকান আছে। ইসলামের আরকান হলো কালেমা শাহাদাৎ পড়া অর্থাৎ ইসলাম অস্বীকারকারীদের নিকট গিয়ে ইসলামের সাক্ষী দেয়া। সাক্ষী দেয়ার আসল অর্থ হলো দাওয়াত। আমাদের মধ্যে ৯৯ ভাগ লোকই জানে না যে ইসলামের সাক্ষী দেয়ার মানে দাওয়াত। আর ঈমানের আরকান হলো সাত বিষয়ের উপর ঈমান আনা।

২. ঈমানের আলামত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সব সময়ই যে দেখা জিনিসের উপর বিশ্বাস করতে হবে এমনটি জরুরী না। যেই জিনিস দেখা যায় না ঐ জিনিসের আলামত থাকে। যেমন ঈমান তো দেখা যায় না কিন্তু এর আলামত আছে। যখন নেক কাজ করার দ্বারা দিল খুশি হয় এবং গুনাহ করার দ্বারা দিলে কষ্ট লাগে তখন বুঝে নিতে হবে তার ঈমান তাজা আছে।

৩. আল্লাহর বড়ত্ব চিন্তা করা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমরা যখন মসজিদে যাই তখন অনেক সময় দেখা যায় জামা'আত শুরু হওয়ার কয়েক- মিনিট বাকী থাকে। ঐ মিনিটগুলো আল্লাহর বড়ত্বের কথা চিন্তা করে ব্যয় করি। কারণ, আল্লাহর বড়ত্বের কথা

চিন্তা করার দ্বারাই আল্লাহর বড়ত্ব দিলে বসবে। ঈমানের তারাক্কী হবে।

৪. মুসলমান শব্দের অর্থ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মুসলমান শব্দের অর্থ যে বিনা বাক্যব্যয়ে আল্লাহর সমস্ত হুকুম মানার জন্য গর্দান ঝুঁকায়ে দেয়। কোন প্রকার যুক্তি পেশ করে না। যুক্তির সূচনা করেছেন শয়তান।

৫. ত্রুটিমুক্ত ঈমানের লাভ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ঈমান তো আনতেই হবে। আল্লাহ এবং রাসূল ﷺ এর কাছে সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ঈমানকে শিরিকমুক্ত রাখা। ঈমান শিরিকমুক্ত কিন্তু আমলের ত্রুটি আছে তাহলে তার জন্য সুপারিশ কাজে লাগবে। সমস্ত সুপারিশ শেষে তারপর স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম থেকে কিছু লোককে জান্নাতে দাখিল করবেন ঐ লোকদের যাদের ঈমান শিরিকমুক্ত। এ জন্য ঈমানকে শিরিক মুক্ত করতে হবে।

৬. ঈমানের সাথে ইলম

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বর্তমানে মানুষ হাটে-বাজারে নিজের ঈমান নষ্ট করছে। ইলম না থাকার কারণে নিজের ঈমান হেফাজত করতে পারছে না। ঈমানের হেফাজতের জন্য ইলম দরকার। তাই ইলম শিখতে হবে।

৭. তাজা ঈমান সহী ঈমান

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا

অর্থঃ হে ঈমানদারগন তোমরা ঈমান আনো।

ঈমানদারদের ঈমান আনতে কেন বলা হলো? এখানে ২য় ঈমান দিয়ে ঈমানকে সহী করা বুঝানো হয়েছে। শিরিকমুক্ত করতে বলা হয়েছে। ঈমানের দাওয়াত দেয়ার দ্বারা এবং ঈমানী মজলিসে বসার দ্বারা ঈমান তাজা হয়। তাজা ঈমান আমল করতে বাধ্য করে। যেমনঃ কোন ফল গাছ লাগানো হলো তো মূল বীজটা হলো ঈমান আর ফল হলো আমল। যদি ঈমান সহীহ হয় এবং মজবুত হয় তবে গুনাহ থেকে বাঁচা সহজ হয়।

৮. দীন কাকে বলে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, অনেকের ধারনা লম্বা লম্বা যিকির করা, তাহাজ্জুদ পড়া, একশ বার হাজ্জ করা, বেশী বেশী নফল ইবাদাত করার নাম দীন। অথচ সত্যিকার অর্থে এর নাম দীন না। দীন হলো নিজের পরিবারকে সুন্নত মোতাবেক চালানো, বান্দার হক আদায় করা। হযরতওয়ালা আরো বলেন, নবীজীর সুন্নত কিতাব থেকে নিজের বিবি বাচ্চাদেরকে সুন্নতের শিক্ষা দেয়া এবং তাদেরকে প্রশ্ন করে করে পরীক্ষা নেয়া। ইনশাআল্লাহ ঘরে আজীব পরিবেশ তৈরি হবে।

৯. ঈমান হারানোর রাস্তা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কোন কাফেরের সাথে দোস্তি করা এত বড় হারাম কাজ যে, এই হারাম কাজ তাকে এক সময় ঈমানহারা করবে।

১০. মুমিন- কাফের

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কেউ সকল আমল করে, যেমন কুরআন পড়ে, নামায পড়ে, সব আমল করে অথচ তার ঈমান নাই তো তাকে মু' মিন বলা যাবেনা।

মু' মিনের সাথে ঈমানের সম্পর্ক। আমরা আজকে ঈমানের বয়ানের কোন ব্যবস্থা করছি না, ঈমানের তালীম করছিনা। ময়দান খালি পেয়ে কাফের মুশরিকরা মেহনত করে আমাদের মুসলমান ভাইদের কাফের বানাচ্ছে। অথচ আমরা ভাবছি আমরাতো নামায- রোযা করি, আমাদের ঈমান আছে। এটাই যথেষ্ট। এটা তার ভুল ধারনা।

১১. ঈমান নষ্টের কারণ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ না করেন ঈমানের সাথে সম্পর্কিত কোন একটা বিষয়ে অবহেলার কারণে যদি ঈমান নষ্ট হয়, তাহলে তার সারা যিন্দেগীর আমল শেষ হয়ে যাবে। যেমনঃ কাদিয়ানী, শিয়া ইত্যাদি। এদের আক্বীদাতে দেখা যায়, ঈমানের ব্যাপারে একটা বিষয়ে ভুল বিশ্বাস করে বসে আছে। সমস্ত উলামায়েকেরামের মতে, এরা কাফের। যদি মানুষ উলামাদের সুহবাতে না আসে, কখন যে তার ঈমান নষ্ট হবে, জানা নেই।

১২. ঈমান কারো পৈতৃক সম্পদ নয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ঈমান কারো বাহু বলে অর্জিত জিনিস নয়, আল্লাহ তা'আলার অপার মেহেরবাণী ও দয়ায় যাকে ইচ্ছা দান করেন, যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করেন। তাই ঈমান পেয়ে শোকর আদায় করতে হবে, এবং ভয়ের সাথে থাকতে হবে যেন কোন নাফরমানীর দরুন ঈমান ছিনিয়ে না নেন।

১৩. ঈমানের সাথে আমল প্রয়োজন

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, নাজাত পাওয়ার জন্য ঈমানী পরীক্ষায় ১০০ নাম্বার পেতে হবে। যদি ৯৯ ও পায় তবুও নাজাত পাওয়া যাবে না, যখন ঈমানে দুর্বলতা থাকবে তখন আমলের হিসাব হবে, কিন্তু আমাদের ঈমানতো ১০০

নাম্বার পাওয়ার যোগ্য নয়, তাই নাজাতের জন্য ঈমানের সাথে আমলও লাগবে।

১৪. আল্লাহ তা'আলা নিরাকার নন বরং আমাদের অজানা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, অনেকে বলে যে, আল্লাহ নিরাকার এটি একটি গলত কথা। সহীহ কথা হলো আল্লাহর আকার আকৃতি আছে তবে তা কেমন সেটা আমাদের জানা নেই।

বিদ' আত

১. দুরূদ পড়ার উত্তম অবস্থা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমাদের মধ্যে অনেক ভুল জিনিসের প্রচলন আছে। যেমনঃ প্রসিদ্ধ আছে, কুরআনের আয়াত ৬৬৬৬ টি, অথচ সহী হলো ৬২৩৬ টি, কুরবানী যে হুজুর করে, বলা হয় মোল্লাকে কল্লা দাও অথচ এটা করার দ্বারা কুরবানীই সহী হবে না, মুর্দাকে কবরে চিৎ করে শুয়ানো হয় অথচ সম্পূর্ণ ডান দিকে (কিবলামুখী করে) কাত করে শুয়ানো, আযানের সময় ' আল্লাহ' উচ্চারণে এক আলিফ মদের যায়গায় ৪/৫ আলিফ তথা ৮/১০ আলিফ টানা হয়, দুরূদ শরীফ পড়ে দাঁড়িয়ে, প্রথমত: ভুল দুরূদ পড়ে তা আবার দাঁড়িয়ে পড়ে অথচ দুরূদ শরীফ যে কোন অবস্থায় পড়া যায়। উযু করে, উযু ছাড়া, দাঁড়িয়ে, বসে ইত্যাদি যে কোন অবস্থায় পড়া যায়। তবে নামাযে যেহেতু বসে দুরূদ পড়ার কথা বলা হয়েছে তাই সর্বোত্তম হলো বসে দুরূদ শরীফ পড়া।

২. ভালো ধারনা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ইসলামে "অশুভ" বলে কিছু নাই। তবে ভালো দিক বা নেক ফালি আছে। কেউ যদি কোন বিষয়ের ভালো দিকটা নেয় তো আল্লাহ তার ভালো ফল দেন। যেমনঃ হুজুর ﷺ হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় সুহাইল রা. (যিনি তখনো মুসলমান হননি) এর আগমনে ভালো ধারনা করলেন। "সুহাইল" "সাহলুন" শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ "সহজ"।

৩. দলিল খুঁজতে সাবধান

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমাদের নবী শেষ নবী। এরপর কেউ নিজেকে নবী দাবী করলে সে কাফের, তাকে যে মানবে সে কাফের, এমনকি যে দলিল খুঁজবে সেও কাফের, কেননা দলিল খুঁজার মধ্যে মানার একটা আশংকা থাকে।

৪. বাতিল দিয়ে বাতিল

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বাতিলের মোকাবেলা বাতিল দিয়ে করা যায়না। এটাতো মদকে পাক করার জন্য পেশাব ব্যবহার করার মতো।

৫. ওহী অস্বীকার করার নামান্তর

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, অনেক বিদ'আতী লোক আছে তাদের আকিদা হলো, হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়েব জানেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গায়েব জাননেওয়ালা মনে করা মানে ওহীকে অস্বীকার করা। যখন তিনি গায়েব জানেন তাহলে তো তাঁর নিকট কোন কিছু অজ্ঞাত নেই। এবং তার কাছে ওহী পাঠানোরও কোন প্রয়োজন নেই। ওহীর মাধ্যমে গায়েবের সংবাদ এমন ব্যক্তিকে জানান হয় যে পূর্ব

থেকে জানে না। আর যদি কেউ ওহীকেই অস্বীকার করে তাহলে তার ঈমানই থাকবে না।

৬. বিদ'আত আল্লাহর নিকট মস্তবড় অপরাধ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কোন বিদ'আত চালু করার অর্থ হচ্ছে, এ কাজটি দীনের জন্য জরুরী ছিল কিন্তু আল্লাহ তা বুঝেন নি, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামও বুঝেন নি, সহাবাগণও বুঝেন নি। এখন দীনের প্রতি তার দরদ বেশি হওয়ায় তারই বুঝে এসেছে। দীনের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়েও তার দরদ ফিকির বেশি হয়ে গিয়েছে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিদ'আত মহা অন্যায়। ঈমান নিয়েও সন্দেহ আছে।

৭. খালেক্ব- মাখলুক্ব সমান হতে পারে না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মসজিদে এবং বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়, ইয়া আল্লাহ! ইয়া মুহাম্মাদ! অথবা আল্লাহ, মুহাম্মাদ একই লাইনে লেখা। এক লাইনে লিখা বিদ'আত ও হারাম। আল্লাহ হলেন খালিক্ব, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মাখলুক্ব। খালেক্ব- মাখলুক্ব কখনো এক হতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আংটিতে প্রথম লাইনে লিখা ছিল আল্লাহ, দ্বিতীয় লাইনে রাসূল, তৃতীয় লাইনে ছিল মুহাম্মাদ। তবে কালিমায়ে তায়্যিবার মাঝে

لا اله الا الله محمد رسول الله

একই লাইনে লিখতে অসুবিধা নেই। এখানে উভয়ের পরিচয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেওয়া হয়েছে। আরো যেখানে খালেক্ব ও মাখলুক্বের পরিচয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লেখ থাকে সেখানে একই লাইনে লিখতে অসুবিধা নেই।

TOP

৮. চল্লিশা করা বিদ'আত এবং হিন্দুয়ানী প্রথা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মৃত্যুর ৪০ দিন পর চল্লিশা, কুলখানীর ব্যবস্থা করা বিদ'আত। যা হিন্দুদের শ্রাদ্ধ পালন থেকেও অদ্ভুত। হিন্দুরা মৃত্যুর ৪০ দিন পর শ্রাদ্ধ খাওয়ায়। এর দেখাদেখি মুসলমানরা চল্লিশা খাওয়ায়। হিন্দুদের অনুসরন করে। এসকল হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা অত্যান্ত জরুরী। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন,

يآايها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة

"হে! ঈমানদারগণ তোমরা পরিপূর্ণরুপে ইসলামে প্রবেশ কর।" আর পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশের জন্য এ- জাতিয় গর্হিত কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

৯. প্লেট, গ্লাস ভিন্ন ভিন্ন হওয়া হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, এদেশে দীর্ঘ দিন হিন্দুদের বসবাসের দরুন তাদের স্বভাব সংস্কৃতি আমাদের মাঝে রয়ে গেছে। হিন্দুদের অস্পষ্ট সংস্কৃতির একটি দৃশ্যমান প্রতিক্রিয়া হলো, পরিবারের প্রত্যেকের প্লেট, গ্লাস ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। হিন্দু ধর্মে একজন অন্যজনের জিনিসপত্র ব্যবহার করা কবীরা গুনাহের ন্যয় অপরাধ। আর ইসলামের শিক্ষা হলো ... তুমি তোমার সামনে থেকে আহার গ্রহণ করো। "তোমার দিক থেকে" একথার মাঝে ইঙ্গিত হলো এক প্লেটে কমপক্ষে দুজন খেতে হবে। একজন একপ্লেটে বসলে তো পুরাটাই তার দিক, আরেকজন হলে না তোমার দিক বলাটা সঠিক হবে। এজন্য উত্তম হলো পরিবারের লোকেরা বড় প্লেটে একসাথে বসবে। তাহলে পরস্পরে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে, ঝগড়া বিবাদ মিটে যাবে।

১০. একটি প্রসিদ্ধ ভুল

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, শিয়ারা ১২ ইমামে বিশ্বাসী। তাদের ধারনা মতে তাদের ইমামগন অন্যান্য নবীদের তুলনায় অধীক মর্যাদার অধীকারী। এমনকি তাদের ক্ষমতা বলে তারা যে কোন সময় শরী'আতের যে কোন বিধান পরিবর্তন করতে পারেন। হালালকে, হারাম আর হারামকে, হালাল বানাতে পারেন। এজন্য তারা তাদের ইমামগনের নামের সাথে "আলাইহিস সালাম" বলে থাকে। অথচ এটা শরী'আত বিরোধী। তাদের ১২ ইমামের শেষ ইমাম হবেন, ইমাম মাহদী, এজন্য তারা ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম বলে। শুনে শুনে আমরাও এমনকি উলামায়েকেরামও মাহদী আলাইহিস সালাম বলে থাকেন। এটা মারাত্মক গোমরাহী। আলাইহিস সালাম বলা ঠিক না। আলাইহির রিযওয়ান বলতে হবে।

১১. বিদ'আত নয়, নগদ যিয়ারত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, জানাযার নামাযের পর দাফনের পূর্বে মায়্যিতের জন্য হাত তুলে সম্মিলিত ভাবে দু'আ করা নিষেধ। জানাযার নামাযই বড় দু'আ। এখানে যদি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দু'আ করা হয় তাহলে নামাযের গুরুত্ব বাকি থাকে না। তবে দাফনের পর হাত তুলে দু'আ করা বৈধ। অনেকে এটাকে বিদ'আত মনে করেন। এটি বিদ'আত নয়। এটা হচ্ছে যিয়ারত। মাঝে মাঝে কবর যিয়ারত করার বিধান তো শরী'আতে আছে। আর এই দু'আর মাধ্যমে যিয়ারতের ধারা আরম্ভ হলো। এটা বিদ'আত নয়।

১২. মডেল (নমুনা) নিখুঁত হয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মডেলের (নমুনা) মাঝে খুঁত থাকলে সে মডেল হতে পারেনা। এজন্য দুশমনরা সাহাবাদের খুঁত বের করার চেষ্টা করে। যেন তাদেরকে কোনভাবে মডেল হওয়া থেকে বাদ দেয়া যায়। আর পুরাদ্বীন হচ্ছে তাঁদের উপর ভিত্তি। যখন তাঁদেরকে মডেল হওয়া থেকে বাদ দেয়া যাবে তখন পুরা দ্বীনকেই কুলষিত করা যাবে। কিন্তু সাহাবায়েকেরাম এই উম্মাতের মডেল (নমুনা)। তাঁদের কোন খুঁত থাকলেও আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাদের খুঁত বের করতে যাওয়া নিজের ঈমান ধ্বংস করা।

আহলে হাদীস প্রসঙ্গে

১. নাম ঠিক না হলে, দল কিভাবে সঠিক হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হাদীসে আমাদেরকে সুন্নত মানতে বলা হয়েছে, হাদীস মানতে বলা হয়নি। এজন্যই যে সকল ইমামগন হাদীস সংকলন করেছেন তারাও নিজেদের কিতাবের নাম রেখেছেন সুন্নত দ্বারা। যেমন সুনানে আবু দাঊদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে দারেমী, সুনানে আহমাদ ইবনে হাম্বাল ইত্যাদি। সুনান হচ্ছে সুন্নাতের বহুবচন। এত বড় বড় ইমামগন কি অযথাই হাদীস বাদ দিয়ে সুন্নাত দ্বারা নিজেদের কিতাবের নাম করন করেছেন? তাই সহীহ নাম হলো আহলে সুন্নাত। এখন যাদের নামই সহীহ না তাদের দল কিভাবে সহীহ হবে? তাদের বাতিল হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। তাই আহলে হাদীস নামধারী সবই বাতিল।

২. আহলে হাদীস নফসের পুজারী, হাদীসের অনুসারী না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আহলে হাদীস সম্প্রদায় কথায় কথায় বুখারী শরীফ মানে বলে দাবি করে। মূলত তারা অনেক বিষয়ে বুখারী শরীফকে উপেক্ষা করে। তার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করে না। যেমন কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি।

১. বুখারী শরীফের বর্ণনা, কাযা নামায পড়তে হবে, তাদের কথা কাযা নামায পড়তে হবে না।

২. বুখারী শরীফের বর্ণনা, একই দিনে ঈদ ও জুম'আ উভয়টি হলে, উভয়টি আদায় করতে হবে। তাদের বক্তব্য শুধুমাত্র ঈদের নামায পড়তে হবে, জুম'আ পড়তে হবে না।

৩. বুখারী শরীফের বর্ণনা, নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরতে হবে। তাদের দাবি মহিলাদের ন্যায় বুকে হাতের উপর হাত রাখতে হবে।

৪. বুখারীর বর্ণনা পরস্পরে সাক্ষাত হলে দুই হাত দ্বারা মুসাফাহা করতে হবে। আর তারা বলে, এক হাত দ্বারা মুসাফাহা করতে হবে। এছাড়া আরো অনেক বিষয় আছে যেখানে তারা বুখারী শরীফের বিপরিত কথা বলে। তাহলে তারা বুখারী মানলো কেমন করে? আবার কথায় কথায় বুখারী মানি বলে দাবি করে। মূলত তারা নফসের পূজারী, হাদীসের অনুসারী না।

৩. রিসার্চ করে আলেম হওয়া যায় না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, রিসার্চ করে মওদুদী হওয়া যাবে কিন্তু আলেম হওয়া যাবে না। আলবানী হওয়া যাবে মুজতাহিদ হওয়া যাবে না। আলবানীর পিতা তাকে দিয়েছিল ঘড়ির মেকারগিরী করার জন্য, ঘড়ির উপর রিসার্চ করতে গিয়ে মুজতাহিদ হয়ে গেছে। মুজতাহিদ তো হতে পারেনি হয়েছে মওদুদী। কোন উস্তাদ ছাড়া রিসার্চ করতে গিয়েছিল তো,

তাই কিছুই বুঝেনি। বরং নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। সে মওযু ও যঈফ হাদীসকে এক মনে করেছে। অথচ মওযু ও যঈফ এক না। মওযু হল জাল হাদীস যা রাসূলের কথা না, কেউ রাসূলের নামে চালিয়ে দিয়েছে। আর যঈফ হল রাসূলের কথা তবে তার বর্ণনা সূত্রে কোন ব্যক্তির ত্রুটির কারনে দূর্বলতা এসে গেছে। তাই বলে তো যঈফ হাদীস বেকার না। শরী'আতের অনেক ক্ষেত্রে সহীহ হাদীস পাওয়া যায় না। যঈফ হাদীস পাওয়া যায়। যদি যঈফ হাদীস না থাকতো তাহলে শরী'আতের বহু আহকাম বাতিল হয়ে যেত। আলবানীর মূর্খতা প্রমানের জন্য এটাই যথেষ্ট যে সে উভয়টিকে এক বানিয়ে ফেলেছে।

৪. ইসলাম ও মাযহাব একই জিনিস

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কবরে প্রশ্ন করা হবে তোমার দীন কি? এ প্রশ্নের উত্তর তারাই দিতে পারবে যারা মাযহাব মানে। কেননা মাযহাব না মেনে দীন মানা সম্ভব না। যারা দীন এবং মাযহাবকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করে তারা চরম ভ্রান্তিতে আছে। মাযহাব মানার অর্থই হলো দীন মানা।

৫. আহলে হাদীসের ঈমান নিয়ে সংশয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আহলে হাদীসরা কুরআনে বর্ণিত- "سبيل المؤمن" (মুমিনের রাস্তা) ত্যাগ করার দরুন তারা ইসলামের গন্ডির ভিতরে আছে কি না ভেবে দেখা দরকার। একই আমলের ক্ষেত্রে দুই ধরনের সহীহ হাদীস থাকলে তাদের পছন্দসই হাদীস ব্যতিত সব অস্বীকার করে। আর একটি নিয়ে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকে, বাকীগুলো কেমন যেন হাদীসই না। অথচ সহীহ হাদীস! এদের পরিণতি যে কি হবে তা ভেবে পাই না।

৬. নাম ভিন্ন, জাত অভিন্ন

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আহলে হাদীস, জামা'আত শিবির, জে.এম.বি এগুলো নাম যদিও ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু কর্মকান্ড এক। সমাজে ফেৎনা ফাসাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা। জামা'আত শিবির নামে যেহেতু কাজ করতে পারছে না তাই আহলে হাদীস নাম লাগিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

৭. গাইরে মুকাল্লিদ! রুদ্ধ তব মুক্তির দ্বার

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ডাক্তারের হাতে যদি রুগী মারা যায়, কোন জরিমানা দিতে হয়না। কিন্তু আনাড়ীর হাতে মারা গেলে এটা হত্যা বলে বিবেচিত হবে। তেমনি ড্রাইভার গাড়ি এক্সিডেন্ট করে মানুষ মারলে বেশীর বেশী ২০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হয়। কিন্তু যার লাইসেন্স নেই এমন কেউ মানুষ মারলে মার্ডার কেইস হয়ে যায়। তদ্রুপ ইমামের অনুসরন করে যদি ভুলচুল হয়ে যায় সেটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হবে। যাদের ইমাম নেই তাদের কোন লাইসেন্স নেই। এসব আহলে হাদীস ও গাইরে মুকাল্লিদ যদি ভুল করে তথা বারবার হাত উঠায়, কিংবা বুকে হাত বাঁধে, বা জোরে আমীন বলে, তা ভুল বলেই বিবেচিত হবে। এবং পাকড়াও করা হবে।

৮. জামাতে ইসলামী না, জাহমতে ইসলামী

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, জামাতে ইসলামী এমন একটি নাম, নামের সঙ্গে যাদের কাজের কোনই মিল নেই। তাদের ভেতর বাহির দৈনিন্দিন কাজ কর্মে ইসলামের কিছুই নেই অথচ নাম দিয়েছে জামাতে ইসলামী। একেই আরবীতে বলে تسمية الشيئ بضده (বিপরিত জিনিস দিয়ে নাম করন)

ওদের আসলে জামাতে ইসলামী না বলে জাহমতে ইসলামী (ইসলামের বিপদ) বলা দরকার।

৯. বাংলা অনুবাদের ভয়াবহতা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, এক আহলে হাদীস তার কূপের পানি কাউকে নিতে দিতো না। একবার জনৈক ব্যক্তি তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করলো। প্রতি উত্তরে সে বললো, হাদীসে এসেছে.....তোমাদের মধ্য হতে কেউ নিজের পানি অন্যের ক্ষেতে না দেয়। সে মনে করেছে এটা পুকুরের পানির কথা বলা হয়েছে। অথচ এখানে বলা হয়েছে, যেন একে অন্যের বিবির সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত না হয়। কোথায় ব্যভিচারের কথা আর কোথায় জমিন চাষাবাদের কথা!!! বাংলা অনুবাদ দেখে হাদীস পড়ার এ দূর্দশা। তাই বলি বাংলা বুখারী বগলে নিয়ে ঘুরলে গোমরাহ হবে।

১০. আমল করতে হবে সুন্নাতের উপর

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হাদীস নয়, সুন্নতের উপর আমল করতে হবে। কোন হাদীস সুন্নত হওয়ার জন্য শর্ত হলোঃ-

১) হাদীসটি নবী বা কোন সাহাবীর সাথে খাস না হতে হবে।

২) কোন যামানার সাথে খাস না হতে হবে।

৩) কোন ওযর বশত না হতে হবে।

৪) নবীজীর জীবনের শেষ পর্যন্ত আমল থাকতে হবে।

ইবাদাত

১. তাহাজ্জুদের মজা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ইশার নামাযের পর পরই যে কেউ চাইলে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে পারবে। শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ পড়লে যেমন নেকী ঐরকম নেকী সে পাবে। পার্থক্য হলো আখের (গেন্ডারীর) আগা- গোড়ার মত। আখের আগাতে যেমন কম মিষ্টি থাকে আর গোড়ার দিকে বেশী মিষ্টি ঠিক তেমনি প্রথম রাতে তাহাজ্জুদ পড়া আখের আগার মত স্বাদ আর শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়া গোড়ার মত স্বাদ হবে।

২. সর্ব অবস্থায় ইবাদাত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, প্রতিটা আমলেরই একটা নির্দিষ্ট সময় আছে যেমনঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায নির্দিষ্ট সময়ে, রোযা রমযান মাসে, হাজ্জ যিলহাজ্জ মাসে কিন্তু সর্ব অবস্থায় ইবাদাত হলো শোকর আর সবর। একজন মানুষ সারাদিনে যে কোন হালতে থাকুক না কেন, তাকে হয় শোকর আদায় করতে হয় অথবা সবরের সাথে থাকতে হয়। এই দুই ইবাদতে একই দু‘ আ, আলহামদুলিল্লাহ। সবরের ক্ষেত্রে একটু বাড়াতে হয়। আলহামদুলিল্লাহি ‘ আলা কুল্লি হাল।

৩. তাকবীরে তাহরীমা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, তাকবীরে তাহরীমার সময় নামাযের ধ্যান থাকা জরুরী। বে-খেয়ালীতে তাকবীরে তাহরীমা বললে নামায হবে না।

৪. রজব মাসের দু‘ আর ফায়দা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, রজব মাসে আমাদেরকে যে দু‘ আর কথা বলা হয়েছে, কেউ যদি ঐ দু‘ আ পড়া জারি রাখে তাহলে রমাযান পেলেও লাভ, না পেলেও

লাভ। কেউ যদি রমাযান মাস নাও পায় তবু ঐ দু' আর কারণে আল্লাহ তাকে পুরো রমযানের খায়ের ও বরকত দান করবেন।

৫. ই' তিকাফ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ই' তিকাফ করার অর্থ হলো, খালেক মালিকের দরজার কাছে নিজের বিছানা লাগানো। যে ই' তিকাফ করলো সে শবে ক্বদর পেয়েই যায়।

৬. প্র্যাকটিকাল করতে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, শুধু থিউরী দিয়ে সম্ভব না যদি প্র্যাকটিকাল না থাকে। যেমনঃ ডাক্তার ইন্টার্নি না করলে চেম্বার খুলতে পারবে না, জেল হবে। চাকুরীতেও আজ-কাল ৫/৬ বছরের অভিজ্ঞতা চায়। মাদরাসায় মুফতী পাস করেও বড় বড় মুফতী সাহেবদের সাথে থেকে ফাতাওয়া কিভাবে দিতে হয় তা না শিখলে অর্থাৎ ইন্টার্নি না করলে তাকে মুফতী বলা হয় না। ঠিক তেমনি কিতাব পড়ে নামায শিখা যায় না। নামায প্র্যাকটিক্যালী শিখতে হবে।

৭. উযুর ফাযায়েল

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, উজুর ফাযায়েল অনেক এর মধ্যে চারটি হলো, উযু অবস্থায় মু'মিনঃ

১. শয়তানের ধোঁকা থেকে হিফাজতে থাকে।
২. অস্ত্র পরিহিত অবস্থায় থাকে। (যার দরুন শয়তান ভিত থাকে)
৩. রিযিকে বরকত হয়।
৪. মন অনুগত থাকে।

৮. সুন্নাত কিরা'আত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, নামাযে সুন্নাত কিরা'আাত পড়তে হবে। প্রত্যেক নামাযের

কিরা'আাত ভাগ করা আছে। যদি মসজিদের নির্দিষ্ট ইমাম হয় তাহলে সমপরিমাণ কিরা'আত অন্য স্থান থেকেও পড়তে পারবে। আর যদি নির্দিষ্ট ইমাম না হয় তাহলে সে প্রত্যেক নামাযের সুন্নত কিরা'আতের স্থান থেকে পড়বে। হানাফী মাযহাবে উত্তম হলো দুই রাকা'আতে ভিন্ন ভিন্ন পূর্ণ দুই সূরা পড়া, তার থেকে একটু নিম্নস্তর হলো, কোন বড় সূরার মাঝ থেকে প্রথম রাকা'আতে পড়বে দ্বিতীয় রাকা'আতে তার পর থেকে পড়ে সূরা শেষ করবে, তার থেকে একটু নিম্নস্তর হলো উভয় রাকা'আতে ভিন্ন ভিন্ন সূরার শেষ থেকে পড়বে। তার থেকে নিম্নস্তর হলো একেক রাকা'আতে একেক জায়গা হতে পড়বে কোন সূরাই শেষ হবে না।

৯. প্রত্যেক আয়াত ভিন্ন শ্বাসে পড়া

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, নামাযে সূরা ফাতিহা সাত নিশ্বাসে পড়া সুন্নাত, প্রত্যেক আয়াত শেষ করে থামতে হবে। এটা একটি দু'আ। দু'আকে দু'আর মত করে পড়তে হবে।

১০. দু'আর মাঝে ইকতিদা নেই

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ইমামের ইকতিদা বাকি থাকে সালাম পর্যন্ত। সালাম শেষ ইকতিদাও শেষ। ইমামের সাথে দু'আ করার সময় কোন ইকাতিদা নেই। ইচ্ছা করলে ইমামের সাথে দু'আ করতেও পারে, নাও পারে। ইমামের আগেও শেষ করে যেতে পারে আবার ইমামের শেষ হওয়ার পরও সে দু'আ চালিয়ে যেতে পারে। এজন্য দু'আ শুরু করার সময় ইমাম সাহেবের জোরে শুরু করা, শেষ হলে জোরে আমীন বলে শেষ করার কোন প্রয়োজন নেই। তাই ইমাম সাহেব আস্তে হাত তুলবে। যার যার ইচ্ছামত সে হাত তুলে দু'আ করে চলে যাবে।

১১. দিনের তাহাজ্জুদ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দিনের তাহাজ্জুদ হচ্ছে যাওয়ালে সূর্য ঢোলে পড়ার পরের সময়। ঐ সময় আসমানের দরজা খোলা হয়। যার যা প্রয়োজন চেয়ে নিতে পারে। কিন্তু এ সময়ে শয়তান আমাদের ব্যস্ত করে রাখে। কখন যাওয়াল হয় আমরা খবরও রাখিনা।

১২. ফরযের ঘাটতি পূরণে নফল

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ তা'আলা দিন রাতে আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। বান্দা যথাযথ নামাযের হক আদায় করতে পারবে না বিধায় পাঁচ ওয়াক্ত নফল দিয়েছেন। ইশরাক, চাশত, যাওয়াল, আওয়াবিন, তাহাজ্জুদ। যেন এগুলির মাধ্যমে ফরয নামাযের ঘাটতি পূরণ করতে পারে। এই মুহূর্তগুলোতে বান্দার উপর নিয়ামতের নতুন ধারা শুরু হয়। তাই নিয়ামতের শোকর স্বরূপ এই সময়কে নির্বাচন করা হয়েছে। কিন্তু আমরা গাফেল হয়ে পড়ে থাকি। কখন কোন সময় পার হয়ে যায় তার খবরও রাখিনা।

১৩. মাসবুক দ্বিতীয় সালামের পর দাড়াবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, অধিকাংশ লোক এমনকি অনেক আলেমকেও দেখা যায় মাসবুক হলে ইমামের দ্বিতীয় সালাম শুরু হতে না হতেই দাঁড়িয়ে যায়। অথচ মাসআলা হচ্ছে দ্বিতীয় সালাম শেষ হলে যখন বুঝতে পারবে যে ইমাম সাহেব এখন সিজদা সাহু করবেন না, তখন মাসবুক দাঁড়াবে। কিন্তু এই ভুলটি প্রসিদ্ধ হয়ে গেছে। সকলের সতর্ক হওয়া দরকার।

১৪. নামাযে পূর্ণ ধ্যান রাখতে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন,

ويل للمصلين * الذين هم عن صلاتهم ساهون*

"ধ্বংস ঐসকল মুসল্লিদের জন্য যারা নামাযে গাফেল। অলসতা করে।" আমরা ২৪ ঘন্টায় পুরা সময়ই দুনিয়ার কাজে ব্যয় করি তার মধ্য হতে সামান্য সময় আল্লাহর জন্য দেই। কিন্তু তাকবীরে তাহরীমা বলে নামায শুরু করে আবার অন্যমনষ্ক হয়ে পড়ি। আল্লাহর জন্য আর আমাদের কোন সময় থাকলো না। তাকবীরে তাহরীমা বলে আমরা আল্লাহর সাথে ওয়াদাবদ্ধ হই যে, এখন দুনিয়ার সকল ঝামেলা থেকে ফারেগ হয়ে কিছু সময় শুধু তোমার জন্য দিব আর অন্য কোন চিন্তা- ফিকির করবো না। কিন্তু একটু পরেই ওয়াদা ভঙ্গ করে নানান চিন্তা শুরু করি, এমনকি কত রাকা'আত পড়েছি তারও খবর থাকে না। এজন্য বারবার ধ্যানের সাথে অন্য চিন্তা বাদ দিয়ে নামাযের মশক করতে হবে।

১৫. তাসবীহ পরে আদায় করতে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, যে সকল নামাযে ফরযের পর সুন্নত আছে ঐ সকল নামাযের পর দু'আ, তাসবীহ সুন্নতের পরে আদায় করতে হবে। অন্যথায় ফরয ও সুন্নতের মাঝে অনেক ব্যবধান হয়ে যাবে। তবে ফরয ও সুন্নত এক সঙ্গে মিলিয়েও পড়া যাবে না। এজন্য ফরযের পর হাত তুলে সংক্ষিপ্ত দু'আ করবে।

১৬. কোন কিছু হারালে করনীয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কোন কিছু হারালে মানুষ অস্থীর হয়ে এদিক- ওদিক ঘুরতে থাকে। বার- বার খোজ করেও সন্ধান মেলে না। এতো পেরেশান না হয়ে যদি একটি ছোট আমল করে তাহলে সহজেই পেয়ে যাবে। কিন্তু মানুষ আমল করতে রাজি না। আমার পরিক্ষিত যদি এই দুআ' পড়া হয় তাহলে হারানো জিনিস ফিরে পাওয়া যায়। দু'আটি হলো,

يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي

১৭. জ্বীনের সমস্যা হতে বাঁচার দু'আ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, জ্বীনের অনিষ্ট থেকে হেফাজতের জন্য একটি দু'আ আছে। এই দু'আ পড়ার সময় যদি মনে মনে নিয়ত করে আমি জ্বীন পুড়িয়ে দিব তাহলে ঐ দু'আর পাওয়ারে জ্বীন পুড়ে যায়। দুআটি হলো,

اعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق

একবার আমার কামরার জানালা দিয়ে জ্বীনেরা আমার উপর আক্রমন করতে চাইলো। আমি তখন ঐ দু'আটি পড়ে তাদের জ্বালিয়ে দেওয়ার নিয়ত করলাম। এরপর থেকে আর আমাকে ক্ষতি করতে আসেনি।

১৮. বিসমিল্লাহও পড়তে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সকাল- সন্ধ্যা সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ার পূর্বে

اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

পড়ার পর পূর্ণ বিসমিল্লাহও পড়তে হবে। এ স্থানে আউযুবিল্লাহ একটি ভিন্ন ধরনের বিধায় শুধু আউযুবিল্লাহর কথা হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। আর কুরআন তিলাওয়াতের আদব সকলের জানা আছে যে, শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে হয়। সে জন্য এখানে ভিন্ন ভাবে

উল্লেখ করেনি। কিন্তু সাধারনত লোকদেরকে দেখা যায় এ স্থানে বিসমিল্লাহ পড়ে না।

১৯. হাই প্রতিহত করতে করনীয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মানুষের হাই আসে। এটা অলসতার লক্ষন। আর অলসতা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। এজন্য কোন নবীর হাই আসতো না। তাঁরা কখনো অলসতা করতেন না। এবং তাদের কাছে শয়তানও আসতো না। এই শয়তান দূর করার জন্যই বলা হয়েছে,

لاحول ولا قوة الا بالله

পড়বে। যদি কারো হাই আসে আর সে মনে মনে এই চিন্তা করে যে, কোন নবীর হাই আসতো না আর আমার হাই আসছে! আমাকে শয়তানে ধরেছে। তাহলে আর তার হাই আসবে না। তার হাই আসা বন্ধ হয়ে যাবে।

২০. তিন কুলের আমলের সহীহ পদ্ধতি

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, তোমরা আমাদের মাধ্যমে যে সব ইলম পাচ্ছো সবই হযরত মুহাদ্দিস সাহেব হুজুর রহ. এর ইলম। আমাদের কিছুই না। আমরা মুহাদ্দিস সাহেব রহ. এর কাছ থেকে যে সব বিশেষ ইলম পেয়েছি তার একটি হলো তিন কুলের আমল প্রসঙ্গে। অনেকেই এখানে ভুল করে থাকে। সহীহ নিয়ম হলো, সাধারতন দুই সময় তিন কুলের আমল করা হয়। (১) ফজর ও মাগরিবের পর (২) শোয়ার সময়। "উভয় ক্ষেত্রে আমলের নিয়ম ভিন্ন"। ফজর ও মাগরিবের সময়, প্রথমে একসাথে তিন বার সূরা ইখলাস পড়তে হবে। এরপর একসাথে তিনবার সূরা ফালাক্ব, সবশেষে একসঙ্গে তিনবার সূরা নাস।

আর শোয়ার সময় এক একটি করে অর্থাৎ প্রথমে সূরা ইখলাস একবার এরপর সূরা ফালাক্ব একবার, সূরা নাস একবার, এভাবে তিনবার পড়বে এবং প্রত্যেক বার সারা শরীরে দম করবে।

সুন্নতের পথ

১. সুন্নতের স্বাদ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমরা কত দামী দামী মসলা ব্যবহার করে কত ভালো ভালো খাবার (বিরিয়ানি, পোলাও, গরুর গোশত, খাসির গোশত, মুরগীর গোশত, রেজালা ইত্যাদি) রান্না করি। রান্নাতো হয়ে যাবে। যে কেউ ঐ রান্না দেখলে পোলাওকে পোলাও এবং গোশতকে গোশত বলবে। কিন্তু বাজারের স্বল্প মূল্যের জিনিস নুন (লবণ) যদি ঐ রান্না করা জিনিসে ব্যবহার না করা হয় তাহলে সম্পূর্ণ খাবারের স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে। নুন (লবণ) ছাড়া ঐ খাবার কেউ খেতে চাইবে না। ঠিক তেমনি আমলের মধ্যে সুন্নতের অবস্থাও নুনের (লবণের) মত। সুন্নত ছাড়া আমল বাহ্যিক নজরে আমল মনে হবে। কিন্তু স্বাদবিহীন থাকবে।

২. সুন্নতের দ্বারা নিরাপত্তা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, যখন কেউ সুন্নতের উপর আমল করে তখন আল্লাহ তাকে এমনভাবে গুনাহ থেকে হেফাজত করেন যেমন মা তার সন্তানকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন। মা যেমন তার ছোট্ট ছেলের কথা ভেবে ঘরের ধারালো দা-বঠি, ছুরি ইত্যাদি দুরে সরিয়ে রাখেন, ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'আলাও সুন্নতের উপর চলনেওয়ালার জন্য গুনাহকে দূরে রাখেন। সন্তান যদি ধারালো দা- বঠি, ছুরি দেখে ফেলে তো সে ওটা নিতে চায়, মা দেয় না। মা যেন না দেখতে পায় তাই ছেলে লুকিয়ে ঐ ছুরি হাতিয়ে নেয়। কিন্তু মা দেখতে পাওয়া মাত্রই তা জোর করে

ছেলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন। আর যদি ছেলে মায়ের দেখার আগেই ছুরি দিয়ে হাত- পা কেটে ফেলে, মা দেখা মাত্রই তাকে সুস্থ করার জন্য মলম, ঔষধ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। ঠিক তেমনি আল্লাহ তা'আলাও সুন্নতের উপর চলনেওয়ালাকে জোর করে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। তিনি গুনাহ করতে চাইলেও আল্লাহ দেন না। আল্লাহ না করেন কেউ যদি কোন গুনাহ করেও ফেলে, আল্লাহ তাকে তাওবা করার তাওফীক দিয়ে গুনাহমুক্ত করেন।

৩. সব সময় সচেতন থাকতে হবে

একবার হযরতওয়ালা ঈদের নামায শেষ করে মসজিদের মিম্বর থেকে নামতে গিয়ে বললেন, উঁচু যায়গা থেকে নিচের দিকে নামার সময় বাম পা ব্যবহার করতে হয়। আমরা যদি সচেতন না হই তাহলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজ কর্ম থেকে হাজারো সুন্নত ছুটে যাবে। এইজন্য আমাদের সবসময়ই সচেতন থাকতে হবে।

বিবাহ

১. স্বামী স্ত্রীর পছন্দ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ইসলাম শিখিয়েছে বাজার করা হলো পুরুষের দায়িত্ব। স্বামী তার পছন্দমত তার স্ত্রীর জন্য কিনবে। স্ত্রী নিজের জিনিস নিজের পছন্দমত কিনবে না। আজকাল সবই উল্টো হয়ে গেছে। দীনী বুঝ না থাকার দরুন স্বামীর জিনিস স্ত্রী পছন্দ করে বাজার থেকে কিনে আনে।

২. নেক বিবি স্বামীর শান্তনা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, নেক বিবি সেই, যে তার স্বামীর দুশ্চিন্তা ও পেরেশানির সময় শান্তনা

দেয়। যদি বিবিই হয় এক পেরেশানী, তাহলে তার পেরেশানীর কোন সীমা নেই। তার দীনের ব্যপারে সহায়তা কে করবে ? এ সকল সমস্যা তখনই হয় যখন বিবির মাঝে দীনের বুঝ না থাকে। এজন্য প্রত্যেকের ঘরে দীনী কিতাব রাখা, তাদেরকে দীনী বিষয় শেখানো অত্যান্ত জরুরী।

৩. বিবাহের ক্ষেত্রে কোন সিরিয়াল নেই

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমাদের সমাজে ছেলে মেয়ের বিবাহের ক্ষেত্রে অনেক বদ রুসুম চালু আছে। এর মধ্য হতে একটি বদ রুসুম হচ্ছে, বড় জনের সমস্যার কারণে বিবাহ করতে দেরি হবে কিন্তু ছোট জনের বিবাহ করতে কোন অসুবিধে নেই, তথাপি তার অবিভাবক তাকে বিবাহ করাতে রাজি হয় না, লোকে কি বলবে সে ভয়ে। গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য বিবাহ করা জরুরী। কিন্তু পিতা মাতার এক বদ রুসুমের দরূন সে গুনাহ থেকে বাঁচার ব্যবস্থা নিতে পারছেন না। এখন যদি সে কোন গুনাহে লিপ্ত হয়, তার দায়ভার তার অভিবাকদের উপর বর্তাবে। শরী'আতে বিবাহের কোন সিরিয়াল নেই। যার যখন সুযোগ হবে সে তখন বিবাহ করবে।

৪. বিয়ে করবে সঠিক সময়ে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, পরিনত বয়সে বিবাহ না হলে অনেকগুলো পাপ থেকে বেঁচে থাকা বহুত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আর সাথে সাথে শারীরিক ক্ষতিতো আছেই। কাজেই আল্লাহর উপর ভরসা করে সঠিক সময়- ই বিবাহ করতে হবে।

৫. মুখে তালা মারো

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, স্ত্রীর ঋতুস্রাব চলাকালীন সময় মুখে তালা মেরে রাখবে। কারণ এ সময় তাদের মেজাজটা খিট খিটে থাকে। সামান্যতেই ক্ষেপে যায়। এসময় তুমিও ক্ষেপে গেলে সংসার ভেঙ্গে যাবে।

৬. প্রবেশ করল চোর হয়ে, বের হল ডাকাত হয়ে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, শরী'আতে বিবাহের ক্ষেত্রে দু'টি খরচ জরুরী করা হয়েছে। একটি হলো মহর, দ্বিতীয়টি হলো ওলীমা। আর উভয় খরচই ছেলের দায়িত্বে। মেয়ের অভিবাবকের দায়িত্বে কোনো খরচ রাখা হয়নি। এমনকি মেয়েকে বিদায় জানানোর জন্য যদি কোন আত্মীয়- স্বজনের আসতে হয়, তাহলে নিজ বাড়ি থেকে টিফিনে করে খাবার সঙ্গে নিয়ে আসবে। কিন্তু সমাজে যে বরযাত্রির নামে শর্ত করে মেয়ের বাড়িতে খেতে যায় তা সম্পূর্ণ হারাম। হাদীসে এদের ব্যপারে এসেছে,

دخل سارقا و خرج مغيرا

(প্রবেশ করল চোর হয়ে, বের হলো ডাকাত হয়ে)। প্রবেশ করার সময় মাথা নিচু করে ঢুকেছিল। মেয়ের বাপের উপর জুলুম করে পেট ভরে খেয়ে ডাকাত হয়ে বুক ফুলিয়ে বের হলো।

৭. স্বামীর বাড়িই নিজের বাড়ি

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মহিলাদের একটি ভুলের কারনে পরিবারে বনাবনি হয় না। যদি একটি ভুল ধারনা ঠিক হয়ে যেত, তাহলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। এক মহিলা আমার সাথে ইসলাহী সম্পর্ক রাখে। এক দিন চিঠি পাঠালো যে, আমি আমার স্বামীর ভক্তি শ্রদ্ধা করি, খেদমত করি। কিন্তু তিনি আমাকে আমার বাড়িতে যেতে অনুমতি

দেন না, আমি কী স্বামীর অনুমতি ছাড়া আমার বাড়িতে যেতে পারব ?

আমি তার উত্তরে লিখলাম, আমি খুবই দুঃখিত যে আপনি এত দিন আমার সাথে ইসলাহী সম্পর্ক রাখেন কিন্তু আমি আপনাকে আপনার নিজের বাড়ি কোনটি তা বুঝাতে সক্ষম হইনি। প্রথমে আপনার জানা জরুরী যে, আপনার নিজের বাড়ি কোনটি ?

মেয়েরা যখন থেকে অন্যের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখন থেকে তার সবচেয়ে আপন হল স্বামী। আর বাপ- মা, ভাই, বোন সবাই পর। এখন থেকে সারা জীবন কাটাবেন স্বামীর সাথে। মৃত্যুর সময় মুখে পানি দেবে স্বামীর বাড়ির লোকেরা। তারাই কাছে- থাকবে। দাফনও হবে সেখানে। এই একটি সত্য কথা না বুঝার দরুন স্বামী- স্ত্রীর বনাবনী হয় না। মনোমালিণ্যতা লেগে থাকে। মহিলারা যত দিন পর্যন্ত স্বামীর বাড়িকে নিজের বাড়ি মনে করতে না পারবে, ততোদিন পর্যন্ত তাদের সংসারে শান্তি আসবে না।

৮. স্বামী- স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য থাকা উচিৎ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলে, মেয়ের বয়সের দিক দিয়ে কমপক্ষে, ১০ বছরের ব্যবধান থাকা উচিৎ। পুরুষের যৌবনের চাহিদা সাধারণত: ৬৫ বছর বাকী থাকে। আর মহিলার শক্তি সাধারণত: ৫৫ বছর বাকি থাকে। এখন যদি উভয়ে সমবয়সী হয় তাহলে শেষ জীবনে বড় আফসোস করতে হবে। এমনকি সংসার ভেগে যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। যারা এখন সমবয়সীদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক করে বিবাহ করছে তাদের পরিনতি বড় ভয়াবহ।

৯. মরিবার পরিকল্পনা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বিবাহের পর লোকেরা সন্তান নিতে চায় না। জন্ম নিয়ন্ত্রনের অনেক পন্থা অবলম্বন করে। যদি শরী'আত সম্মত কোন অপারগতা না থাকে তাহলে জন্ম নিয়ন্ত্রন হারাম। কিন্তু সবাই পরিবার- পরিকল্পানার ধোকায় পড়ে আছে। পরিবার- পরিকল্পনা মুলত মরিবার পরিকল্পনা। যখন অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে তখন খেদমত করার কাউকে খুজে পায় না। আর যদি সন্তানই ছিলো একটি কোন কারণে মারা গিয়েছে তাহলে আর দিশা খুঁজে পায়না। তখন হাঁড়ে হাঁড়ে টের পায় যে মরিবার পরিকল্পনার ফাঁদে পড়েছিল। কিন্তু এখন হাজারো বুঝালে বুঝতে রাজি হয় না।

১০. সুখময় দাম্পত্যের জন্য করনীয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মানুষ বিবাহের ক্ষেত্রে- ৪ টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখে।

(১) দীনদারী। (২) ধনসম্পদ। (৩) বংশমর্যাদা। (৪) সৌন্দর্য।
জীবন সুখময় করতে দীনদারীকেই প্রাধান্য দিতে হবে। যদি- দীন থাকে আর কিছুই না থাকে তাহলেও সে সুখী জীবন যাপন করতে পারবে। তবে পুরুষের জন্য উচিৎ হলো যার সাথে সম্মন্ধ করছে, সে তার চেয়ে দীনদারী, সম্পদ, সৌন্দর্য বংশমর্যাদা সবদিক থেকেই নিচু থাকবে। তাহলে স্ত্রী, স্বামীর অনুগত থাকবে। আর যদি নিজের চেয়ে উন্নত জায়গায় সম্মন্ধ করতে চায় তাহলে দাম্পত্য সুখময় হবে না। অশান্তি লেগে থাকবে।

১১. ঝগড়া মিটাতে করনীয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমাদের সমাজে পুত্রবধু ও শাশুড়ীর মাঝে বিরাট দন্ধ থাকে। এর মূল কারন হলো দীন সম্পর্কে অজ্ঞতা। শাশুড়ী মনে করে পুত্রতো

আমার গোলাম আর পুত্রবধু তো তার গোলাম তাহলে পুত্রবধু হলো গোলামের গোলাম। আমি যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে তাকে দিয়ে কাজ করাবো। অথচ শরী'আত শাশুড়ীর খিদমত করা পুত্রবধুর দায়িত্বে রাখেনি। দায়িত্ব তার সন্তানের। সন্তান হয়তো নিজে করবে বা অন্য লোক দিয়ে করাবে। পুত্রবধু যদি সেচ্ছায় কিছু করে দেয় তাহলে এটা তার অনুগ্রহ। তাকে জোর করে কোন কাজ কারানো বৈধ না। তবে পুত্রবধুর উচিৎ মুরব্বিদের খিদমত করা। তাদের সন্তুষ্ট রাখলে আল্লাহ তা'আলা তার দুনিয়াবী জীবনে বরকত ঢেলে দিবেন। সে সুখময় জীবন যাপন করতে পারবে। এজন্য শাশুড়ী মনে করবে সে আমার মেয়ে। আর পুত্রবধু মনে করবে তিনি আমার আপন মা। একে অন্যকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে। তাহলে আর কোন ঝগড়া থাকবে না।

১২. পৃথক থাকাই উত্তম

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সন্তানের উচিৎ বিবাহের পর কিছুদিন পিতা- মাতার সঙ্গে থেকে তাদের খিদমত করা, তারপর নিজের পরিবার নিয়ে পৃথক হওয়া। তাহলে আর পরিবারে ঝগড়া বিবাদ থাকবে না। তবে পৃথক হওয়ার অর্থ এটা না যে পিতা- মাতাকে ভুলে যাবে। বরং তাদের যথাসাধ্য খিদমত করবে। তারা কোন বিপদ- আপদে থাকলে তাদের উদ্ধার করবে। সময় সময় হাদিয়া পাঠাবে। পৃথক থেকে ঝগড়া- বিবাদ মুক্ত ভাবে পিতা- মাতা, আত্মীয় স্বজনের হক্ব আদায় করাই শ্রেয়। এক সঙ্গে থেকে বিবাদ করার চেয়ে।

যাকাত

১. মালের হাকিকত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মাল সাধারণত আরেকজনের কাছে থাকে। ক্রয় সূত্রে, হেবা সূত্রে, ওয়ারিশ সূত্রে, যার কাছে আসলো সে ঐ মালের প্রতিনিধি। সুতরাং তুমি চিন্তা করোনা মাল তোমার কাছে চিরকাল থাকবে। যেহেতু চলেই যাবে সুতরাং তুমি এমন যায়গায় খরচ কর যেটা নেকী হয়ে তোমার থাকে।

২. যাকাত না দেয়ায় ধ্বংস

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, যে ধ্বংস আল্লাহ সুদ খাওয়ার মধ্যে রেখেছেন ঠিক ঐ ধ্বংস আল্লাহ যাকাত না দেয়ার মধ্যে রেখেছেন। বহু লোক এমন আছে যে নিজে বাড়ি- গাড়িতে চড়েছে, পরে তার সন্তানদের মিসকীন হাল। কারণ বাবার সুদ- খাওয়া বা যাকাত না দেয়ার কারণে সেই সম্পদ থাকে নাই, ধ্বংস হয়ে গেছে।

হজ্জ

১. আবেগে না আঁকল দিয়ে কাজ করতে হবে

তামাত্তু হাজ্জ করনেওয়ালারা অনেকেই উমরা করার পর আসল হজ্জের আগে জযবার সাথে খুব বেশী বেশী উমরা করে বা তাওয়াফ করে। নিজের শরীরের ব্যাপারে একদমই খেয়াল করে না। অথচ আসল হাজ্জ করার জন্য তার আগে থেকেই প্রস্তুত থাকা, শরীর স্বাস্থ্য ঠিক রাখা জরুরী। হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ইলম না থাকার কারণে অধিকাংশ মানুষই আকল দিয়ে কাজ না করে আবেগে কাজ করে যা শরী‘আত, সম্মতী দেয় না। আমাদের উচিৎ আবেগে না, আকল দিয়ে কাজ করা।

২. হজ্জের গুরত্বপূর্ন কাজ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হজ্জের মধ্যে সারা দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের একটি ইজতেমা কায়েম হয়। এটা হলো বিশ্ব ইজতেমা। বাস্তবে উচিৎ ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রধানকে একত্রিত করে, তাদের দেশের খবর নেওয়া। কোন সমস্যা থাকলে সমাধান দেওয়া। এটাই ছিল হজ্জের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এক জমানায় হজ্জের সময় এই কাজই হতো। কিন্তু তা হয় না।

৩. গরীবের হজ্জ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, অনেকে হজ্জে যাওয়ার জন্য মানুষের কাছে সাহায্য চায়। যে সাহায্য চাইলো আর যে সাহায্য দিলো উভয়ই হারাম কাজ করলো। যাকে আল্লাহ আর্থিক সচ্ছলতা দেন নি তার জন্য হজ্জ এর নেকী পাওয়ার মাধ্যম হলো- ইশরাক নামায, বাবা- মায়ের খেদমত করা।

৪. ভিডিও করা দণ্ডনিয় অপরাধ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কোন ব্যক্তি যদি অন্য স্বামী- স্ত্রীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ভিডিও করে বাজারে ছাড়ে তাহলে সরকার তাকে জেলে দেয়। কারণ এটা একটি গোপন সম্পর্ক। ঠিক হাজীদের হজ্জের কার্যক্রম ভিডিও করে বাজারে ছাড়লে সেও গুনাহগার হবে এবং আল্লাহর জেলে অর্থাৎ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। কারণ এটা বান্দা ও আল্লাহর, মুহাব্বাতের একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক।

৫. হজ্জে মাবরুর

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হাজী সাহেবানদের হজ্জে যাওয়ার আগে কিছুদিন দাওয়াতে তাবলীগের লাইনে মেহনত করা অথবা আল্লাহওয়ালাদের সুহবাতে থাকা উচিৎ।

TOP

এই কারণে যে মক্কার চারিদিকে দুনিয়ার আসবাব বিছিয়ে রাখা হয়েছে। এইসব থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য ঈমানী লাইনে মেহনত করা দরকার। তা না হলে অনেকের হাজ্জ ট্যুর হবে। আর যারা আল্লাহওয়ালাদের সুহবাত না উঠিয়ে হজ্জে যাবে তাদের হজ্জে মাবরুর নসীব হয় না। হজ্জে মাবরুর নসীব হতে হলে নিম্মোক্ত বিষয় খেয়াল রাখা জরুরীঃ

১. নিয়তকে সহী করা।

২. গুনাহ না করা।

৩. বান্দার হক আদায় করা।

৪. হজ্জের পরের যিন্দেগী আখিরাতমুখী করা।

৬. হাজীদের গুনাহ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহর আশেক হওয়ার সবচেয়ে বড় স্তর/মাধ্যম হলো হাজ্জ। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, বর্তমানে হজ্জের সফরে হাজীরা যে পরিমান গুনাহ করে তা সারা যিন্দেগীতে করে না। কিছু মূর্খ/বেকুব লোক/ ইলম বিহীন মানুষ তাদের বিবি, মা, বোনদেরকে নিয়ে মক্কায় পুরুষদের সাথে নামায পড়ে, পর্দা করেনা, যা স্পষ্ট গুনাহ। হজ্জের সফরে যে সকল মারাত্মক গুনাহ বেশী হচ্ছে অথচ একে গুনাহ হিসেবে গণ্য করছে না তা হলোঃ

১. বদ নিগাহী অর্থাৎ চোখের হেফাজত না করা।

২. মোবাইলে বাদ্যযন্ত্র মিউজিক রিংটোন।

৩. ছবি তোলা।

৪. বে- পর্দার গুনাহ।

৭. আল্লাহ তা'আলার হেকমত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাকে তাঁর ঘরে নিয়ে যান অর্থাৎ বাইতুল্লাহতে নিয়ে যান এর মধ্যে অনেক হেকমত রয়েছে। এর মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ হেকমত হলো, আল্লাহ তাঁর বান্দাকে তাঁর আশেক বানাতে চান।

৮. মালের হেফাজত করা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হজ্জে যাওয়ার অনেক হেকমতের একটা হলো, হজ্জের উদ্দেশ্যে সমস্ত বাজে খরচ বন্ধ হয়। প্রত্যেক মুসলমানই চায় হাজ্জ করতে। আর তাই সে হাজ্জ করার নিয়তে বাজে খরচ বন্ধ করে দেয়। আফসোস! এক শ্রেণীর মানুষ মাল জমা করছে ভিন্ন নিয়তে। অথচ এই মাল তাকে ছেড়ে চলে যায় অথবা সে মালকে ছেড়ে চলে যায় । আবার কিছু লোক হাজ্জ না শিখেই হাজ্জ করতে যায়। এতে অনেকেরই পুরো টাকা যেমন নষ্ট হয়, জানেরও ক্ষতি হয়।

৯. হজ্জের শিক্ষা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হজ্জ থেকে শিক্ষা নেয়ার মতো যা রয়েছে তা সবার জন্য। শুধু হাজী সাহেবানদের জন্য খাস নয়। হজ্জ এর শিক্ষাঃ

তালবিয়ার শিক্ষাঃ নিয়ত করে ১ বার তালবিয়া পড়লে ইহরাম বাঁধা হয়ে যায়। ৪ দমে তালবিয়া পড়া সুন্নাত। তালবিয়ার শিক্ষা হলো নিজের ঈমানকে শিরকমুক্ত রাখা।

তাওয়াফের শিক্ষাঃ আল্লাহর আশেক হয়ে আল্লাহর ঘরের চারপাশে ঘোরা অর্থাৎ সত্যিকার অর্থে আল্লাহর আশেক হওয়া। এইজন্য লেবাসটাও পাগলের। আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে যেন আমরা আল্লাহর মুহাব্বাতকে ১ নম্বরে রাখি।

সাঈর শিক্ষাঃ স্বামী দীনের জন্য কুরবানী করবে তো স্ত্রী সাহায্য করবে। স্ত্রীর দায়িত্ব হলো স্বামীকে দীনের জন্য সাহায্য করা। স্ত্রী-সন্তানদেরকেও কুরবানী করা শিখাবে এবং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যখন স্বামী রেখে চলে যাবে তো স্ত্রী নিজের এবং সন্তানদের খেয়াল রাখবে আর আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট থাকবে।

মিনার শিক্ষাঃ ১. ৮ই যিলহজ্জ মিনায় অবস্থান। তোমার বুদ্ধি বিবেচনার নাম শরী' আত না। আল্লাহর হুকুমের নাম শরী' আত। ৮ই যিলহজ্জ হাজীদের আল্লাহ মিনাতে মেহমানদারী করবেন। তাই নিজের যুক্তি দিয়ে এই দিন হাজী সাহেবরা এই যায়গা থেকে অন্য কোথাও গিয়ে থাকবেন না।

২. শয়তান কে পাথর মারা। মিনার ২য় শিক্ষা হলো শয়তানকে তোমার প্রকাশ্য শত্রু মনে করতে হবে। পরামর্শ নিতে হবে একমাত্র উলামাদের নিকট থেকে।

কুরবানী থেকে শিক্ষাঃ এখান থেকে শিক্ষা হলো পশু জবেহ করে নিজের নফসকে জবেহ করা। নফস ইবলিস থেকে বড় শয়তান।

আরাফার শিক্ষাঃ আরাফার শিক্ষা হলো গুনাহ থেকে তওবা করা।

১০. ছেলের বিবাহের খরচ পিতার দায়িত্বে না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমাদের সমাজে অনেক লোক আছে যাদের উপর হজ্জ ফরয হয়েছে। কিন্তু তারা হিসাব করে আমার ছেলেকে বিবাহ দিতে এত খরচ হবে, মেয়েকে বিবাহ দিতে এত খরচ হবে। এই দুই ফরয আদায় করতে গেলে হজ্বের খরচ থাকে না, তার মানে আমার উপর হজ্ব ফরয না। কিন্তু একি চরম ভুলের মাঝে আছে সে!!! ছেলের বিবাহের খরচের দায়িত্ব ছেলের কাঁধে। পিতার কাঁধে না। আর শরী'আতে মেয়ের বিবাহের যে খরচ: এক হল মহর দেওয়া; দুই ওলীমা খাওয়ানো। উভয়টি ছেলের দায়িত্বে। মেয়ের পিতার কোন

খরচ শরী'আত রাখেনি। এখন সে শরী'আতের ফরযকে বাদ দিয়ে সমাজের চাপে নিজের উপর দুই অবাস্তব ফরয লাযেম করে নিয়েছে। আর হজ্ব না করে গুনাহগার হচ্ছে। এজন্য হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য সন্তানের দোহাই দেওয়া চলবে না। হজ্ব আদায় করতেই হবে।

১১. যুবক বয়সে হজ্ব করতে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমাদের দেশে আরেকটি ভুল প্রচলিত আছে। তা হলো, বৃদ্ধ বয়সে হজ্ব করা। অনেকে বলে, যুবক বয়সে হজ্ব করলে হজ্ব ধরে রাখতে পারবেনা। এজন্য শেষ বয়সে হজ্বে যায়। হজ্বের কোন বিধানই ঠিকমত আদায় করতে পারেনা। হজ্ব হয় কিনা তারও ঠিক নাই। এজন্য যুবক অবস্থায় হজ্ব করতে হবে।

১২. হজ্ব কবুল হওয়ার আলামত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হজ্ব কবুল হওয়ার আলামত হলো, আমলের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। পূর্বে যত নেক আমল করতো, তার সাথে আরো বেশি নেক আমল করতে মন চাবে। গুনাহের প্রতি ঘৃণা পয়দা হবে। আলেম উলামার সাথে সর্ম্পক করবে।

১৩. ইহরাম কাফন সাদৃশ্য

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ইহরামের সাদা কাপড় মায়্যিতের কাফন সাদৃশ। এ কাপড় মওতের কথা স্বরণ করিয়ে দেয়। যত বড় লাখপতি, কোটিপতি, মিল ফ্যাক্টরির মালিক হোক, ইহরামের কাপড়ের মত দুই টুকরা সাদা চাদরই হবে তার আখেরী লেবাস। এখন মৃত্যুর প্রস্তুতি নিতে হবে।

১৪. হজ্বে যাওয়ার পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় সময় লাগানো

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হজ্বে যাওয়ার পূর্বে আল্লাহর রাস্তায় কিছু সময় দেওয়া বা কোন বুযুর্গের সুহবতে যাওয়া আবশ্যক। অন্যথায় বাইতুল্লায় থাকার পরও সেখানের সৌন্দর্য তাকে দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট করবে। সে আল্লাহর পরিবর্তে দুনিয়া অর্জন করে আসবে। যদি আল্লাহর রাস্তায় কিছু সময় লাগিয়ে যায়, তাহলে দুনিয়ার দাওয়াত তাকে কাবু করতে পারবে না।

মু'আমালাত

১. লেনদেন পরিশুদ্ধ রাখতে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমরা অনেকেই হিসাব করার বা লেনদেন করার ক্ষেত্রে মনে মনে কাজ করি (যেমনঃ আমি ক এর নিকট পাই ৩০০ টাকা, আমার কাছে খ পায় ৫০০ টাকা। আবার ক পায় খ এর কাছে ৪০০ টাকা)। আমরা একজনের সাথে আরেক জনের টাকা কাটাকাটি করে হিসাব করি । এই নিয়মটা ঠিক না। এতে অধিকাংশ সময়ই ঝামেলা হয়। বরং উচিৎ হলো যার যার পাওনা সে সে পরিশোধ করবে। এতে লেনদেন পরিষ্কার থাকে।

২. পারিবারিক খরচের নিয়ম

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, পরিবারের খরচ চালানোর নিয়ম হলো যার যতটুকু আয় আছে তা দিয়ে সর্ব প্রথম পিঠ অর্থাৎ বাড়ি ভাড়া তারপর পেটের অর্থাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় খরচে ব্যবহার করতে হবে যেমনঃ চাল, ডাল, নুন তেল ইত্যাদি। তারপর বাকী টাকা চারভাগ করে চারটি খামে ভরে রাখতে হবে। প্রতি সপ্তাহের জন্য একটি খাম। যদি কোন এক সপ্তাহে খামের টাকা কম খরচ হয় তাহলে তা থাকবে। আর যদি এমন হয় খামে যে

টাকা আছে তা থেকেও বেশী প্রয়োজন হয় তাহলে পরের সপ্তাহের খাম থেকে তা নিবে এবং পরের সপ্তাহে একটু সাবধানে খরচ করবে। এভাবে খচর করলে বেহুদা খরচ থেকে আল্লাহ হেফাজত করবেন এবং মালে বরকত হবে ইনশাআল্লাহ।

৩. দীনদার লোকের পরিচয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, শরী‘ আতে দীনদার বা আল্লাহওয়ালা কে? আমরা মনে করি যার ইবাদাত বেশি সে। কিন্তু অনেক লোক এমন আছে যার আমল আছে অনেক, কিন্তু তার লেনদেন গলদ হওয়ার কারণে সে জাহান্নামের উপযুক্ত। দীনদার তো ঐ ব্যক্তি, যার মু‘ আমালাত- মু‘আশারাত ঠিক।

মু‘আশারাত

১. বিরান ঘরের উদাহরণ

একবার হযরতওয়ালার কামরায় হযরতের কিছু মুহিব্বিন দেখা করতে গেলেন। তখন বিকাল প্রায় চারটা। হযরতওয়ালা খানা খাচ্ছিলেন। হযরতওয়ালা তাদেরকে খানা খেতে বলাতে তারা উত্তর দিলেন যে তারা খানা খেয়ে এসেছেন। হযরতওয়ালা তবুও তাদেরকে খানায় শরীক হতে বললেন। তারা শরীক হলেন। হযরতওয়ালা তখন বললেন, হাদীসে যে কয়েকটি কারণে ঘরকে বিরান ঘরের সাথে তুলনা করেছেন তার একটি হলো, কারো ঘরে মেহমান এসেছে অথচ ঘরওয়ালারা তাদের মেহমানদারী করলো না তো ঐ ঘর বিরান ঘর।

২. আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাবান

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, উত্তম আখলাক মীযানের পাল্লায় সবচেয়ে বেশী ওজনদার হবে। আমাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা মেহনত করবে অনেক বেশি কিন্তু আল্লাহর কাছে নাম্বার পাবে কম। এর একটাই কারণ, তা হলো, তার আখলাক ঠিক নাই।

আত্মশুদ্ধি

১. গুনাহগারের শান্তির আশা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মানুষ শান্তি এবং আরামের আশায় ঘরে এয়ারকন্ডিশন লাগায়। কিন্তু কেউ যদি এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে ঘরের দরজা জানালা খুলে রাখে তাহলে কী তার ঘর ঠাণ্ডা হবে? শান্তি বা আরাম কী সে পাবে? কক্ষনো না। পাবে তো না আবার তার এয়ারকন্ডিশন মেশিনও নষ্ট হয়ে যাবে। ঠিক তেমনি কেউ যদি শান্তি বা আরামের আশায় নেক আমল করে, কিন্তু গুনাহের দরজা খুলে রাখে সেও কখনো শান্তি বা আরাম পাবে না। গুনাহের তাছিরে তার নেক আমল করার তৌফিকও কমতে থাকবে।

২. আল্লাহর স্মরণের বাহানা

একবার এক ভাই হযরতের সাথে গাড়িতে সফর করছিল। পথে অল্প সময়ের জন্য ইস্তেন্জার জরুরতে নামতে হলো। জরুরত সেরে ঐ ভাই যখন আবার গাড়িতে উঠলো, তখন হযরতওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলো যে আবার যানবাহনের দু'আ পড়তে হবে কী না? হযরতওয়ালা উত্তর দিলেন আমাদের উচিৎ আল্লাহর যিকির বা আল্লাহর স্মরণ বেশী বেশী কিভাবে করা যায় এর জন্য বাহানা বের করা।

৩. খারাপ কথার উৎস

একবার এক ভাই হযরতওয়ালাকে বললো হযরতওয়ালা আমাদের মাঝে মাঝে মন খারাপ হয়ে যায় কিছু লোকের কিতাব পড়ে, কথা শুনে। কারণ তারা তাদের কিতাবে বয়ানে আলেম উলামাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। আলেম উলামাদের ভুল হওয়াটা তো স্বাভাবিক। যদি আলেম উলামাদের কোন ভুল হয়ে থাকে তাহলে ভদ্র ভাষায় বলতে পারে। হযরতওয়ালা শুধু এতটুকু বললেনঃ যে যা খাবে তার মুখ থেকে ঐ জিনিসেরই গন্ধ পাওয়া যায়। ভালো খেলে ভালো আর খারাপ খেলে খারাপ জিনিসের গন্ধতো বের হবেই।

৪. তাকাব্বুরীর পরিণাম

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমরা প্রত্যেকেই তাকাব্বুরীর ডিব্বা। কেউ যদি নেক আমল করার পর এইভাবে তাকাব্বুরী প্রকাশ করে যে সে অনেক নেক আমল করেছে, তাহলে আল্লাহ তার আমল কবুল করবেন না। বরং ঐ ব্যক্তির নেক আমল আল্লাহর নিকট বেশী পছন্দনীয় যে নেক আমল করার পর এটা ভাবে যে, আমার কোন আমলই আল্লাহর দরবারে পেশ করার মত না।

৫. সুহবাতের উদাহরণ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সুহবাতের সাথে বয়ানের কোন সম্পর্ক নাই। বয়ান এক জিনিস সুহবাত আরেক জিনিস। তবে হ্যাঁ, যদি বয়ান এবং সুহবাত একসাথে হয় তো আরো ভালো। যেমনঃ ফুলের সুহবাতে যে যায় সে তো সুঘ্রাণ পেয়েই যায়। ফুল থেকে সুঘ্রাণ নেয়ার জন্য কেউ ফুলের বয়ান শুনার অপেক্ষায় থাকে না। হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হারদুই হুজুর রহ. বলতেন, সূর্যের কথা। যে সূর্যের সুহবাতে যায় সে আলো পেয়েই যায়। সূর্যের বয়ান শুনার অপেক্ষায় থাকে না।

৬. সুহবাতের ফায়দা

এক ভাই হযরতের কাছে এসে বললো, হযরত আল্লাহওয়ালাদের সুহবাতে যাচ্ছি কিন্তু ফায়দা তো হচ্ছে না। হযরতওয়ালা বললেন, সুহবাতের ফায়দা বুঝা যায় না। একটা লোক যখন আল্লাহওয়ালাদের সুহবাতে থাকে, তখন আল্লাহ তাকে গুনাহ ছাড়ার শক্তি পয়দা করে দেন।

৭. অহংকারী ও বিনয়ীর হাল

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কেউ যদি পাহাড়ের উপরে চড়তে চায় তখন, তখন দেখা যায় যে এমনিতেই তার মাথা নিচু করে হাটতে হয় অর্থাৎ উপরে উঠতে হলে মাথা নিচু করতেই হয়। আবার যখন পাহাড় থেকে নিচে নেমে আসে তখন তার সিনা উঁচু হয়ে থাকে, অর্থাৎ নিচে নামতে হলে ভারসাম্যতা ঠিক রাখার জন্য সিনা উঁচু করতে হয় । এমনি ভাবে মাথা নিচু করে অর্থাৎ বিনয়ী হয়ে যে চলে আল্লাহ তাকে অনেক উপরে উঠান। আবার যে সিনা ফুলিয়ে অহংকার করে চলে আল্লাহ তাকে সবার নজরে ছোট করে দেন।

৮. মুসলমানের একটি স্বভাব

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মক্কা বিজয়ের পর হুজুর ﷺ যখন মক্কায় প্রবেশ করছিলেন তখন সোজা হয়ে বসতে পারছিলেন না। এত বেশী নুইয়ে পড়েছিলেন যে হুজুর ﷺ এর নাক উটের পিঠের কুজের মধ্যে লেগে যাচ্ছিল। হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, এটা হলো মুসলমানের স্বভাব। যখন সে কোন নি‘ আমত পায়, তখন সে আরো পেরেশান হয়ে যায়, এই ভেবে যে, সে ঠিক মতো এই নি‘ আমতের শুকরিয়া আদায় করতে পারবে, কী না।

৯. মুমিন তাওবা ছাড়া থাকতে পারে না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আশুরার একটা রোযার দ্বারা পেছনের এক বছরের সগীরা গুনাহ মাফ করে দিবেন, তবে তা কবীরা গুনাহ না। কবীরা গুনাহ তাওবা ছাড়া মাফ হয়না। মানুষ যেমন ইচ্ছা করে বিষ খায় না আবার ভুলে কখনো খেয়ে ফেললে সাথে সাথে সুস্থতার জন্য চিকিৎসা নেয়, ঠিক তেমনি কোন মুমিন কবীরা গুনাহ করতে পারে না। এটা বিষের চেয়েও ভয়ংকর। আর যদি ভুলে কেউ কবীরা গুনাহ করে ফেলেও তাহলে তাওবা না করা পর্যন্ত সে শান্তি পায় না। এখন কাউকে যদি দেখা যায় যে, সে গুনাহে কবীরা করে, তবে ভাবতে হবে সে এখনো পরিপূর্ণ মু' মিন হয় নি।

১০. বান্দার দায়িত্ব চেষ্টা করা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দীনের জন্য চেষ্টা, ফিকির কুরবানী করা আমাদের কাজ। কামিয়াব হওয়া আমাদের উদ্দেশ্য না। কামিয়াবী তো আল্লাহর হাতে। আল্লাহ কামিয়াব না হওয়ার উপর কোন প্রশ্ন করবেন না। আল্লাহ শুধু দেখবেন আমাদের চেষ্টা সহী ছিল না গলদ।

১১. মানুষ হতে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমাদের অনেকের অনেক বড় বড় ডিগ্রী আছে, পোস্ট আছে যেমনঃ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, মন্ত্রী, চেয়ারম্যান, ইমাম, মুআজ্জিন, মাওলানা, মুফতী ইত্যাদি। কিন্তু এখনো মানুষ হতে পারেনি। মানুষতো তাকে বলা হয়- যার অনিষ্ট থেকে অন্য প্রাণী নিরাপদ। ঐ ব্যক্তিও মানুষের কাতারে পড়বে না যাকে দেখলে মানুষ তার অনিষ্টের ভয়ে আতংকে থাকে। এ জন্য প্রয়োজন আত্মশুদ্ধি।

১২. আল্লাহওয়ালা হওয়ার উপায়

হযরতওয়ালা হাকীম কালিমুল্লাহ দা.বা. সাহেবের বরাত দিয়ে বলেন, চারটি কাজের দ্বারা আল্লাহওয়ালা হওয়া যায়। ১. আল্লাহওয়ালাদের সুহবাত উঠানো (উলামারা যাকে আল্লাহওয়ালা মনে করেন)। ২. নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচানো। ৩. কুরআন সহী করা। ৪. যিকির ও ইস্তেগফার পড়া (আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ার হামনী)।

১৩. আমাদের কাজ- কর্ম

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, " আমাদের প্রত্যেকটা কথা এবং কাজ হাশরের ময়দানে ওজন করা হবে" বাস এই একটা কথা আমাদের দিলে বসলেই আমাদের যিন্দেগী বনে যেত। এক বুজুর্গ বলেন, যদি আমাদের কাউকে আল্লাহ এই কথা বলেন যে, তোমাকে জান্নাত দেয়া হবে একটা শর্তে আর তা হলো তোমার সম্পূর্ণ যিন্দেগীর কাজ- কর্ম সবাইকে দেখানো হবে। তাহলে কেউ রাজি হবে না।

১৪. আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখতে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হতে পারে আল্লাহর রহমত দ্বারা আমরা জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে যাব। কিন্তু ভুলের কারণে নিজের মধ্যে কী লজ্জা হবে না!, এত গুনাহ নিয়ে কিভাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবো। এই জন্য আল্লাহর খুশী আগে, পরে জান্নাত- জাহান্নাম। আল্লাহর ভয়, মুহাব্বত, শ্রদ্ধার কথা চিন্তা করেই গুনাহ ছাড়তে হবে। আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয়কেই তাকওয়া বলে। আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয় যার দিলে থাকবে তার জন্য দুইটা জান্নাত।

১৫. আল্লাহর ভয়ের দুইটা ফায়দা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ভয় এমন জিনিস যা দুনিয়া ও আখিরাতের ফায়দা। চাকরি চলে যেতে

পারে এই ভয় আছে বলেই অফিসের কর্মচারীরা উল্টা- পাল্টা করে না। আল্লাহর ভয় না থাকলে, আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয় না থাকলে, গুনাহ সবাই করতো। কোন নসীহতই কাজে আসতো না। যদি অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে তাহলে দুই রকমের ফায়দা। ১. আল্লাহর নাফরমানী করতে পারবে না, গুনাহ করতে পারবে না।(যেমনঃ রমাযান মাসে মানুষ আল্লাহর ভয়ে যেভাবে না খেয়ে থাকে)। ২. ইবাদাত করার পর অহংকার করবে না। নিজের ইবাদতের কমজোরী প্রকাশ করবে।

১৬. তাকওয়া অর্জনের সর্ট রাস্তা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ আমাদের যে অসংখ্য নি‘আমত দান করেছেন ভোগ করে আল্লাহর গোলামী করা এবং নবীজী ﷺ এর তরীকায় চলার নাম হলো তাকওয়া। তাকওয়ার আরেক অর্থ- আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় পাওয়া এবং এই ভয়ে গুনাহ বর্জন করা। হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, তাকওয়া হাসিলের একটা সর্ট রাস্তা হলো কোন আল্লাহওয়ালার সামনে বসা। শুধু বসলেই চলবে, বয়ান জরুরী না। তাকওয়া হাসিলের আরেকটা রাস্তা হলো আল্লাহর বড়ত্ব, কুদরত নিয়ে চিন্তা করা। এক বুজুর্গ বলেন, ‘গাছের একেকটা পাতা, আল্লাহর মারেফাতের খাতা।’

১৭. বিনয় (আদদু‘আ মুখখুল ইবাদাহ)

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, যেই দু‘আ র মধ্যে বিনয় থাকে ঐ দু‘আকেই ইবাদতের মগজ বলা হয়েছে। যেই আমলে বিনয় থাকে ঐ আমল আল্লাহর দরবারে কবুল হয়, আর যেই আমলে অহংকার থাকে তা কবুল হয় না। মূলে হলো বিনয়।

১৮. রুহের মৃত্যু

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, রক্তের প্রেশার না থাকার কারণে যেমন মানুষের মৃত্যু হয় ঠিক তেমনি রুহানী প্রেশার না থাকলেও তার রুহের মৃত্যু হয় এবং তখন সে গুনাহ করে।

১৯. আল্লাহওয়ালাদের সুহবাত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, যে যার বুঝ মতো আল্লাহর ওলী হতে চাচ্ছে। কিন্তু কুরআন হাদীস বলে, ‘ তুমি তাকওয়া অর্জন কর তাহলে ওলী হতে পারবে। এবং তাকওয়া অর্জনের পথ আল্লাহওয়ালাদের সুহবাত।’ বাস্তবেও তাই দেখা যায়। ভাল আলেম, অনেক বড় আলেম কিন্তু আল্লাহওয়ালাদের সুহবাত না থাকার কারণে সমাজে সবচেয়ে বড় ফেতনা, বিদ‘ আত তাদের দ্বারা চালু হয়েছে। সুন্নতের আশেক হতে হলে সুহবাত লাগবে। প্রত্যেক জিনিসের একটা খনি আছে আর তাকওয়ার খনি হলো আল্লাহওয়ালাদের দিল।

২০. মুহাব্বাত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে মুহাব্বাত করতে হবে। প্রথমে আল্লাহর মুহাব্বাত তারপর পারলে বাকী কাজ। এই মুহাব্বাতের কারণে অন্য কাজ হলে হোক না হলে না হোক। হযরত মুহাম্মাদকে ﷺ মুহাব্বাত করা আল্লাহর মুহাব্বাতের নিদর্শন। কিন্তু মা- বাবা, বিবি- বাচ্চার সাথে যে মুহাব্বাত তার একটা গণ্ডি আছে এবং তা আল্লাহর জন্য হওয়া চাই। হারদুই হুজুর রহ. বলেন, তোমরা প্রতিদিন যে কোন নেক কাজ করো, চাই তা ছোট হোক বা বড়, তা এই নিয়তে করো যে আমি আল্লাহর সাথে মুহাব্বাত বাড়ানোর জন্য করছি। তাহলে অবশ্যই প্রতিদিন একটু করে আল্লাহর সাথে মুহাব্বাত বাড়বে।

২১. তাওবা- ইস্তেগফার

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বান্দার দায়িত্ব ইস্তেগফার পড়া। মাফ- তো করবেন আল্লাহ। যারা তাওবা করেন তারা আল্লাহর প্রিয় হয়ে যান। হাদীসে এসেছে- হাশরের ময়দানে ঐ ব্যক্তি বেশী সফলকাম হবে যার আমলনামায় বেশী ইস্তেগফার থাকবে। এমনকি অনেক সময় (যারা দীনের জন্য কুরবানী করে) আল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে বান্দার হকও মাফ করে দিবেন।

২২. শায়েখের মহত্ব

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, শায়েখের কাজ হলো অযোগ্যকে যোগ্য বানানো। যার দ্বারা কোন কাজ সম্ভব না শায়েখ তাকেও এমনভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন করে তৈরি করেন যে, ঐ অযোগ্য লোকের দ্বারা এমন কাজ হয় যা কোন মুফতী, শাইখুল হাদীস থেকে হয় না। যেমন, হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. এর এমন এমন খলীফা ছিলো যারা কিনা দুনিয়াবি শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না আবার মাদরাসায় ও পড়েন নি। কিন্তু পরবর্তিতে তারাই এমন সকল কাজ করে গেছেন, যে তা থেকে উলামারাও এখন ফায়দা হাসিল করছেন।

২৩. সমস্ত কবিরা গুনাহের মূল

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, অন্তরের যে দশটা রোগ আছে এই রোগের কারণে সোয়া ' শ কবিরা গুনাহ হয়। থানভী রহ. বলেন, এই দশটা রোগের মূল হলো দুইটা রোগ। ১. দুনিয়ার মুহাব্বত অর্থাৎ দুনিয়ায় মজা নেয়া। ২. হুব্বে জা (নিজের বড়ত্ব অন্যের দিলে কামনা করা)।

চিকিৎসাঃ

এক নম্বর হলো, দুনিয়ার মুহাব্বত বা মজা নেয়া, তা কন্ট্রোল করতে হবে রোযার দ্বারা। যদি রোযার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারে, তাহলে এই দুনিয়ার মুহাব্বত বা মজা নেয়ার চিকিৎসা হবে।

দুই নম্বর, যেটা নিজের বড়ত্ব বা হুব্বে জা এর চিকিৎসা হলো নামায। নামাযের উদ্দেশ্য হলো নিজেকে ছোট ভাবা। আল্লাহু আকবার বলে বলে বারবার আল্লাহকে বড় বলে স্বীকার করে নিজের বড়ত্ব ধ্বংস করা। আমার তো কোন অস্তিত্ব নেই। যখন বারবার বলবো, আল্লাহর বড়ত্ব দিলে বসবে, নিজেকে তখন ছোট মনে হবে।

নামাযে ঝুঁকে গিয়ে নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ করা হয়। রুকু- সিজদার মানে হলো নিজেকে অপদস্থ করা। রুকু- সিজদা এমন এক অবস্থা যে ঐ হালতে কুরআন তিলাওয়াত করা নাজায়েয। যদি কোন ব্যক্তি বুঝে শুনে এভাবে নামায পড়ে রুকু সিজদা দেয় তাহলে তার অহংকার মিটে যাবে।

২৪. মুজাহাদার সংজ্ঞা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দিলের বিরুদ্ধে গিয়ে যে নেক আমল করা হয় তাকে বলে মুজাহাদা। প্রত্যেক নেক আমলে মুজাহাদা আছে। আল্লাহকে পেতে হলে মুজাহাদা আবশ্যক।

২৫. ইবাদতের জন্য মুজাহাদা জরুরী

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহর শরী‘আতের চাহিদা হলো মনে যা চায় তার উল্টাটা করা। প্রতিটা নেক আমলই এমন যা করতে হলে নফসের উপর করাত চালাতে হয়। হযরতওয়ালা আরো বলেন, মাল কামাই এর জন্য মেহনত জরুরী না। তাকদীরে যা আছে তা- ই পাবে। কিন্তু ইবাদাতের

জন্য মুজাহাদা, ত্যাগ দরকার। যে নিজের নফসকে করাত দিয়ে টুকরা টুকরা করে তাঁর জন্য হিদায়াতের রাস্তা খুলবে।

২৬. ভাঙ্গা জিনিসের মূল্য বাড়ে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দুনিয়ার প্রায় সব জিনিসই যদি আনাম বা পরিপূর্ণ থাকে অর্থাৎ ভাঙ্গা না থাকে তবে তার দাম থাকে। ভেঙ্গে গেলে দাম কমে যায়। আর দীনের কাজ করতে গিয়ে কলব যদি টুকরা টুকরা হয়, তবে এর দাম আগের থেকে আরো বেশি বেড়ে যায়। আল্লাহর জন্য দিলের উপর করাত চালাতে হবে। মনের খাহেশের বিরোধিতা করতে হবে। তবে ঐ দিল আল্লাহর প্রিয় হবে।

২৭. বাহ্যিক পরিবর্তন

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মানুষ যখন যাহের বা বাহ্যিক অবস্থা ঠিক করে, তখন আল্লাহ তার বাতেন অর্থাৎ দিলের ভেতরের অবস্থা দিক ঠিক করে দিবেন আল্লাহ। হজ্জে সাধারণতঃ কী হয়? হাজী সাহেবরা বাহ্যিকভাবে আল্লাহর পাগলের মতো সুরত ধারণ করেন, তখন আল্লাহ তাকে আল্লাহর সত্যিকার পাগল বানিয়ে দেন।

২৮. সুহবাত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দীন আসার একমাত্র মাধ্যম আল্লাহওয়ালাদের সুহবাত। যে কেউ ভক্তি শ্রদ্ধা করে তাদের কাছে বসেন এবং তাদের নজরে পড়েন তো তাদের ঈমানী মৃত্যু নসীব হবে ইনশাআল্লাহ। আর উলামারা হলেন যমীনের বুকে আসল ডাক্তার। উনারাই উম্মতের আসল রোগের চিকিৎসা দিচ্ছেন।

২৯. মাথা ঠাণ্ডা রাখা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ব্যবসা করতে হলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়। মাথা গরম করে যারা বেশি লাভ করতে চায়, তারা কম লাভ করে (তাদের কাছে বেশী ক্রেতা যায় না)। আবার মাথা ঠাণ্ডা করে যারা কম লাভ করতে চায়, তারা বেশি লাভ করে (তাদের কাছে বেশী ক্রেতা আসে)। ঠিক তদ্রুপ দীনের ব্যাপারে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। এবং বছরের শেষে হিসাব নিতে হবে। লস হলে বিজ্ঞ লোকের কাছে যেতে হবে।

৩০. ছোট গুনাহ ছোট আগুন

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, যখন সগীরা গুনাহকে গুনাহ মনে না করা হয় তখন সগীরা বড় গুনাহ হয়ে যায়। ছোট গুনাহ তো ছোট আগুনের মতো। কোন পাগলও ঘরে ছোট আগুন লাগাবে না। তবে হ্যাঁ, যে গুনাহ থেকে বাঁচতে চেষ্টা করে, আল্লাহ তাকে গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দেন।

৩১. আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের চাওয়া

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দুনিয়ার এই সময়টা হলো কর্মক্ষেত্র। এরপর আর টাইম নাই। এই যিন্দেগীতেই যা নেক আমল করার তা করে নিতে হবে। যদিও হ্যাঁ দু' একটা ঘটনা এমন আছে যে, আল্লাহর কতক নেক বান্দারা, মৃত্যুর পর তারা কবরে নামায অথবা তিলাওয়াত করে (এই নেক আমলের বিনিময়ে যদিও তাঁরা নেকী পাবেনা)। আল্লাহর প্রিয় বান্দারা যখন কিছু চায় আল্লাহ তা দিয়ে থাকেন।

৩২. কুরবানীর হাকীকত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কুরবানীর করার একটা জাহেরী দিক আছে, তা হলো পশু কুরবানী করা, আর বাতেনী দিক হলো নিজের নফসকে কুরবানী করা। এক লোক সারা জীবন পশু কুরবানী করলো ঠিকই কিন্তু নফসের ইচ্ছা

অনুযায়ী চলে, তো সে যেন কাগজের বাঘ। যার রূহ নেই। নফসকে এমনভাবে কুরবানী করা, যাতে নিজের নফস কোন খারাপ কাজে নিয়ে যেতে না পারে। এজন্য কোন আল্লাহওয়ালা শায়েখের সুহবাতে থাকা জরুরী।

৩৩. পশুর যিন্দেগী

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, গুনাহের সাথে যে যিন্দেগী হয় তা পশুর যিন্দেগী। আর আত্মশুদ্ধি ছাড়া গুনাহ মুক্ত থাকা যায়না।

৩৪. সুধারনার ফায়দা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহওয়ালাদের সুহবাতে থেকে থেকে শিখতে হবে, তারপর এর উপর আমল করতে হবে। নিগরানী করতে হবে নিজে যে, ঐ ইলমের উপর আমল হচ্ছে কিনা। নিজেকে নির্দোষ ভাবা যাবে না। অন্যের ব্যাপারে বিনা দলিলে ভালো ধারনা রাখা শরী' আতের হুকুম। এই সুধারনার কারণে আল্লাহ নেকী দিবেন। কিন্তু বিনা দলিলে বদগুমানি করা জায়েয নাই।

৩৫. এক ক্লিক করলে সব ডিলিট

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, জবানের হিফাযত করতে হবে। এর দ্বারা বেখেয়ালিতে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। সমস্ত নেক আমল শেষ হয়ে যায়। যেমনঃ কম্পিউটার বা মোবাইলে এক ক্লিক করলে সব ডিলিট হয়ে যায়। এই জবান গীবত, চোগলখুরি, মিথ্যা, অপবাদ, ইত্যাদি সহ ঈমান নষ্টের কারণ হয়।

৩৬. গীবত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, গীবত, যিনা বা মদ খাওয়া থেকেও মারাত্মক। কারণ যিনাকারী বা

শরাবী নিজেকে খারাপ মনে করে অথচ গীবতকারী বা গীবত শুননেওয়ালা নিজেদের খারাপ মনে করে না। এই গীবত কখনো কখনো জায়েয। কেউ যদি দীনের ক্ষতি করতে চায় তাহলে ঐ লোকের ব্যাপারে বলা বা গীবত করা ওয়াজিব। যেমনঃ কাদিয়ানী, মউদুদী, হুসাইন আহমদ বাটালভী ইত্যাদির ব্যাপারে সতর্ক করা বাহ্যিক নজরে যদিও গীবত কিন্তু এই গীবত করা ওয়াজিব।

৩৭. সবচেয়ে ছোটটাই বড়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, এক বড় হাকিমকে জিজ্ঞেস করা হলো মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় রোগ কোনটা। হাকিম সাহেব উত্তর দিলেন রোগী যে রোগকে ছোট মনে করে ঐটাই বড় রোগ। ঠিক তেমনি ছোট থেকে ছোট গুনাহকেও গুনাহ মনে না করা বড় গুনাহ।

৩৮. ঈমানদারের শাস্তি

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ঈমানদার নেকীর দ্বারা জান্নাতী হওয়া সত্ত্বেও গীবত করার কারণে আটকে যাবে। একজন তাবে‘ ঈ গীবতের মজমা থেকে ১ম বার উঠে গেলেন। ২য় বার কোন একদিন উঠতে না পেরে শরীক হলেন। ২/১ টা বিষয়ে সাপোর্ট করলেন। মজমা শেষে রাতে বাড়িতে ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলেন- একজন তাকে শুকরের গোশত জোর করে খাওয়াচ্ছে আর তাঁর বমী আসছে। স্বপ্ন ভেঙে গেলে ৩ দিন পর্যন্ত তিনি সেই দুর্গন্ধের কারণে হালাল খাবারও খেতে পারেননি। সব খাবারেই তাঁর কাছে শুকরের দুর্গন্ধ লাগতো। ঐ স্বপ্নের দ্বারা তাঁর গীবত থেকে বাঁচার তাওফীক হলো। তাই নেক আমল করা থেকে বেশী সাবধান থাকতে হবে গুনাহ করা থেকে।

৩৯. আসল বন্ধু

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ডাক্তার আমার রোগ ধরিয়ে দিলে তাকে আমি আমার বন্ধু বা উপকারী মনে করি এবং তাকে ফিস বা বিনিময় দেই। ঠিক তেমনি অন্যভাই যদি আমার দোষ ধরিয়ে দেয় তাহলে তাকেও আমার বন্ধু ভাবা চাই এবং তাকেও হাদিয়া দেয়া চাই।

৪০. ভালোর সাথে ভালো

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, যে কোম্পানির মালিকের সাথে ভালো সম্পর্ক রাখে সে ভালো থাকে, শান্তিতে থাকে। অফিসে তার পজিশন বেড়ে যায়। আর যে আসল মালিক আল্লাহর সাথে ভালো সম্পর্ক রাখবে, আল্লাহ তাকে উভয় জাহানে শান্তি দিবেন। আখিরাতে তার পজিশন অনেক উপরে উঠিয়ে দিবেন।

৪১. গুনাহ ও নেকী

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, এক গুনাহ আরেক গুনাহকে টানে, ঠিক তেমনি এক নেকী আরেক নেকীকে টানে। কিন্তু গুনাহ নেক আমল করার শক্তি কমিয়ে দেয়। আর আল্লাহওয়ালাদের সুহবাত গুনাহ করার শক্তিকে কমিয়ে দেয়।

৪২. দশটার পর সব বন্ধ

হযরতওয়ালা, হারদুই হুজুর এর রেফারেন্স দিয়ে বলেন, হারদুই হযরত বলতেন, "দাসকে বা' দ বাস কারো। দাসকে বা' দ- না বাতে, না বাতি"। অর্থাৎ রাত দশটার পর সব কাজ বন্ধ করো। রাত দশটার পর না কোন কথা আর না বাতি জ্বালিয়ে রাখা। শেষ রাতে উঠে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করার নিয়তে সব কাজ বন্ধ করে শুয়ে পড়া। সব সময়ই আমরা আল্লাহকে ডাকি আর শেষ রাতে আল্লাহ আমাকে ডাকে। তাই ঈশার নামাযের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঘুমানো যেন শেষ রাতে উঠা যায়।

৪৩. সময় নাই

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হাসপাতালে প্রত্যেক রোগী নিজের রোগ নিরাময়ের চেষ্টায় থাকে। সে কখনো অন্য রোগীর রোগ তালাশের সময়- ই পায় না। ঠিক তেমনি কেউ যদি নিজের দোষ সংশোধনের কাজকে গুরুত্ব দেয় তাহলে সে- ও অন্যের দোষ তালাশ করার সময় পাবে না। মনে রাখতে হবে, অন্য কারো ব্যাপারে কু- ধারনা করলে হাশরের ময়দানে আল্লাহ পাক তার কাছে দলিল চাইবেন। কোন দলিলের ভিত্তিতে সে এমন কু- ধারনা করেছে।

যে ছেলের আগামীকালই পরীক্ষা সে কী করে অন্য কাজে মগ্ন হয়ে সময় কাটাবে ? আমাদের প্রতিটা মুহূর্ত-ই পরীক্ষা শুরুর আগ মুহূর্ত। নিজের সংশোধন ছাড়া অন্য কাজে মন লাগানোর সময় নাই।

৪৪. সমস্ত গুনাহ ছাড়ার ঔষধ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন,

১. বদ গুমানী বা কু- ধারনা।

২. বদ জবানী বা অনর্থক কথা বলা

৩. বদ নেগাহী বা কু- দৃষ্টি করা।

এই তিন গুনাহ কেউ যদি ছাড়তে পারে আল্লাহ তাকে সমস্ত গুনাহ থেকে হিফাযত করবেন। এটা আল্লাহওয়ালাদের কথা।

৪৫. সুহবাতের তরীকা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, গুনাহ থেকে বাঁচার উপায় হলো সুহবাত। তবে সুহবাতে বসতে হবে আমলের নিয়তে এবং মানার নিয়তে। অনেকে আমলের নিয়তে বসে না তাদের ফায়দা হয়না। আবার অনেকে ভুল ধরার নিয়তে বসে তাদের তো ফায়দা হয়না বরং ক্ষতি হয়।

৪৬. গীবত করতে সাবধান

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, এক হাদীসে আছে "যে প্রকাশ্যে গুনাহ করে, তার গীবত করলে গীবত হয় না"। এ জন্য অনেকে মনে করে তার ব্যাপারে তো যা খুশি বলা যাবে। অথচ তার অপ্রকাশ্য কোন গুনাহের ব্যাপারে আলোচনা করা নিষেধ।

৪৭. সব কথা বলতে নেই

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কোন কথা মাথায় আসলেই বলতে নেই। বরং খুব চিন্তা করে বলতে হবে। মাথায় যে কথা এসেছে যদি তাতে কোন গুনাহ থাকে তাহলে নিজের পেটে দাফন করে দিতে হবে।

৪৮. ছোটদের দায়িত্ব

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ছোটদের দায়িত্ব একটাই, বড়দেরকে খুশি করা, এটাই তার কামিয়াবির রাস্তা। আর আসমান যমীনের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহ। আমাদের দায়িত্ব আল্লাহকে খুশি করা, এর মধ্যেই আমাদের কামিয়াবী, সফলতা রয়েছে।

৪৯. গীবত থেকে বাঁচার উপায়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, গীবত থেকে বাঁচার তিনটি উপায়-

১. কোন ব্যক্তির ব্যাপারে আলোচনা করা যাবেনা।

২. কোন কথা মাথায় আসলেই সাথে সাথে তা বলা যাবে না।

৩. কারো ব্যাপারে গীবত করলে তাঁর কাছে মাফ চাইতে হবে।

৫০. তা' আল্লুক মা' আল্লাহ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ আমাদেরকে নামায, কুরআন, যিকির এবং মাসনুন দু' আ পড়া ইত্যাদি আমল হিসেবে দিয়েছেন আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য। আল্লাহকে স্মরণ করার দ্বারাই আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে উঠে। যার দিলের মধ্যে আল্লাহর কথা সবসময় স্মরণ হয় তখন বলা যায় আল্লাহর সাথে তার গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। একেই বলে তা' আল্লুক মা' আল্লাহ। সে হাসি, কান্না, রাগ, সুখ, দুঃখ সর্ব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে।

৫১. দিলের কাটা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহওয়ালা কাকে বলে? তা' আল্লুক মা' আল্লাহ। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যার তাকে আল্লাহওয়ালা বলে। যে অবস্থায়-ই সে আছে, যা-ই সে বলে, যা-ই করে সবসময়ই সে আল্লাহকে মনে রাখে। উদাহরণ হলো কম্পাসের কাটার মতো। সর্ব অবস্থায় উত্তর দিক থাকে। আমাদের দিলের কাটা সর্ব অবস্থায় আল্লাহর দিকে থাকতে হবে। যতো দুঃখ-কষ্ট বা শান্তি থাকুক না কেন, আল্লাহকে এক মুহূর্তের জন্য ভুলা যাবে না। এমন হবে না যে, এক ঘন্টা সে এমন কাজে মগ্ন ছিলো যে একবারও আল্লাহর কথা স্মরণ করেনি। এটা মু' মিনের শান না। দিলের কিবলা আল্লাহর দিকে। দু' আর কিবলা আসমানে। দিলের কাটা যখন আল্লাহ-মুখী হয়ে যায় তো কখনো কোন আমল ছুটবে না। কোন গুনাহও করবে না।

৫২. শারীরিক খাদ্যের পূর্বে আত্মিক খাদ্য প্রয়োজন

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মানুষের শারীরিক খাদ্যের চেয়ে রুহানী বা আত্মিক খাদ্যের প্রয়োজন বেশি। এ জন্যই বাচ্চা ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে প্রথমে ডান কানে আযান আর বাম কানে ইকামত দিতে বলা হয়েছে। তারপর মায়ের

দুধ পান করাবে, পরবর্তীতে এই রুহানী খাদ্যের উন্নতীর জন্য কোন আল্লাহওয়ালার সহচার্যে যেতে হবে এবং মৃত্যু পর্যন্ত তার হাতে নিজের লাগাম সপে দিতে হবে।

৫৩. আমি অমানুষই রয়ে যেতাম

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, শুধুমাত্র কিতাবি ইলম থাকলেই মানুষ হওয়া যায় না। মানুষ হতে হলে নিজেকে কোন আল্লাহওয়ালার হাতে মিটাতে হবে। আমি মনসূর যদি হারদুঈ হযরতের দরবারে না যেতাম তাহলে চিরদিন অমানুষই রয়ে যেতাম। জানি না এখনো মানুষ হতে পেরেছি কি না। তবে মানুষ কেমন হবে তা বুঝতে পেরেছি।

৫৪. দীনের উপর টিকে থাকার জন্য শর্ত হলো সুহবাত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দীন অর্জন করার জন্য এবং দীনের উপর টিকে থাকার জন্য সবচেয়ে জরুরী বিষয় হল সুহবাত। অর্থাৎ কোন আল্লাহওয়ালার সহচার্য ও সংশ্রব অবলম্বন করা। হযরত সাহাবায়েকেরাম বহুগুনের অধিকারী হওয়া সত্বেও অন্য কোন গুনের দ্বারা তাদের নাম করণ করা হয়নি। তারা যে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে সময় কাটাতেন এটাকে কেন্দ্র করে তাদের নাম করণ করা হয়েছে সাহাবী। একথা বুঝানোর জন্য যে, কেয়ামত পর্যন্ত দীন অর্জন করা ও দীনের উপর টিকে থাকার নিখাদ ও নির্ভেজাল পন্থা হল সুহবাত। কোন আল্লাহওয়ালার সুহবাত উঠানো ব্যতিত মৃত্যু পর্যন্ত দীনের উপর টিকে থাকা কষ্টকর।

৫৫. আমলের জন্য প্রয়োজন রূহানী শক্তি

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমলের জন্য ইলম যথেষ্ট নয়। আমলের জন্য জরুরী হল রুহানী শক্তি। মানুষ যখন কোন খাটি আল্লাহওয়ালাহকে মুহাব্বত করে, তার মজলিসে আসা যাওয়া করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ইলম দান করেন, সাথে আমলের রুহানী শক্তিও দান করেন। সবযুগেই এই ধারা চলে আসছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাহাবায়ে কেরাম, সাহাবায়ে কেরাম থেকে তাবেঈ, তাবেঈ থেকে তাবে তাবেঈ, এমন ভাবে যুগের উলামায়ে কেরাম এ দায়িত্ব ও ধারা চালু রেখেছেন।

৫৬. শায়েখ নির্বাচন পদ্ধতি

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, শায়েখ নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখতে হবে কোন বুযুর্গ তাকে অনুমতি বা খেলাফত দিয়েছেন কি না, তার থেকে কোন কাশফ কারামতি প্রকাশের পিছনে পড়বে না। কিন্তু যারা এ ধারনা করে খুঁজতে থাকে যে শায়েখের হাজার হাজার গুনাগুন থাকবে, সে দিশে হারা হয়ে ঘুরতে থাকে। যার কাছেই যায় শয়তান তার হাজারো ত্রুটি তার সামনে তুলে ধরে। ফলে সে কোন নেক বুযুর্গের সুহবাত হতে বঞ্চিত হয়। মানুষ তো আর নবী বা ফেরেশতা না, মানুষের ভুল ভ্রান্তি থাকেই। সেটা আল্লাহ তা'আলার দায়িত্বে। মুরিদের দায়িত্বে না। মুরিদের দায়িত্ব হলো হিতাকাঙ্খি ও কল্যাণকামিতার মনোভাব নিয়ে তার সুহবাত অর্জন করা। শায়েখের মানবিক দুর্বলতা বশতঃ কোন ভুল হলে তা সংশোধনের ফিকির করা।

৫৭. ভক্ত নয়, হিতাকাঙ্খি হতে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ভক্তবৃন্দ শায়েখের প্রতি অনেক সুধারণা নিয়ে আসে, তিনি কোন

গুনাহ করতে পারেন না। তিনি এমন হবেন, ওমন হবেন। পরে যদি তার সামনে শায়েখের কোন দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পায় তাহলে শায়েখের দরবার ছেড়ে চলে যায়। এবং মানুষের কাছে কুৎসা রটাতে থাকে, গাল মন্দ করতে থাকে। আর যারা হিতাকাঙ্খি, কল্যাণকামী হয়, তারা শায়েখের কোন ত্রুটি দেখলে সংশোধনের চেষ্টা করে। শায়েখকে ফেলে চলে যায় না। তাই হযরত থানবী রহ. বলতেন, ভক্তবৃন্দদের ব্যপারে আমি শংকায় থাকি। আর হিতকামীদের বেশী পছন্দ করি, ভালবাসি। হিতকামী হলে শায়েখের কোন ভুল নজরে পড়লে, তাকে তা থেকে উদ্ধার করবে, দু'আ করে, কান্নাকাটি করে, যেভাবেই হোক তাকে ফিরিয়ে আনবে। এটা হলো তাদের মুহাব্বতের নিদর্শন। আর ভক্ত হলে ভেগে যাবে, ভাগনেওয়ালাকেই সংক্ষেপে ভক্ত বলে। তাই ভক্ত না হয়ে হিতকামী হওয়ার চেষ্টা কর।

৫৮. গুনাহগারকে বে-ইজ্জতি করা হারাম

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কেউ কোন গুনাহ বা অন্যায়ের মাঝে থাকলে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, তার সম্মানহানি করা বে-ইজ্জতি করা হারাম। যেমনটি করেছিলেন শায়েখ আবু আব্দিল্লাহ আন্দালুসির মুরিদানরা, কান্নাকাটি করে চোখের পানি ফেলে তাকে ফিরিয়ে এনেছেন, কিন্তু অপমান অপদস্ত করেন নি।

৫৯. কেউ বঞ্চিত হবে না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ক্বলব হচ্ছে কিছু গ্রহণ করার পাত্র। আমাদের দায়িত্ব হলো নিজেদের কলবকে আল্লাহওয়ালার সমিপে পেশ করা। আল্লাহওয়ালাগন ক্বলবের পাত্রে রুহানী নেয়ামত বন্টন করেন। এই নেয়ামত অর্জন

করতে যারা নিজেদেরকে পেশ করবে তাদের কেউ বঞ্চিত হবে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের দিয়ে দিবেন। শর্ত হলো ইখলাসের সাথে তাদের দরবারে আসতে হবে।

৬০. হারাম থেকে বেঁচে থাকা নফল ইবাদত হতে উত্তম

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম ইরশাদ করেন, সাগর বা নদী পাড়ি দেওয়ার সময় পুরা শরীর নৌকায় রাখতে হয়, শুধুমাত্র হাত দিয়ে ধরে রাখা যথেষ্ট নয়। তেমনি দীনের উপর চলতে হলে ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ করতে হবে। অর্থাৎ করনীয় কাজ করতে হবে, বর্জনীয় কাজ বর্জন করতে হবে। হারাম ও মাকরুহে তাহরীমী হতে বেশি সতর্ক থাকতে হবে, হারাম থেকে বেঁচে থাকা নফল ইবাদত হতে গুরুত্বপূর্ন। এর নামই হলো তাক্বওয়া।

يا ايها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة

৬১. নেক আমল করতে প্রয়োজন আল্লাহর মুহাব্বত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহর মুহাব্বত থাকলে নেক কাজ করা সহজ হয়। নামায, রোজা সকল ইবাদতেই কষ্ট আছে। যদি অন্তরে আল্লাহর মুহাব্বত থাকে তাহলে কষ্টকর মনে হবে না। বিদেশ থেকে স্বজনদের জন্য উপহার উপঢৌকন লাগেজে বহন করে আনতে কষ্ট অনুভুত হয় না। এসব মুহাব্বতের লোকের জন্য আনা হচ্ছে বিধায়। এজন্য আল্লাহর কাছে তার মুহাব্বত চাইতে বলা হয়েছে।

اللهم انى اسئلك حبك

"হে আল্লাহ আমি তোমার কাছে তোমার মুহাব্বত ভালবাসা চাই।"

৬২. ইলমে দীন শিক্ষার মাধ্যম সুহবাত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কিয়ামত পর্যন্ত প্রকৃত ইলমে দীন শিখার মাধ্যম হলো সুহবাত। ইন্টারনেট, ফেইসবুক বা অন্যকিছুর মাধ্যমে দীন আসবে না। গোমরাহী আসবে, বিদ'আত চালু হবে, ফিৎনা বিস্তার লাভ করবে। দীন শিখার জন্য কোন বুযুর্গ আলেমের সহচার্য ও শিসত্ব্য বরণ করতে হবে, ইন্টারনেট ভিত্তিক ইলম যথেষ্ট না।

৬৩. মানব জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম ইরশাদ করেন, মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রকৃত সম্পর্ক স্থাপন করা। যারপর মুমিনের আর কোন চাওয়া পাওয়া থাকে না, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক না হলে সব কিছুই ব্যর্থ। এজন্য সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা ফিকির করতে হবে।

৬৪. চারিত্রিক উন্নতি করতে কোন বুযুর্গের সুহবাত আবশ্যক

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, প্রত্যেকের প্রতিনিয়ত তার চারিত্রিক উন্নতি অবনতির মোহাসাবা হিসাব নিকাশ করা আবশ্যক। কিন্তু বাস্তব কথা হলো প্রতিদিন নিয়মতান্ত্রিক ভাবে নিজের হিসাব নিকাশ করা একাকি সম্ভব না। এজন্য একজন শায়েখের সাথে ইসলাহী সম্পর্ক করা জরুরী। তার হাতে নিজের লাগাম তুলে দিতে হবে, নিজেকে মিটাতে হবে, তখন চারিত্রিক উন্নতি আসবে।

৬৫. গুনাহ মুমিনের উপকারার্থেই বানানো হয়েছে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ তা'আলা গুনাহ তৈরি করেছেন মুমিনের উপকারের জন্যই। মুমিনের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য। আল্লাহ তা'আলা তাকে যেই মর্যাদায়

সমাসীন করতে চান তার সে পরিমান নেকি নেই এবং সে ঐ পরিমান করতেও সক্ষম না। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করে গুনাহ বানিয়েছেন। মুমিন যখন গুনাহের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে গুনাহ বর্জন করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে সাওয়াব দান করবেন, ফলে সে তার নির্ধারিত মার্যাদা ও আসনে সমাসিন হবে। তাই ধৈর্যের সাথে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬৬. হাসাদ আল্লাহর প্রতি অভিযোগ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মানুষের মাঝে জন্মগত ভাবেই হাসাদ- হিংসা আছে। হিংসা বলা হয়, কারো কোন ভালো জিনিস দেখে মনে এ আকাংক্ষা জাগ্রত হওয়া যে, আল্লাহ তা'আলা তার থেকে এ নিয়ামত দূর করে আমাকে দান করুন। হাসাদের অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি যে ফায়সালা করেছেন তাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা। হাসাদকারী প্রকারান্তরে আল্লাহর প্রতি অভিযোগকারী। এটা মহা অন্যায়, এজন্য এ মহামারী থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে, এ রোগের চিকিৎসা করতে হবে।

৬৭. নফসের প্রতি বিশ্বাস নেই

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম ইরশাদ করেন, অনেকে বলে থাকে আমি যদি ভালোমনে কোন মহিলার প্রতি দৃষ্টি দেই তাহলে ক্ষতি কি? আমার মন ফ্রেশ। মনে কোন খারাপ ইচ্ছা নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে কু- প্রবৃত্তি হলো কারেন্টের ন্যায়, যে কোন সময় চলে আসতে পারে। শয়তান কখনো বসে নেই, প্রাথমিক পর্যায়ে এভাবে ধোকায় ফেলবে। ধীরে ধীরে তার প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করবে। এক পর্যায়ে সে কু- প্রবৃত্তির চাহিদা মিটাবে। এজন্য কোন মহিলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যাবে না।

৬৮. (انا) আমিত্বই সব নষ্টের মূল

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, যেখানেই انا (আমিত্ব) পাওয়া যায় সেখানেই এক ধরনের অহংকারের ভাব চলে আসে। আল্লাহ তা'আলা এই শব্দটিকে খুবই অপছন্দ করেন। ফিরআউনের কাছে হযরত মুসা 'আলাইহিস সালাম দাওয়াত নিয়ে গেলে সে বলে ছিল, انا ربكم الاعلى "আমি তোমাদের বড় প্রভূ"। যার ফলে আল্লাহ তাকে হেদায়েত নসীব করেন নি, পানিতে ডুবিয়ে মারলেন।

হযরত মূসা 'আলাইহিস সালামকে কওমের লোকেরা জিজ্ঞাসা করেছিল, বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম কে ? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, انا (আমি)। আল্লাহ তা'আলার এই উত্তরটি পছন্দ না হওয়ায়, হযরত মূসা 'আলাইহিস সালামকে হযরত খাযির আলাইহিস সালাম এর নিকট ইলম শিখতে পাঠিয়ে ছিলেন। এবং একথা বুঝিয়েছেন যে, তোমার চেয়েও বড় আলেম দুনিয়াতে বিদ্যমান।

হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় রাতে সফর করলেন। সাহাবায়ে কেরাম রা. ফজরের কিছু সময় পূর্বে কিছুক্ষণ বিশ্রামের অনুমতি চাইলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখন বিশ্রাম করতে গেলে সকলে ঘুমিয়ে পড়বে। ফজরের সময় আমাদেরকে জাগ্রত করবে কে ? নামায কাযা হয়ে যাবে। তাই নামায পড়ে আমরা বিশ্রাম করবো। তখন হযরত বিলাল রা. বললেন انا اوقظ يا رسول الله (আমি জাগ্রত করবো)। দেখা গেল সকলে ঘুমিয়েছে। বেলাল রা. পূর্বদিকে মূখ করে উটের সাথে হেলান দিয়ে বসে রইলেন। সুবহে সাদিক হওয়ার সাথে সাথে সকলকে জাগ্রত করবেন। কোন সময় তার চোখ লেগে গেলো তিনিও তা জানেন না। সর্বপ্রথম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর

ঘুম ভাঙ্গল সূর্যের তাপে। ইতিহাসে দেখা যায়, যেখানে এই أنا (আমি) পাওয়া গেছে সেখানেই পদস্খলন ঘটেছে। এটা বড় ভয়াবহ শব্দ। এজন্য কোন শায়েখের দরবারে গিয়ে নিজের আমিত্ব মিটাতে হবে।

৬৯. আল্লাহর নিকটও নিসবতের মূল্যায়ন হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম ইরশাদ করেন, দুনিয়াতে যেমন নিসবত দ্বারা পার পাওয়া যায় তেমনি আখেরাতেও পার পাওয়া যাবে। আমি হারদুঈ হযরতের নিকট যখন যাবো তখন করাচী হযরত বাংলাদেশে ছিলেন। তিনি আমাকে একটি চিঠি লিখে দিলেন হযরতের কাছে দেওয়ার জন্য। ঐ চিঠির কারণেই হারদুঈ হযরত আমাকে কাছে ডাকলেন। অন্যথায় হুজুরের সাথে তো আমার পরিচিত হতে হতেই সময় শেষ হয়ে যেত। ইস্তিফাদা আর কখন করতাম।

একবার আমি হযরত মুফতী মাহমুদ হাসান গাংগুহী রহ. এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাবো, তখন হারদুঈ হযরত আমার জন্য একটি চিঠি লিখে দিলেন, হযরত গাংগুহীর রহ. কাছে দেয়ার জন্য। হযরতের সাথে তো সাক্ষাতের নির্দিষ্ট সময় ছিল। মেহমান খানায় সিরিয়ালে থাকতে হতো। কিন্তু যখন হারদুঈ হযরতের চিঠি নিয়ে এসেছি শুনেছেন, হযরত তখন আমাকে হযরতের খাস কামরায় ডেকে নিয়েছেন। অনেক মেহমানদারীও করেছেন। আবার আমাকে হাদীয়াও দিয়েছেন। এর মূলে হলো একজনের সাথে নিসবত। আল্লাহওয়ালাদের সাথে নিসবতের বরকতে যেমন দুনিয়াতে পার পাওয়া যায় তেমনি আখেরাতেও আল্লাহওয়ালাদের বরকতে পার পাওয়া যাবে। এজন্য কোন আল্লাহওয়ালার সাথে নিসবত থাকা জরুরী। অন্যথায় হিসাব বড়ই কঠিন হবে।

৭০. শুরুতে রিয়ার সঙ্গে হলেও আমল শুরু করো

TOP

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, প্রথম প্রথম আমল এর ক্ষেত্রে একটু আধটু রিয়া হতেই পারে। এ কারণে আমল হতে বিরত থাকা যাবে না। আমল করতে করতে রিয়া এক সময় ইখলাসে পরিনত হবে। প্রথমে রিয়া দূর করে পরে আমল শরু করবো, এটা কোন নিয়ম নয়। যেমন আল্লাহ তা'লাআ ইরশাদ করেন, فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا অর্থাৎ প্রথমে বান্দা আল্লাহর যিকির শুরু করবে। এরপর যিকির করতে করতে এক সময় আল্লাহ পাকের প্রতি মনোনিবেশ করবে। এমন নয় যে প্রথমে আল্লাহ পাকের প্রতি মনোনিবেশ করবে এরপর যিকির করবে।

৭১. সুহবাতের বরকতে গুনাহের আসবাব নিয়ন্ত্রনে আসবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, শায়েখের সুহবাতের দরুন সকল দোষত্রুটির মূলৎপাটন হবে না, বরং সেগুলোর নিয়ন্ত্রন শিখতে পারবে। ইচ্ছা করলে নিয়ন্ত্রন করতে পারবে। যেমন: উমর রাযি. এর গোস্বা প্রথমে ইসলামের বিরুদ্ধে গুনাহের কাজে ব্যবহৃত হতো। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুহবাতের বরকতে সেই গোস্বা ইসলামের পক্ষে ব্যবহার হয়েছে, কিন্তু একেবারে মুলৎপাটন হয়নি। যদি একেবারে মূলোচ্ছেদ হয়ে যেত তবে তো ইসলামের পক্ষেও ব্যবহার হতো না।

৭২. ভাঙ্গা দিলের মূল্য বেশি

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সকল জিনিস আস্ত থাকলে মূল্যবান হয়, কিন্তু গুনাহ ছাড়তে গিয়ে যে দিল ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যায়। সেই দিল আল্লাহর কাছে অনেক দামী ও অনেক মূল্যবান হয়ে যায়।

৭৩. খাহেশাতকে আল্লাহর ফায়সালার তাবে বানাও

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, নিজের সকল চাহিদা ও খাহেশাতকে আল্লাহর ফায়সালার তাবে বানাতে পারলেই কামিয়াব হয়ে যাবে। জীবনে কোন পেরেশানী থাকবে না।

৭৪. তুমি আমার হয়ে যাও

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, লোকেরা আল্লাহর কাছে কত কিছু চায়। আসল চাওয়ার যেটা, সেটা চায়না। অন্য কিছু না চেয়ে শুধু আল্লাহকে চাওয়া উচিৎ। তোমরা আল্লাহর কাছে আল্লাহকে চাও। হে আল্লাহ! তুমি আমার হয়ে যাও। তাহলে কোন কিছুরই অভাব থাকবে না।

৭৫. মানুষ এর পরিচয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, যে ব্যক্তি ভিতরের পশুত্বকে দুরিভূত করে, মনুষত্ব ও মানবিকতা অর্জন করে, তাকে মানুষ বলে। আর প্রকৃত মানুষ হওয়া বুযুর্গের সুহবাত ব্যতিত সম্ভব না।

৭৬. হারদুঈ মানুষ তৈরীর কারখানা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হারদুঈ হলো মানুষ তৈরীর কারখানা। হারদুঈর হযরত রহ. সব কিছু চুলচেরা খেয়াল করতেন। একবার আমার হারদুঈতে ইমামতি করার সময় তিন আলিফের স্থানে সাড়ে তিন আলিফ টান হয়ে যায়।

তখন কোন ব্যস্থতার দরুন হারদুঈ হযরত রহ. আমাকে কিছু বলতে পারেননি। পরে আমিও দেশে চলে আসি। হযরত তখন বাংলাদেশী কাউকে খুজঁতে থাকেন। একপর্যায়ে মুফতী সুহাইল সাহেবকে পেয়ে যান। তার কাছে খবর পাঠান যে দেশে ফিরে মুফতী মানসূরুল হক্বকে

এ বিষয়ে বলবে যে, তার অমুক স্থানে তিন আলিফের জায়গায় সাড়ে তিন আলিফ হয়ে গিয়ে ছিলো। এটা যেন ঠিক করে নেয়।

৭৭. গুনাহ প্রকাশ পেয়েই যায়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বান্দা যত গোপনেই গুনাহ করুক এক সময় প্রকাশ পেয়েই যায়। আল্লাহ তা'আলা কিছু দিন পর্যন্ত তা গোপন রাখেন। এবং তাকে তাওবার সুযোগ প্রদান করেন। আল্লাহ তা'আলার এক নাম "সাত্তার" (গোপনকারী)। এ নামের ওসীলায় গোপন করেন। আল্লাহর আরেক নাম "মুবদী" (প্রকাশকারী)। যখন বান্দা গুনাহ করতেই থাকে সুযোগ পেয়েও তাওবা করে না, তখন আল্লাহ প্রকাশ করে তাকে জনসম্মুখে লাঞ্ছিত করেন। তাই কখনো গুনাহ হয়ে গেলে সাথে সাথে তাওবা করে নিতে হবে।

৭৮. কোন গুনাহই ছোট না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ তা'আলার মহান সত্বার দিকে দৃষ্টি দিলে কোন গুনাহই ছোট না। সবই কবীরা গুনাহ। একটি ছোট গুনাহই জাহান্নামে ফেলার জন্য যথেষ্ট। আমরা প্রতিটি ক্ষনে তাঁর নিয়ামত ভোগ করছি তবুও আমাদের কোন অনুভুতি নেই। তার নাফরমানি করছি। এজন্য গুনাহ ছোট হোক বড় হোক সবগুলি থেকেই বিরত থাকতে হবে।

৭৯. ভালবাসার জন্যে দেখা শর্ত নয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ভালবাসার জন্যে মাহবুবকে দেখা শর্ত নয়। যেমন মাজনু লাইলাকে অনেক ভালবেসেছে অথচ কখনো তাকে দেখেনি। তেমনি একজন বড় আলেম একবার একটি ছোট ছেলের মুখে উম্মে খাইরের নাম

শুনেছে মাত্র। নাম শুনতেই তার প্রতি ঐ আলেমের ভালবাসা এমন ভাবে জন্মেছে যে, সে আলেম দরজা- জানালা বন্ধ করে ঘরে বসে পড়লো। দীর্ঘ এক সপ্তাহ যাবত ঘর থেকে বের হলেন না। লোকেরা অনেক চেষ্টা করে তার কাছে কারণ জানতে চাইলো। অনেক পীড়াপিড়ির পর তিনি বললেন, উম্মে খায়রের প্রতি আমি আসক্ত হয়ে পড়েছি। অথচ আমি তাকে কখনো দেখিনি।

৮০. সহজে গুনাহ থেকে বাচাঁর উপায়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, যারা আল্লাহওয়ালাদের সাথে সম্পর্ক রাখে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বিভিন্নভাবে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে নেন। তাই সহজে গুনাহ থেকে বাচঁতে কোন আল্লাহওয়ালার সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে।

৮১. এরই নাম আল্লাহর মুহাব্বত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, জনৈক বুযুর্গ স্বীয় স্ত্রীকে বললেন, নদীর ওপারে আমার এক বন্ধু আছে সে অনেক দিন পর্যন্ত অনাহারে আছে। তাকে কিছু খাবার দিয়ে আসো। স্ত্রী বললো, আমি নদী পার হবো কী করে?! তিনি বললেন, তুমি নদীকে গিয়ে বলো- আমি আল্লাহর অমুক বান্দার উসিলা দিয়ে তোমার কাছে রাস্তা চাচ্ছি, যিনি চল্লিশ বছর যাবত স্ত্রীর কাছে যান না। মহিলা এ কথা বলে নদীর উপর দিয়ে ওপারে গিয়ে বুযুর্গকে খানা খাওয়ালেন। ফেরার সময় মহিলা তাকে বললো, আমি এখন কী করে নদী পার হবো। বুযুর্গ বললেন, তুমি নদীকে গিয়ে বলো, আমি আল্লাহর অমুক বান্দার উসিলা দিয়ে তোমার কাছে রাস্তা চাচ্ছি, যিনি চল্লিশ বছর যাবত আহার গ্রহণ করেন না। মহিলা এভাবে নদী পার হলো। স্বামীকে গিয়ে বললো, বিষয়টি বুঝলাম না। চল্লিশ বছর বিবির কাছে না গেলে আপনার এ সন্তান

আসলো কোত্থেতে?! তিনি বললেন, আরে আমি তো নিজের চাহিদা মিটানোর জন্য স্ত্রীর কাছে যাইনি। কেবলমাত্র আল্লাহর আদেশ ও বিবির হক্ব আদায় করতে গিয়েছি আর আমার বন্ধু নিজের চাহিদা মিটানোর জন্যে আহার গ্রহণ করেন নি। কেবলমাত্র ইবাদতের জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে, রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সুন্নাত হিসাবে আহার গ্রহণ করেছেন। এরই নাম আল্লাহর মুহাব্বত।

৮২. দুঃখ ঘোচাতে করণীয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বান্দা যখন মনের কামনা-বাসনাকে আল্লাহর ফায়সালার অনুগত করবে তখন সে সব সময় সন্তুষ্ট থাকবে। দুঃখ-দূর্দশা তাকে নাগাল পাবে না।

তাবলীগ

১. আমাদের দায়িত্ব সময় লাগানো

এক ভাই হযরতওয়ালার কাছে এসে বললো, হযরত! ইদানীং তাবলীগে গিয়ে যে সময় দিচ্ছি তেমন কোন ফায়দা তো দেখি না। গিয়ে লাভ কী? মনে হয় অযথা সময় দিচ্ছি। হযরতওয়ালা উত্তরে বললেন, তাবলীগে গেলে যে ফায়দা হয় তা কী দেখা যায়? এটা তো দেখার জিনিস না। আমাদের কাজ এই মেহনতের সাথে লেগে থাকা। এই মেহনতের সাথে লেগে থাকলে ঈমানের তরক্কী হবেই। বাস! আর ফায়দা দেখার দরকার নাই।

২. ঘর থেকে বের হওয়া

একবার হযরতওয়ালা বললেন, তাবলীগের মেহনতের কারণে মানুষ ঘর থেকে বের হওয়া শিখেছে। দীনের মেহনত করার জন্য ঘর

থেকে যে বের হতে হবে, এই মেহনত না থাকলে তা মানুষের বুঝে আসতো না।

৩. লেকচার দিয়ে দীন আসে না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, লেকচার দিয়ে কখনো দীন যিন্দা হবে না। লেকচার দিয়ে ঔষধ বিক্রী করা যাবে। ইলিয়াস রহ. ভাল বয়ান করতে পারতেন না। কিন্তু তার দিলে এমন দরদ ছিল যে, কথা বললেই মানুষ দীনের মেহনত করার জন্য তৈরি হয়ে যেত।

৪. মুসলিম মিল্লাতের বৈশিষ্ট্য

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সাহাবারা রা. দুনিয়ার কাজ করেছেন নেহায়েত জরুরত বশতঃ। এটা তাদের টার্গেট ছিল না। তাদের টার্গেট ছিল দীনকে কিভাবে দুনিয়ার আনাচে-কানাচে পৌঁছানো যায়। মুসলিম মিল্লাতের বৈশিষ্ট্য হলো দীনের স্বার্থে সমস্ত কুরবানি পেশ করা। মাল-দৌলত জমা করা ফেরাউন আর কারুনের বৈশিষ্ট্য।

৫. গীবত করার সময় ছিল না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সাহাবারা রা. দীনের জন্য এমনভাবে ফিকির করতেন যে অন্য ভাইয়ের গীবত করার সময় ছিল না। এমনকি অন্য ভাই তার ব্যাপারে গীবত করলে তার ব্যাপারে চিন্তা করার বা কোন পদক্ষেপ নেয়ার সময় ছিল না।

৬. স্বভাব

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, অন্যের দোষ ধরতে গিয়ে সময় নষ্ট করার চেয়ে যিকিরে থাকা উত্তম।

TOP

তবে হ্যাঁ কারো যদি স্বভাব থাকে অন্যের ক্ষতি করার, তাহলে তাকে দমন করার চেষ্টা করা যেতে পারে।

৭. দীন চমকাবে সুহবতের দ্বারা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কারো প্রশংসা করার দ্বারা বা সমালোচনা করার দ্বারা কখনো কোন লাভ হয় না। এটাতো মনের ব্যাপার। দীনতো চমকাবে মুহাব্বত আর দয়া- মায়ার দ্বারা। সবচেয়ে বড় দয়া হলো কোন বান্দাকে আল্লাহর সাথে জুড়ে দেয়া। রাসূলের ﷺ দরদ যদি কারো দিলে থাকে তো সে শত্রুকেও দাওয়াত দিয়ে জান্নাতে নেয়ার চেষ্টা করবে। সুদ- ঘুষ আর হারাম খাওয়া এবং কুকুর পালার কারণে মানুষের দিল থেকে দয়া- মায়া উঠে যাচ্ছে।

৮. তিনটি হকের সাথে দাওয়াত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কাফির- মুশরিকরা আলেম না হয়েও, নিজেদের বাতিল ধর্ম, দিনের পর দিন, নিজেদের দেশ ছেড়ে, জান মাল কুরবানী করে প্রচার করছে। তাহলে আমাদের হকের (ইসলাম) ধর্মের জন্য কত বেশী জরুরী তা প্রচার করা। তাই, তিন হকের সাথে দাওয়াত দিতে হবে। ১.নিয়ত হক। ২.তরীকা হক। ৩.কথা হক।

৯. পাঁচ কাজ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ইলম শিক্ষা করার পর পাঁচটি কাজ। ১. নিজে আমল করা। ২. দাওয়াত দেয়া। ৩. কিছু সময় কুরআন তিলাওয়াত করা। ৪. যিকির ও ইস্তেগফার পড়া। ৫. হাত তুলে কান্না করা।

১০. নির্জন বাস

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কুয়ার পানি বিরামহীনভাবে উঠালে এক সময় ঘোলা পানি বের হয়।

মা তার সন্তানকে বিরামহীনভাবে দুধ খাওয়াতে থাকলে এক সময় রক্ত চলে আসে। এ জন্য কিছু সময় বিরতি দিতে হয়। ঠিক তেমনি প্রত্যেক দাঈর উচিৎ কিছু সময় নির্জনে থাকা। যখন দাওয়াতের মেহনত করবে অথচ নির্জনে বসে ইস্তেগফার পড়বে না, তার অবস্থা দূর্বল হতে হতে জিরো হয়ে যাবে এবং এক সময় গুনাহ করা শুরু করবে।

১১. গাফলতির ফল

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, যতদিন মুসলমান তার জান- মাল, ইজ্জত আল্লাহর দীনের জন্য খরচ করবে আল্লাহ তাদের সবকিছুর হেফাজত করবেন। দীনের ব্যাপারে গাফলতি করার কারণে বনী- ইসরাইলের মত বাদশাহী জাতিকে আল্লাহ লেবার বানিয়ে দিয়েছেন। এ উম্মতেরও একই অবস্থা হবে। যদি গাফলতি করে।

১২. দীনের জন্য বিবি- বাচ্চা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বিবি- বাচ্চার খেদমত করা আল্লাহর হুকুম। কিন্তু আবার আল্লাহর দীনের প্রচার- প্রসার ও তালীমের জন্য তাদেরকে প্রয়োজনীয় সামানা দিয়ে তাদেরকে ছেড়ে ঘর থেকে বের হওয়া ও আল্লাহর হুকুম। এতে বিবি- বাচ্চার আক্বীদা সহী হবে। তখন বিবি বাচ্চা এই চিন্তা করবে- "আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট।" স্বামী যখন দীনের জন্য সফর শুরু করবে তখন বিবির দায়িত্ব হাসি মুখে বিদায় দেয়া। এর দ্বারা পুরো সফরে স্বামী মেহনত করে যত নেকী পাবে বিবি ঘরে বসে তা পাবে। স্বামী যখন কামাই করার জন্য, চিকিৎসার জন্য সফর করে, তখন বিবি যেমন খুশী হয়, তার চেয়েও বেশী খুশী থাকতে হবে স্বামী যখন আল্লাহর রাস্তায় সফর করে।

১৩. দাওয়াত- তাবলীগ এর মাঝে পার্থক্য

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দাওয়াত এক জিনিস আর তাবলীগ আরেক জিনিস। ঈমানের ব্যাপারে যে কথা বলা হয় তাকে বলা হয় দাওয়াত। যেমনঃ আযানকে বলা হয়েছে ‘ দাওয়াতুত তাম্মাহ’ । আর তাবলীগ হলো দীনের ব্যাপারে মাসআলা বয়ান করা।

১৪. বুনিয়াদী ভুল

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মুসলমানের মাথায় সবসময় এটা থাকা দরকার যে আমার জান-মাল, সময়, ইজ্জত সবকিছু আল্লাহর দীনের জন্য। আমাদের বুনিয়াদী ভুল এই যে ঈমানের জন্য যে মেহনত করতে হবে তা আমরা জানি না।

১৫. মুসলমানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মুসলমানের মাল বাড়বে তো দীনের খেদমত বাড়বে। মাল বাড়ার উদ্দেশ্য এই না যে তার শান-শওকত, চাল-চলন, আরাম-আয়েশ পূর্বের তুলনায় আরো বাড়বে। মুসলমানের যিন্দেগীতো এটাই যে সে সব যায়গায় নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে। বালিশ ছাড়া, তোশক ছাড়া, খাট ছাড়া ঘুমাতে পারে। যে তরকারী থাকুক তা সে খেতে পারে। মুসলমানের যিন্দেগী বিলাসিতার বা ভোগের যিন্দেগী না বরং ত্যাগের যিন্দেগী।

১৬. আখলাক সুন্দর করা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ইহুদীরা যেমন প্রত্যেক ঘরে ঘরে টেলিভিশন ঢুকিয়ে দিয়ে মানুষের আচার আচরণ পাল্টে দিয়ে তাদের অনুসরণের ব্যবস্থা করছে। ঠিক তেমনি আমরা যদি আমাদের আঁকাবিরদের কিতাব ঘরে ঘরে ঢুকিয়ে তালীম চালু করে দিই তাহলে আমরা এবং আমাদের সন্তানরা রাসূল

TOP

সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করা শিখতে পারতো। এ জন্য চাই মেহনত।

১৭. হাজারে একজন নাই

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মানুষকে আল্লাহওয়ালা হতে বলা হয়েছে, ঈমান এবং আখলাক সহী সুন্দর করতে হবে কিভাবে তা শিখতে বলা হয়েছে, অথচ হাজারে একজন পাওয়া যায় না যে এই জিনিস শিখতে মেহনত করছে। বাহ্যিক সূরতে দাঁড়িওয়ালা টুপিওয়ালা, বাড়ি- গাড়ির মালিক, অথচ হালাল- হারাম কী তাও জানে না, কুরআনও জানে না।

১৮. প্রথমে দিল তৈরি করা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ সর্ব প্রথম সাহাবীদের রা. দিল তৈরি করেছেন তারপর আল্লাহর নিকট থেকে শরী‘ আতের হুকুম আহকাম এসেছে। যার ফলে সাহাবীদের রা. থেকে আল্লাহর কোন হুকুম আহকামের ব্যাপারে কোন আপত্তি হয় নি। আল্লাহর দেয়া সমস্ত হুকুম আহকামকে হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন। এ জন্য প্রথমে দিল তৈরী করতে হবে।

১৯. তাবলীগে ভর্তি

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হক্কানী উলামারা তো প্রেসক্রিপশন দেন। নরমাল রোগী হলে স্বাভাবিক ভাবে মানুষের পরিবর্তন আসবে। আর যদি কঠিন রোগী হয় তাহলে ক্লিনিকে ভর্তি করাতে হবে আর তাবলীগ হলো দীনের ক্লিনিক।

২০. আমরা সবাই পুলিশ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, নিজে নেক আমল করে কিন্তু অন্যকে দাওয়াত দেয় না। এর উদাহরণ ঐ পুলিশের মতো যে সারা দিন- রাত নিজে ভালো কাজে মশগুল থাকে কিন্তু চোর ডাকাত ধরার ব্যাপারে কোন কাজ করেনা। তাহলে কি তাঁর চাকরি থাকবে? পুলিশের যেমন দুই কাজ, নিজে খারাপ কাজ থেকে বাঁচা এবং অন্যকে বাঁচানো। তেমনি আমরা প্রত্যেকে তাবলীগওয়ালা এবং আমাদেরও দুই কাজ। নিজে নেক আমল করে গুনাহ থেকে বাঁচা, এবং অন্যকে নেক আমলের জন্য দাওয়াত দেয়া এবং গুনাহ থেকে বাঁচানো।

২১. দাওয়াতের কাজের গুরুত্ব

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমরা নবী না কিন্তু শেষ নবী ﷺ এর উম্মত হওয়ার কারণে দাওয়াতের কাজ করার দায়িত্ব আমাদের। এই কাজ করার কারণে আল্লাহ আমাদের ঈমানের মতো দৌলত দান করবেন এবং সমস্ত সমস্যা আল্লাহ সমাধান করবেন। মানুষের শরীরে যতক্ষণ রক্ত চলাচল হয় ততক্ষণ ঐ মানুষকে জীবিত বলে ধরা হয়। ঠিক তেমনি দীনের দাওয়াত যতদিন চলবে, ততোদিন দুনিয়াতে আল্লাহর দীন টিকে থাকবে।

২২. মিথ্যা দাবী করা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কুরআনে আছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ.

“ হে মু’ মিনগণ, তোমরা এমন কথা কেন বল যা তুমি করো না।” (সূরাঃ ছাফ: আয়াত:২)

অনেকে মনে করে, যে কাজ আমি করিনা সে কাজের দাওয়াত দেয়া যাবে না। কিন্তু এই আয়াতের অর্থ এমন না। বরং যেই আমল আমি

নিজে করি না ঐ আমলের দাওয়াত দিতে হবে। এই আয়াতের অর্থ হলোঃ যে গুন বা সিফাত তার নিজের নাই ঐ গুন নিজের মধ্যে আছে বলে দাবী করা নিষেধ। যেমনঃ কেউ তাহাজ্জুদ পড়েনা কিন্তু বলে বেড়ায় যে সে তাহাজ্জুদ পড়ে। এই আয়াতে দা' ওয়া বলা হয়েছে যার অর্থ দাবী। দাওয়াত বলা হয়নি।

২৩. ফিকিরের ফায়দা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দরদ ও মুহাব্বাতের সাথে দীনের ব্যাপারে ফিকির করা অনেক দামী জিনিস এবং অনেক বড় জিনিস। এর দ্বারা দীন কায়েম হয় এবং কুরবানী করা সহজ হয়। ফিকিরের কারণে মানুষ আগে বাড়ে। মানুষ যখন ফিকির করে যে, দীন জিন্দা করার জন্য আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় মানুষরা কুরবানী করেছেন, নবী 'আলাইহিস সালাম আর সাহাবী রা. কুরবানী করেছেন, তখন তার জন্য কুরবানী করা সহজ হয়।

২৪. সাহাবীদের মূল্য

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সাহাবী কারা ? যারা ঈমানের সাথে এক মুহূর্তের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু ' আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যু বরণ করেছেন। তাঁদের মূল্য কত ? তাঁদের আধা সের গম সদকা করা আল্লাহ পাকের নিকট পরবর্তী উম্মতের উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ- মুদ্রা সদকা করা থেকে বেশী পছন্দ। এর অন্যতম কারণ তাঁদের কুরবানী।

২৫. দীনের ক্ষুদ্র মেহনতেও ইজ্জত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দীনের ব্যাপারে যে কেউ ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র মেহনত করবে আল্লাহ তার ইজ্জতকে বাড়িয়ে দিবেন। যেমন, কোন রিকশাওয়ালা ৪০ দিন

তাবলীগে সময় দিয়ে এসে যখন বয়ান করে তখন তার বয়ানে মুফতী সাহেবও বসে। এটা তার ইজ্জত।

২৬. চার জিনিসের মেহনত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাওয়াতের মেহনত করেছেন ৪ জিনিসের সাথে। আমরাও ৪ জিনিসের সাথে দাওয়াতের মেহনত করবো তাহলে পূর্ণতা আসবে ইনশাআল্লাহ।

১. তালীমুল কুরআন
২. তালীমুস সুন্নাহ (আমলী মশক সহ)
৩. তাবলীগ
৪. তাযকিয়া

২৭. দাওয়াতের সাথে ইস্তিগফার করতে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দাওয়াতের সাথে সাথে ইস্তিগফারও করতে হবে। অন্যথায় যার নিকট দাওয়াত নিয়ে যাবে তার মন্দ স্বভাব দাঈর মাঝে প্রভাব বিস্তার করবে। খাবার শেষে যদি দাঁত পরিষ্কার না করে তাহলে দিন শেষে দাঁত ময়লা হয়ে দুর্গন্ধ হয়, কখনো দাঁত নষ্টও হয়ে যায়। তদ্রুপ গুনাহের দ্বারা অন্তরে ময়লা জন্মে। গুনাহগারের সংশ্রবে গেলে তার গুনাহের প্রভাব দাঈর মাঝে এসে যায়। এজন্য দাওয়াতের পর ইস্তিগফার করা প্রয়োজন।

২৮. ইমান মজবুত করতে চিল্লায় যেতে হবে

বুখারী শরীফের কিতাবুল ঈমান শেষ করে হযরতওয়ালা ছাত্র ভাইদেরকে লক্ষ করে বললেন, এতক্ষন যাবত তোমরা ঈমানের কিছু শব্দের তালীম গ্রহণ করলে। এখন দাওয়াতের ময়দানে গিয়ে

মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে একথাগুলো অন্তরে বসাতে হবে। একীন জমাতে হবে। শুধু কিতাব পড়ার দ্বারা ঈমান মজবুত হয়না। এজন্য চিল্লায় বের হওয়া আবশ্যক। চিল্লা এমন একটি বিষয় যদি কোন শায়খুল হাদীসও বের হয় তারও ফায়দা হবে।

২৯. দাওয়াত ফরযে আঈন

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হাতেগনা কিছু করণীয় কিছু বর্জনীয় কাজ দিয়েছেন। যাকে বলে শরী'আত। শরী'আতের করণীয় কাজের অন্যতম হলো দাওয়াত। ব্যাপক ভাবে দাওয়াতের কাজ শুধু এই উম্মতের দায়িত্ব। যতটুকু জায়গায় আমাদের চলাফেরা হয় ততটুকুর মাঝে দাওয়াত দেওয়া ফরযে আঈন। আর সারা বিশ্বের কাফের অমুসলিমদের নিকট দাওয়াত পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা ফরযে কিফায়া।

৩০. প্রচলিত দাওয়াতের কাজ বেশি ফলপ্রসূ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দাওয়াতের কাজ করতেই হবে। এর কোন বিকল্প নেই। তবে তাবলীগের কাজ কোন স্থান বা পদ্ধতি (যেমন কাকরাইল, রাইবেন্ড, নিযামুদ্দিন) এর সাথে নির্দিষ্ট নয়। তবে এ সকল মারকাযে মুরব্বীরা সুন্দর ব্যবস্থাপনার সাথে কাজ আঞ্জাম দিচ্ছেন। সেখানে গেলে সহজে দাওয়াতের কাজ শিখা যায় এবং দাওয়াত দেওয়ার পদ্ধতি আয়ত্ব করা যায়। এই হিসাবে প্রচলিত দাওয়াত ও তাবলীগ জামা'আতের কাজ বেশি ফলপ্রসূ।

৩১. এদেশের স্বাধীনতা টিকে আছে মাদরাসা ও দাওয়াতের মেহনতের ফলে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, এই দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব কোন বিধর্মীদের অবদানে টিকে নেই। টিকে আছে দেওবন্দ মাদরাসার আদর্শে, আদর্শবান মাদরাসা ও দাওয়াতের মেহনতের বদৌলতে। অন্যথায় অমুসলিমদের চতুরমুখী ষড়যন্ত্রের কারণে অনেক আগেই আমাদের স্বাধীনতা ধ্বংস হয়ে যেত। আমরা যে স্বাধীনতার পক্ষে গান গাই তা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়। প্রকৃত স্বাধীনতা কাকে বলে তাই তো বুঝি না। শুধু শুধু স্বাধীনতার স্লোগান দিচ্ছি।

৩২. তাবলীগ জামা'আত আল্লাহর রহমত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বর্তমানে তাবলীগ জামা'আত আল্লাহর রহমত। যে এই মেহনতের সাথে সহীহভাবে জুড়ে থাকবে তাকে কেউ বে- ঈমান বানাতে পারবে না। প্রয়োজন হলো সহীহভাবে জুড়ে থাকা।

৩৩. ভিন্ন ভাবে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, শুধু তাবলীগে সময় লাগানোর দ্বারা আত্মশুদ্ধি হবে না। আত্মশুদ্ধির জন্য ভিন্নভাবে খানকায় সময় দিতে হবে। কোন বুযুর্গের হাতে নিজেকে মিটাতে হবে। আত্মশুদ্ধির জন্য ভিন্ন ভাবে সময় না দিলে যুগ যুগ ধরে তাবলীগ করে অহংকারের ডিব্বা হবে।

৩৪. উভয়ের উদ্দেশ্য এক- অভিন্ন

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, তাবলীগ ও দা'ওয়াতুল হক্বের লক্ষ ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। একই পাখির দুই ডানা বা একই সাইকেলের দুই চাকা বা একটি হল পাইকারী মার্কেট আরেকটি হল খুচরা মার্কেট। পাইকারী মার্কেট

থেকে যেমন খুচরা মার্কেটে সাপ্লাই দেয়া হয় তেমনি দাওয়াতুল হক্ব থেকে সহীহ জিনিস শিখে দাওয়াতের ময়দানে গিয়ে তা ঘরে ঘরে পৌঁছাবে। দাওয়াতুল হক্ব হল পাইকারী মার্কেট আর তাবলীগ হল খুচরা মার্কেট।

৩৫. দা'ঈর মাঝে তিনটি হক্ব আবশ্যক

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দাঈর কথায় তিনটি হক্ব একত্রিত হলে তার কথা থেকে কোন ফেৎনার উৎপত্তি হবে না।

১. হক্ব নিয়ত তথা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত থাকবে।

২. হক্ব কথা অর্থাৎ হাদীস কুরআন সমর্থিত কথা হবে।

৩. হক্ব ত্বরীকা বা পদ্ধতি। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বিশেষকে প্রতিপক্ষ বানিয়ে ঘায়েল না করে অন্তরে দরদ ও ব্যথা নিয়ে ব্যপক ভাবে সকলকে সম্মোধন করে কথা বলতে হবে। তখন তার দাওয়াত কার্যকরী হবে। এজন্য প্রত্যেক দা'ঈর এ তিনটি গুন অর্জন করার চেষ্টা করা আবশ্যক।

৩৬. আত্মশুদ্ধি দাওয়াতের জন্য প্রথম শর্ত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দাওয়াত ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো নিজের আত্মশুদ্ধি। আত্মশুদ্ধি ছাড়া দা'ঈর কথায় প্রভাব থাকে না। তা শুধু চাপাবাজিই হয়। এজন্য কোন আল্লাহওয়ালার কাছে নিজেকে মিটিয়ে দাওয়াতের কাজ করতে হবে। তাহলে তার বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্র হোক আল্লাহ তা'আলা তার সাহায্য করবেন। তার দুশমন ধ্বংস হবে, দা'ঈর কোন ক্ষতি হবে না। শর্ত হলো নিজেকে মিটিয়ে সহীহ ভাবে কাজ করতে হবে।

৩৭. দেখতে কম বাস্তবে অনেক

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দীনের দাওয়াত দিতে থাকতে হবে। যদি আমার সারা জীবনের মেহনত দ্বারা একজন ব্যক্তিও দীনের উপর এসে যায় তাও অনেক। একজনকে দীনের উপর আনা মানে একটা বংশকে দীনের উপর আনা। কেননা একজন যখন দীনের উপর উঠবে, সে দীনদার দেখে বিবাহ করবে, সন্তানদেরকে দীনদার বানাবে, হাফেজ আলেম বানাবে। তাদের মাধ্যমে হাজারো দীনের মেহনত হবে। এজন্য হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযিয়াল্লাহ আনহুকে বলেছিলেন, যদি তোমার মাধ্যমে একজন ব্যক্তিও হেদায়েত পেয়ে যায় তাহলে তোমার জন্য আরবের লাল উটনি থেকেও উত্তম।

৩৮. তাবলীগের মেহনতঃ কেন করবে?

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মুমিনের ঈমান আমলের উপর শয়তান একের পর এক হামলা করবে। আবার আল্লাহ তা‘আলাও মুমিনকে বিভিন্ন পরীক্ষা নিবেন। এসব পরীক্ষায় সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়া এবং শয়তানের হামলা থেকে বাঁচার জন্য পাহাড়ের মত মজবুত ঈমান লাগবে। আর ঈমানকে মজবুত করার জন্য تحريك ايمان তথা দাওয়াত ও তাবলীগ এর মেহনত করতে হবে। অন্যদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিতে হবে।

৩৯. পরীক্ষা নেওয়া হয় আপন করার জন্য

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ তা‘আলা মুমিনকে বিভিন্ন বালা- মুসিবত দিয়ে পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। বিশেষ করে দাওয়াতের মেহনতে বের হলে বেশী বেশী পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। হযরত বলেন, আল্লাহ তা‘আলা

তোমাকে নিজের করে আপন করে নিবেন আর তোমাকে কি একটু পরীক্ষা করে দেখবেন না। একটি কলস কিনলে কতবারই না সেটা বাজিয়ে দেখো। তাই ধৈর্য্যরে সাথে মেহনত করতে থাকতে হবে। এক সময় আল্লাহর সাহায্য এসে যাবে।

৪০. ফরজ আদায় করতে গিয়ে হারামে জড়িয়ে পড় না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, تغيير منكر তথা অসৎ কজে বাধা প্রদান করা যেমন ফরজ। তেমনি تحقير مسلم তথা মুসলমানকে তুচ্ছ তাচ্ছিল বা মানহানি করা হারাম। তাই খুবই খেয়াল রাখবে تغيير منكر করতে গিয়ে যেন تحقير مسلم না হয়ে যায়। বরং এমন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করবে যেন تغيير منكر ও হয়ে যায় আবার تحقير مسلم ও না হয়।

৪১. দন্দ্ব ছেড়ে কর্ম করো

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বিদ'আতীদের সঙ্গে টক্কর না দিয়ে বেশী বেশী সুন্নতের প্রচার-প্রসার করো। এটাই বেশী ফলপ্রসু হবে। উদাহরণ স্বরূপ হযরত ঢাকা ও চট্টগ্রামের উলামাদের কর্ম পন্থা বর্ননা করেন। ঢাকার উলামায়েকেরাম প্রথমেই বিদ'আত বন্ধ করার আন্দোলন করেননি। বরং তারা সুন্নতের প্রচার শুরু করেছেন। এখন ময়দান তাদের দখলে। আর চট্টগ্রামের বযুর্গরা প্রথমেই বিদ'আত বন্ধের আন্দোলন করেছেন। কিন্ত তারা বিদআ'তীদের সামনে টিকে থাকতে পারেন নি। এখন ময়দান বিদ'আতিদের দখলে। এজন্য হেকমতের সাথে কাজ করতে হবে।

৪২. "খারাবী" বন্ধ করতে চাও?

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, যদি সমাজ হতে মন্দ বিষয় ও খারাবীকে নির্মূল করতে চাও তবে খারাবীর আলোচনাই বন্ধ করে দাও। খারাবীর মাজাম্মাত হিসাবেও বর্ননা করো না। বরং সুন্নতের আলোচনা বৃদ্ধি করো সব ঠিক হয়ে যাবে।

দীন শিক্ষার গুরুত্ব

১. সর্ট কোর্স

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সাধারণ পর্যায়ে সর্ট কোর্সে মাওলানার অনুমোদন দেয়া উচিৎ না। এই সর্ট কোর্সতো তাদের জন্য দরকার যারা ইংরেজী সিলেবাস পড়ে দীনী ইলম থেকে বঞ্চিত হয়েছে বা হচ্ছে, এখন তারা দীনী ইলম হাসিল করতে চায়। কিন্তু বাচ্চাদের জন্য সর্ট কোর্স পড়া নাজায়েয।

২. দীনের জন্য সন্তান

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মাদরাসার চাঁদা দেয়ার জন্য সবাই তৈরি থাকে কিন্তু মাদরাসায় ছেলে দেয়ার জন্য কেউ তৈরি থাকে না। ছেলে মাদরাসায় পড়লে না খেয়ে থাকবে এই ধারনা করা কুফরী এবং ঈমান বিধ্বংসী। আল্লাহর নাফরমান বান্দা কাফের- মুশরীককে যেই আল্লাহ খাওয়াচ্ছেন, সেই আল্লাহ অবশ্যই ঐ সন্তানকে না খাওয়ায়ে রাখবেন না যে আল্লাহর দীন শিক্ষা করে দুনিয়ার আনাচে- কানাচে দীনকে পৌঁছাচ্ছে।

৩. ‘ খাইবো কেমনে’ অর্থাৎ খাবে কিভাবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, অনেকে বলে মাদরাসায় ছেলেকে পড়ালে ‘ খাইবো কেমনে?’ অর্থাৎ খাবে কিভাবে ? এই কথার অর্থ অনেকে বুঝে না। অনেকে মনে করে এর অর্থ মাদরাসায় খাওয়া নাই, তো খাবে কি? আসলে এর অর্থ এমন না। এর আসল অর্থ হলো এতো পরিমাণ খাবার

আল্লাহ ঐ তালেবে ইলম, আলেমের সামনে খাওয়ার জন্য উপস্থিত করবেন যে সে সব খেয়ে শেষ করতে পারবে না। আরো অনেক খাবার রয়ে যাবে। আর এই জন্যই বলা হয় ‘ এত খাওন খাইব কেমনে?’ (এতো খাবার খাবে কিভাবে??)

৪. মকতবের গুরুত্ব

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দাওরা মাদরাসা সারা দেশে ২০/৫০ টা হলেই যথেষ্ট। এর বেশী দরকার নাই। কিন্তু বাচ্চা থেকে নিয়ে বুড়া পর্যন্ত সকলের জন্য কুরআন শিক্ষা করা ফরজ। যার কারণে আমাদের উচিৎ সারা দেশে মক্তব প্রতিষ্ঠা করা।

৫. কুরআন ছাড়ার ক্ষতি

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বাতাস ছাড়া যেমন মানুষের মৃত্যু হবে, তেমনি কুরআন ছাড়া মানুষের রূহের মৃত্যু হবে যদিও সে জীবিত।

তাফসীর

১. কমজোর উম্মতের দীন

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহর মেহেরবানী যে আমরা আখেরী উম্মত এবং কমজোর হওয়ার কারণে আল্লাহ আমাদের জন্য দীন এবং দুনিয়াকে সহজ করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন,

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

অর্থাৎ, আমি মানুষকে তার সামর্থ্যের বাহিরে কোন কাজ দেই নি। হাদীসেও এমন পাওয়া যায়। এইজন্য আল্লাহ মানুষকে কিছু স্বভাব গত চাহিদা দিয়েছেন যেমনঃ খাওয়া, ঘুম, পেশাব-পায়খানা, শরীর চর্চা ইত্যাদি। এসব চাহিদা পূরণে তার দায়িত্ব শুধু

সুন্নত তরীকায় সম্পন্ন করা। তাহলেই তার এই স্বভাবের চাহিদা পূরণ সম্পূর্ণটাই ইবাদাত হিসেবে গন্য হবে।

২. সাহাবাদের মর্যাদা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ

সাহাবাদের রা. মর্যাদা যে উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী তা আল্লাহর এই কথা বলার মধ্যে যথেষ্ট বুঝা যায় যে, 'আমি তাদের উপর খুশি'। কিন্তু আল্লাহ সাহাবাদের রা. মর্যাদা আরো বাড়ানোর জন্য আবার বললেন ' তারাও আমার উপর খুশী'। এই ' তারাও আমার উপর খুশী' কথার দ্বারা সাহাবাদের রা. মর্যাদা আরো বেড়েছে।

৩. তাফসীরে পান্ডিত্য অর্জন করা ফরযে কেফায়া

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম ইরশাদ করেন, কিছু ব্যক্তির তাফসীরের উপর তাখাসুস করে পান্ডিত্ব্য অর্জন করা ফরযে কেফায়া। তাফসীরে পান্ডিত্ব্যের মাধ্যমেই বাতিলের মোকাবেলা করা যায়। তাই গতানুগতিকতা ছেড়ে তাফসীরে পান্ডিত্ব্য অর্জন করতে হবে। অন্যথায় কুরআনের অনেক ইলম বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

৪. তাফসীরের মূল উদ্দেশ্য

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, তাফসীর পড়ার দ্বারা মুল উদ্দেশ্য হল প্রতিটি আয়াত থেকে কি কি মাসআলা ইস্তিম্বাত হয় তা বের করা। যদি কেউ এই উদ্দেশ্য না বুঝে হাজার বার তাফসীর পড়ে তাহলে তার মূল উদ্দেশ্য অর্জন হবে না। শুধু কিছু ব্যক্তির বর্ণনা শুনাতে পারবে। এজন্য এ জাতীয় কিতাব অধ্যায়ন করতে হবে, এবং নিজেও ফিকির করতে হবে।

৫. একটি ভ্রান্তির নিরষণ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে হযরত ইউনুস আ. এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, فظن ان لن نقدر عليه (তিনি ধারনা করলেন যে, আমি তাকে পাকড়াও করবো না)। এই আয়াতের তরজমা করতে গিয়ে অনেকের পদস্খলন হয়েছে। কারণ তারা অভিধান দেখে কুরআনের অর্থ করতে গিয়েছে। শুধু মাত্র অভিধান দেখে কুরআনের অর্থ করা সঠিক না। তারা এই আয়াতের অর্থ করে "তিনি (হযরত ইউনুস আ.) ধারনা করেছেন যে, আমি তার উপর ক্ষমতাবান হবো না বা তাকে আমি শাস্তি দিতে সক্ষম হবো না"। এ জাতীয় অর্থ করা একজন নবীর মর্যাদার বিপরীত। এবং এটা কোন বিবেকও মেনে নিবে না যে, তিনি মানুষকে আল্লাহর প্রতি আহ্বান করবেন, আর আল্লাহর প্রতি এরূপ ধারনা করবেন। এই অর্থ করা বা এ জাতীয় মানুষিকতা রাখাই গোমরাহির জন্য যথেষ্ট। সঠিক অর্থ হচ্ছে "তিনি নিজ এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এধারনা করে যে, এজন্য আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাকড়াও করবে না, এজন্য আমাকে কোন জবাব দিহিতা করতে হবে না"। এভাবে অর্থ করলে নবীর মর্যাদার বিপরীত হবে না। কোন সমস্যাও থাকবে না।

৬. আরেকটি ভুল

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ. এর গন্দম খাওয়ার বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, فلم نجد له عزما (আমি তাকে ইচ্ছা পোষণকারী পাইনি। এই আয়াতের অর্থ অনেকেই ভুল বলে থাকেন। অনেকেই অর্থ করে থাকেন "আমি তাকে (হযরত আদম আ. কে) দৃঢ়পদ পাইনি, সে অঙ্গিকার করে অঙ্গিকার রাখতে পারেনি"। এমন অর্থ করা সম্পূর্ণ

ভুল। এর দ্বারা বুঝে আসে, আদম আ. ওয়াদা ভঙ্গকারী। অথচ সকল নবী নিস্পাপ, তাদের কোন গুনাহ নেই। এ জাতিয় অর্থ করা নবীর সাথে বেয়াদবীর নামান্তর। অর্থ হবে, "আমি তাকে এ কাজ করার ইচ্ছা পোষণকারী হিসেবে পাইনি অর্থাৎ তিনি অনিচ্ছায় করে ফেলেন। আর যে কাজ অনিচ্ছায় হয় তা দ্বারা কোন গুনাহ হয় না। সুতরাং তিনি নিস্পাপ, তাঁর কোন গুনাহ নেই।

৭. আপনিই সুপারিশ করার যোগ্য

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভয় দিয়ে বলেছেন, ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك و ما تأخر (আল্লাহ তা'আলা আপনার অতিত ও ভবিষ্যতের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন)। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায়, হুযুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তো কোন গুনাহই ছিল না, তাহলে একথা বলার বা ক্ষমা করার কি অর্থ? উত্তর হলো, হাশরের ময়দানে সকল মানুষ অধৈর্য্য হয়ে নবীদের পিছে পিছে ঘুরতে থাকবে যেন তাঁরা আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ করে বিচার আরম্ভ করেন। পরে ফায়সালা যা হবার তা হবে। হাশরের মাঠের এ ভয়াবহ শাস্তি থেকে তো মুক্তি পাওয়া যাবে। প্রথমে আদম 'আলাইহিস সালাম এর নিকট যাবে, তারপর নূহ্ 'আলাইহিস সালাম, তারপর ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম, তারপর মূসা 'আলাইহিস সালাম, তারপর ঈসা 'আলাইহিস সালাম এর নিকট যাবে। কিন্তু কোন নবীই সেদিন সুপারিশ করার হিম্মত করবেন না। সকলেই নিজের ব্যাপারে শংকিত থাকবেন এবং নিজের কোন ত্রুটি স্বরণ করে অপারগতা প্রকাশ করে অন্যের নিকট পাঠিয়ে দিবেন। এক পর্যায়ে সকলে আমাদের নবীজি সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আসবে। তখন যদি নবীজি নিজের কোন ত্রুটির কথা স্বরণ করে লোকদেরকে ফিরিয়ে দেন, তাহলে মানুষের যাওয়ার কোন

TOP

স্থান থাকবে না। উম্মতের বড় কষ্ট হবে। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা‘আলা পূর্বে থেকেই ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, আমার নিকট আপনার কোন অপরাধ নেই।

৮. দাঈর সহায়তা আল্লাহর দায়িত্ব

আয়াতঃ

اقرأ باسم ربك الذى خلق، خلق الانسان من علق ، اقرأ وربك الاكرم، الذى علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم،

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ তা‘আলা হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সর্ব প্রথম এই আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। কিন্তু এই আয়াতে কোন বিধি বিধান বর্ণনা করেন নি, বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সান্তনা প্রদান করেছেন যে, নবুওয়াতের এ গুরুগাম্ভীর কঠিন দায়িত্ব দেখে আপনি ঘাবড়াবেন না।

১. رب শব্দ ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক জিনিসকে তার শুরু হতে শেষ পর্যন্ত ধিরে ধিরে পূর্ণতায় পৌছানো, প্রতিপালন করা। আর তিনি যখন আপনার প্রতিপালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন তাহলে আপনার নবুওয়াতের দায়িত্ব পালনেও সহায়তা করে পূর্ণতায় পৌঁছাবেন।

২. الذى خلق যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন তথা আপনার অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব প্রদান করেছেন, তিনি আপনার উপর অর্পিত দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেও সক্ষম।

৩. من علق সৃষ্টি করেছেন জমাটবাধা নাপাক পানি থেকে যিনি জমাটবাধা নাপাকি থেকে মানুষকে তৈরি করতে পারেন, তিনি দায়িত্ব পূর্ণ করাতেও পারেন।

৪. علم তিনি শিখিয়েছেন। যিনি অজ্ঞকে জ্ঞান দিতে জানেন তিনি তার সকল কাজ করে দিতেও জানেন।

৫. بالقلم কলম দ্বারা, বাশের তৈরি এক জড় পদার্থকে যিনি এত গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যবহার করে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারেন তিনি আপনার দায়িত্ব পালনের সকল ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। এভাবে প্রতিটি শব্দে শব্দে আল্লাহ তা'আলা নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভয় দিয়েছেন যেন তিনি অকুতভয়ে দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হন। এ-দ্বারা প্রতিয়মান হয়, যখনই কেউ দীনের দায়িত্ব আঞ্জাম দিবে, দাওয়াতের কাজ করবে আল্লাহ তা'আলা তাকে সাহায্য করবেন।

৯. মানুষ অতিশয় দূর্বল

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষের অবস্থা বলে দিয়েছেন, خلق الانسان ضعيفا (মানুষকে দূর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে)। দীর্ঘ সময় মায়ের কোলে কাটায়। না কোন কথা আছে, না কোন ভাষা। শুধু কান্না। তারপর দীর্ঘ কাল শরী'আতের বিধিবিধান হতে মুক্ত। কচি মনে ঘুরা এবং খাওয়া। মাঝে কিছু কাল যৌবন। তারপর আবার বার্ধক্যের দূর্বলতা, এটা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানুষকে শিখিয়েছেন যে, তুমি যৌবনের শক্তির সময়ে আখেরাত গুছিয়ে নাও। আগে পরের দূর্বলতার সময়ে পারবে না। এবং এ সামান্য যৌবনের শক্তি পেয়ে অহংকারী হয়ো না। শুরুতে ও শেষে অন্যের দারস্ত হতে হবে।

১০. দিন দিন কুরআন হাদীস স্পষ্ট হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন وخلقنا لهم من مثله ما يركبون (আর

আমি তাদের জন্য [নৌযানের ন্যয়] অনুরুপ বস্তু সৃষ্টি করবো যাতে তারা আরোহন করবে)। এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে পূর্বের মুফাস্সীরগন বলেছেন, ভবিষ্যতে কোন জিনিস সৃষ্টি হবে কিন্তু সে জিনিসটি কেমন হবে, কোথায় চলবে, জানা ছিল না। বর্তমানে উলামায়েকেরাম বলেছেন, এই আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উড়োজাহাজ। কারণ নৌকা চলে পানিতে ধাক্কা দিয়ে তার উপর ভাসমান থেকে। আর উড়োজাহাজ চলে বাতাসে ধাক্কা দিয়ে তার উপর ভাসমান থেকে। এ জন্য মুফতীগন ফাতাওয়া দিয়েছেন, প্লেনে নামায পড়া সহীহ হবে। কেননা নৌকায় নামায পড়া সহীহ। নৌকা ভেসে আছে পানির উপরে আর পানি আছে জমিনে ভর করে। সুতরাং নৌকা পানির মাধ্যমে মাটির সাথে সংযুক্ত। আর উড়োজাহাজ ভাসমান বাতাসের উপরে, বাতাস ভাসমান যমিনের উপরে সুতরাং প্লেন বাতাসের মাধ্যমে যমিনের সাথে সংযুক্ত। তো নৌকায় যেমন নামায জায়েয। তার উপরে অনুমান করে প্লেনে নামায পড়াও জায়েয। দিন যত পেরুবে, কুরআন হাদীস ততবেশি আমাদের বোধগম্য হবে, তার থিওরি স্পষ্ট হবে।

১১. শুধু অভিধান দেখে তাফসীর করা যায় না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, শুধুমাত্র অভিধান দেখে কুরআনের তাফসীর করা সম্ভব নয়। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, يصلح لكم اعمالكم। অভিধান হিসাবে এই আয়াতের তাফসীর হবে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আমল সংশোধন করে দিবেন। অথচ এই আয়াতের এমন তাফসীর করা সঠিক না। সঠিক তাফসীর হবে, তোমাদের আমলসমূহ অগ্রহণযোগ্য হওয়া স্বত্ত্বেও তিনি (আল্লাহ) তা কবুল করবেন, يقبل الله اعمالكم مع الخطايا

১২. কুরআন থেকে হিদায়াত লাভের সহীহ তরীকা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কুরআন মাজীদ এমন এক কিতাব, এর মধ্যে যে ব্যক্তি যা খুঁজবে তা পেয়ে যাবে। কাদিয়ানী, রেজভী ও অন্যান্য গোমরাহ ফেরকা সবাই কুরআন দিয়ে নিজ মাযহাব সাবেত (প্রমাণ) করেছে। যদিও ঘাড় মুটকিয়ে সাবেত (প্রমাণ) করতে হয়। তাই সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা হলো, প্রথমে একটি আয়াত নিবে এরপর দেখবে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবী ও তাবেয়ীগণ এখানে কী বলেছেন এবং আকাবীর হতে কী বর্ণিত আছে। এই তরীকায় মেহনত করলে কুরআন হিদায়েত হবে। আর যদি নিজের থেকে কোন বিষয় নির্দিষ্ট করে অতঃপর কুরআনে এর দলীল খোঁজা হয়, তবে গোমরাহ হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে।

১৩. প্রাণবন্ত তাফসীরের জন্য করণীয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কুরআনে পাকের তাফসীর করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক আয়াতের বাঁকে বাঁকে খবর ও সংবাদ গুলোর মাঝে লুকিয়ে থাকা ইন্শাকে প্রস্ফুটিত করে তুলতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে পারদর্শী হওয়ার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন, সম্ভব হলে আহকামুল কুরআন বিষয়ক কিতাবাদী মুতালাআ করতে হবে। তখন তাফসীর হবে প্রাণবন্ত। মানুষ বুঝবে এই কুরআন জীবন্ত কুরআন।

হাদীস

১. দীনের কাজে গুনাহ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহকে নারাজ করে দুনিয়ার মানুষের যত উপকার করা হোক না

কেন এটা জাহান্নামের রাস্তা। গুনাহের সাথে দীনের কাজ করলে, তা আর দীনের কাজ থাকেনা।

২. আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হাদীসে আছে, যে ঘরে কুকুর থাকে ঐ ঘর আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত। এটাতো স্বাভাবিক অর্থ। কিন্তু এর আভ্যন্তরীণ অর্থ হলো, যার ভিতরে কুকুরের স্বভাব থাকে, সে আল্লাহর রহমত থেকে এবং ইলম থেকে বঞ্চিত হয়। কুকুরের স্বভাব দুইটিঃ লোভ আর হিংসা। কুকুর যদি একটি মৃত গরু দেখতে পায় তাহলে এ কুকুর লোভের কারণে পুরোটা একাই খেতে চায় আর হিংসার কারণে অন্য কাউকে দিতে চায় না।

৩. সহীহ হাদীস হলেই আমল যোগ্য না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, একজন ডাক্তার অনেক বিজ্ঞ। এমন কোন রোগী নাই যে, তার চিকিৎসার দ্বারা সুস্থ হয় না। সবাই আল্লাহর রহমতে তার চিকিৎসায় ভালো হয়ে যায়। এই ডাক্তার ইন্তেকাল করলেন। এখন এই মৃত ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসা নেয়া কী সম্ভব ? কক্ষনো না। ঠিক তেমনি সহী হাদীসতো অনেকই আছে, কিন্তু যদি তা রহিত হয়ে যায়, ঐ হাদীসের উপর আর আমল করা যাবে না।

৪. কাফেরদের বিরোধিতার নমুনা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হাদীসে আসছে, তোমরা ইয়াহুদী ও মুশরিকদের বিরোধিতা করো। হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়া সাল্লাম শনিবার ও রবিবার বেশি বেশি রোযা রাখতেন। কারণ কাফেররা এই দিন গুলি ঈদ পালন করে। আর মুসলমানদের খুব কঠোর আদেশ করা হয়েছে যেন তারা কাফেরদের বিরোধিতা করে।

৫. হাদীসের প্রতি আগ্রহ থাকা আবশ্যক

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হাদীস পড়ার জন্য শর্ত হলো হাদীসের প্রতি আগ্রহ থাকা। হাদীস হচ্ছে নূর। যতবারই হাদীস পড়বে, চিন্তা করবে, ততবারই হাদীস থেকে নতুন নতুন বিষয় বুঝে আসবে। এজন্য এক বার শুনেছি বলে, হাদীস থেকে মুখ ফিরানো যাবে না।

৬. একাকী হাদীস অধ্যায়ন বিপদজনক

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হাদীস অধ্যয়ন করতে হবে কোন অভিজ্ঞ মুফতীর তত্ত্বাবধানে। অন্যথায় আহলে হাদীস (গাইরে মুকাল্লিদ) হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। এজন্য উলূমুল হাদীস পড়ার পর ইফতা পড়া জরুরী। অন্যথায় একসিডেন্ট হতে পারে। যারা মদীনা, মিশর থেকে মুক্ত মনে কোন মুফতীর তত্ত্বাবধান ব্যতিত হাদীস পড়ে আসে, তারা আহলে হাদীস হয়ে উম্মাতের মাঝে ফেৎনা ছড়াচ্ছে। মুলতঃ তারা নিজেরাই হাদীস বুঝে না।

৭. মুহাব্বতের ধাপ

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و اقام الصلاة ،

ইসলামের ভিত্তি পাচঁটি। ১. এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতিত কোন মাবুদ নেই এবং হযরত সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার রাসূল। ২. নামায কায়েম করা। ৩. যাকাত প্রদান করা। ৪. সামর্থবানদের জন্য হজ্ব করা। ৫. রমযানের রোযা রাখা। এই হাদীসে মুহাব্বত ও প্রেমের পাঁচ ধাপ বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে একে অপরের সাথে পরিচিত হয়ে। দ্বিতীয়তে তাকে

স্বরণ করে। তৃতীয়তে তাকে পাওয়ার আসায় কিছু খরচ করে। চর্তুথ ধাপে তাকে কাছে পেতে ব্যকুল হয়ে আহার পরিত্যাগ করে। পঞ্চম ধাপে তার সাথে সাক্ষাত করতে ঘরবাড়ি ছেড়ে তার বাড়িতে ছুটে যায়। তেমনি ভাবে কালিমার মাধ্যমে বান্দার আল্লাহর সাথে পরিচয় লাভ হয়। তারপর নামাযের মাধ্যমে তাকে স্বরণ করে তার নাম জপতে থাকে। তার নৈকট্য লাভের আশায় যাকাত প্রদান করে। তারপর তার ভালবাসা ও প্রেম পেতে রোযার মাধ্যমে সাধনা করে। তারপর তার সাক্ষাত পেতে তার ঘরে বাইতুল্লায় হজ্ব পালনে ছুটে যায়। পাগলের বেশে লাব্বাইক লাব্বাইক বলে চিৎকার করতে থাকে। তারপর চুড়ান্ত পর্যায়ে তার সাথে মিলিত হতে কবরের প্রস্তুতি আরম্ভ করে।

৮. একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম ইরশাদ করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু‘আ اللهم ايد الاسلام باحد العمرين “হে আল্লাহ তুমি উমর ইবনে খাত্তাব অথবা আমরের (আবু জেহেল) মধ্য হতে কোন একজনের দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালি করো। প্রশ্ন জাগে হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুরা দুনিয়ার জন্য প্রেরন করা হয়েছে, সকলের হিদায়াতের যিম্মাদারী দেয়া হয়েছে কিন্তু তিনি দু‘আ করলেন, হে আল্লাহ তুমি দুজনের কোন একজনের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালি করো। তিনি উভয়ের হিদায়াতের দু‘আ করতে পারতেন। তাহলে উভয়ে হিদায়াত পেয়ে যেত। তাহলে আর কেউ ইসলামের দুশমনি করার সাহস পেত না। তিনি শুধু একজনের জন্য দু‘আ কেন করলেন?

এর উত্তর হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছা জানতেন। আল্লাহ তা‘আলার বিধান হলো, হক বাতিল একসঙ্গে দুনিয়াতে থাকবে, যেন মানুষের মাঝে পার্থক্য হয়ে

TOP

যায়, কে হক্ব গ্রহণ করে আর কে বাতিলের পক্ষ অবলম্বন করে? এখন যদি উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তো কোন বাপের বেটা থাকবে না যে ইসলামের দুশমনি করবে। সকলে ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করতো। তখন সত্যিকারের মুমীন আর জান বাচাঁনো মুমীনের মাঝে পার্থক্য করা সম্ভব হতো না। তাই নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার চির চরিত বিধানের প্রতি লক্ষ রেখে উভয়ের হিদায়েতের দু'আ করেন নি।

৯. জন্মগত ভাবে কোন মন্দ স্বভাব পেলে হতাশার কিছু নেই

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, এক হাদীসে এসেছে, خلق الله ادم من تراب আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ. কে এক মুষ্টি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। ফলে মাটির বাহ্যিক রং রূপ সহ সকল স্বভাব এবং অভ্যন্তরিন নরম, শক্ত, উর্বর, অনুর্বর সকল গুণাগুণ তার মাঝে চলে এসেছে। সেই সুবাদে সকল বনী আদমের মাঝেও এসেছে। এখন আল্লাহ তা'আলার তাকদীর ও ফায়সালা হিসাবে যদি কারো মাঝে মাটির মন্দ স্বভাব চলে আসে তাহলে সে হতাশ হবে না, মনক্ষুন্ন হবে না। সে নিজেকে কোন বুযুর্গের হাতে সপে দিবে, তিনি তাকে ঘসে- মেজে এমন পর্যায়ে নিয়ে যাবেন যে, তার দ্বারা কোন মাখলুক কষ্ট পাবে না। তাই তার জন্য আবশ্যক কোন বুযুর্গের সংশ্রব অবলম্বন করা।

১০. দুই সওয়াব এক নয়

হযরত মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে তিন বার সূরা ইখলাস পড়লে এক খতম কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব পাওয়া যায়। পূর্ণ কুরআন খতম করার সওয়াব আর তিন বার সূরা ইখলাসের সওয়াব এক নয়। এক হল আইনী তথা আইন অনুসারে সওয়াব লাভ করা। আরেক হলো

ইনআমী তথা পুরস্কার হিসাবে সওয়াব লাভ করা। তিন বার সূরা ইখলাস পড়ার দরুন পূর্ণ কুরআন খতম করার আইনী সওয়াব হবে। আর পূর্ণ কুরআন পড়ার দরুন ইনআমী সওয়াব অর্জন হবে। আর ইনআমী সওয়াবের পরিমান আল্লাহ তা'আলা কি পরিমান দান করবেন তা তিনিই ভালো জানেন। এজন্য কুরআন খতম করা বাদ দিয়ে শুধু সূরা ইখলাসের উপর ক্ষান্ত করা ঠিক না।

১১. বাম হাতে আহারকারী পাক্কা শয়তান

হযরত মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হাদীস শরীফে প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

لايأكلن أحدكم بشماله و لا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله

"তোমাদের কেউ যেন বাম হাত দ্বারা ভক্ষন না করে এবং বাম হাতে পান না করে, কেননা শয়তান বাম হাতে খানা- পিনা করে"। এই হাদীস দ্বারা প্রতিয়মান হয়, যারা বাম হাতে খানা- পিনা করে তাদের মাঝে শয়তানের মত অহংকার সৃষ্টি হয়। শয়তান যেমন হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করতে পারেনি, এরাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সামনে মাথা নত করতে পারবে না। এক পর্যায়ে রাসূলের সুন্নত নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে পাক্কা শয়তান হয়ে যাবে। এজন্য এ বদ অভ্যাস পরিহার করা একান্ত প্রয়োজন।

তাহক্বীক্বাত

১. اتباع ও اطاعة এর মধ্যে পার্থক্য

ব্যক্তির আদেশ নিষেধ পরিপূর্নরূপে পালন করাকে اطاعة বলে। আর নিজ জীবনে কোন ব্যক্তির আর্দশ ও কর্মপন্থার অনুকরণ অনুসরন করাকে اتباع বলে।

২. تبليغ ও دعوة এর মাঝে পার্থক্য

সাধারনত ঈমান আকাঈদ বিষয়ে দাওয়াত হলে সেখানে دعوة শব্দের ব্যবহার হয়। যেমন: اللهم رب هذه الدعوة التامة আমলের বিষয়ে দাওয়াত দেওয়া হলে সেখানে تبليغ শব্দের ব্যবহার হয়। যেমন: بلغوا عنى و لو آية.

৩. اخراج حديث ও تخريج حديث এর মাঝে পার্থক্য

মুহাদ্দিছ নিজ সনদে হাদীস বর্ণনা করলে اخراج حديث বলে আর অন্যের সনদে বর্ণনা করলে تخريج حديث বলে।

৪. الجلسة ও القعود এর মাঝে পার্থক্য

সোয়া হতে বসাকে الجلسة বলে আর দাঁড়ান হতে বসাকে القعود বলে।

৫. الخزانة لاتفتح

শব্দের উচ্চারণে অনেকে ভুল করে। হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, একটি বাক্য ইয়াদ রাখো, কখনই এখানে ভুল হবে না। الخزانة لاتفتح এর এক অর্থ ধনভান্ডার কখনো উম্মোচিত করতে নেই। আরেক অর্থ خزانة শব্দে কখনই যবর হবেনা।

৬. আরবী শব্দমালার অর্থে তার উচ্চারণেরও প্রভাব থাকে

শব্দের উচ্চারণ কঠিন হলে অর্থের মধ্যেও কাঠিন্যতা আসে। আর উচ্চারন সহজ হলে অর্থের মধ্যেও সহজতা আসে। যেমন: اَدْلَجَ অর্থ সন্ধ্যা রাতে চলা আর اِدَّلَجَ অর্থ গভীর রাতে চলা। مَيْتٌ অর্থ লাশ যার জীবন নেই, مَيِّتٌ অর্থ এমন মানুষ ফিলহাল জীবন আছে মৃত্যুরও সম্ভাবনা আছে।

৭. "হুবহু" এর আসল কিচ্ছা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বাংলায় ব্যবহৃত শব্দগুলির মূল খুঁজতে গেলে দেখা যাবে অধিকাংশই আরবী বা ফারসী থেকে এসেছে। যেমন বাংলায় বলে, হুবহু এটা মূলত আরবী শব্দ। هو هو অর্থ, এটা সম্পূর্ণ ঐটার মত। সংক্ষেপে বাংলায় বলে হুবহু।

৮. পায়ের জামা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ফার্সীতে حروف نسبتی হলো وار বা ار যেমন شلوار অর্থ পায়জামা, شل অর্থ রান। পায়জামা যেহেতু রানের সাথে লেগে থাকে এজন্য তাকে شلوار বলে।

তেমনি دستار অর্থ পাগড়ী পরা। دست অর্থ হাত। পাগড়ী যেহেতু হাত দিয়ে পরা হয় সেহেতু তাকে دستار বলে।

৯. قدم এর কারিশমা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, পা হলো মানুষের এক সপ্তমাংশ। এজন্যই পা- কে আরবীতে قدم (কদম) বলে। যার অর্থ হলঃ - সপ্তমাংশ।

১০. বেগমের তাৎপর্য

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বেগম শব্দের উৎপত্তি হল বেগ থেকে। এটা আফগানিস্তানের এক গোত্রের নাম। কুতুবুদ্দিন আইবেক এই গোত্রের লোক। অর্থ হলোঃ-

সরদার। এর মুআন্নাস হলো, বেগম। যেহেতু মহিলারা জান্নাতে হুরদের সরদার হবে, সেহেতু তাদেরকে বেগম বলা হয়।

১১. তালি এসেছে تعليل থেকে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ছেঁড়া কাপড়ে তালি লাগানো হয়। তালি এসেছে আরবী শব্দ تعليل (তালীল) থেকে। تعليل এর মাধ্যমে শব্দ ঠিক করে উচ্চারণের যোগ্য বানানো হয়, আর ছেঁড়া কাপড়ে তালি লাগিয়ে পরনের উপযুক্ত করা হয়। তালি মূলত আরবি শব্দ। মানুষ সংক্ষেপে এভাবে উচ্চারণ করে।

১২. নসীহত সুঁইয়ের মতো

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, নসীহত এটা আরবী শব্দ, منصاح থেকে নির্গত। অর্থ হল সুঁই। সুঁই দ্বারা যেমনি ভাবে ফাঁটা কাপড় সংশোধন করা হয়, তেমনি ভাবে নসীহত দ্বারা মানুষের অবস্থার সংশোধন করা হয়।

ছাত্রদের উদ্দেশ্যে

১. আলিয়াতে পরীক্ষা দেওয়া সীরাতে মুস্তাকীম থেকে সরে পড়ার পূর্বাভাস

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কওমি মাদরাসায় পড়ার পর আলিয়া মাদরাসা বা সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা দেওয়ার অর্থ হলো সীরাতে মুস্তাকীম হতে ছিটকে পড়ার দ্বার উন্মুক্ত করা। তাদের দ্বারা দীনের উল্লেখযোগ্য কোন খিদমত হয়না। শয়তান প্রতিটি মোড়ে মোড়ে তাকে অভ্যর্থনা

জানাতে থাকে। কখন যে সে ঝরে পড়বে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এর মূল কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলার স্বীকৃতিকে উপেক্ষা করে দূর্বল মানব সরকারের স্বীকৃতির উপর আস্থাশীল হওয়া। এটাকেই সফলতার মূল মন্ত্র মনে করা।

২. কথা স্পষ্ট বলতে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম এক দিন সবক পড়ানোর সময় ছাত্রদেরকে একটি প্রশ্ন করলেন। ছাত্রদের উত্তর জানা না থাকায় একেক জন একেক ধরনের উত্তর দিচ্ছিল, কিন্তু অস্পষ্টভাবে বলছিল। কথা সম্পুর্ণ বুঝা যাচ্ছিল না। হযরতওয়ালা বললেন, ছাত্রদের দায়িত্ব, কথা যা বলবে স্পষ্ট করে বলবে। সঠিক হলে তো ভালো, না হলে উস্তাদ সঠিকটি বলে দিবেন। কোন কথা বলতে হলে, তাহক্বীক্ব করে বলতে হবে। যাই বলা হবে তার প্রমাণ পেশ করতে হবে। প্রমাণ ছাড়া কথা গ্রহণ করা হবে না।

৩. ছাত্রদের জোরপূর্বক তাবলীগে পাঠাতে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ছাত্রদেরকে জোর করে হলেও তাবলীগে পাঠাতে হবে। যেন ফারেগ হয়ে তারা দ্বীনের সহীহ মেহনত সঠিক ভাবে করতে পারে। এর মাধ্যমে জনগণের সাথে মিশে কাজ করার যোগ্যতা তৈরি হবে। অন্যথায় পদে পদে হোচট খাবে। জানতোড় মেহনত করবে কিন্তু ফল হবে না। এমনকি অনেক মূহুর্তে হেদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী ছড়াতে থাকবে। এজন্য উস্তাদ ও পিতা- মাতার উচিৎ তাদেরকে তাবলীগে পাঠানো।

৪. পিতা- মাতার ন্যায় উস্তাদেরও হক্ব রয়েছে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, পিতা মাতার প্রতি সন্তানের যেসকল দায়িত্ব কর্তব্য, উস্তাদের প্রতিও ছাত্রদের সে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্য। পিতামাতার জীবদ্দশায় যেমন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, সেবা-যত্ন ও আরাম পৌছানোর ফিকির করা, তারা দূরে থাকলে মাঝে মাঝে তাদের সাক্ষাতে যাওয়া, তাদের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করা ও আন্তরিকতার ধারা চালু রাখা।

আবার মৃত্যুর পর তাদের মাগফীরাত কামনা করা, সওয়াব রেসানী করা, তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য সহযোগীতা করা, ঋণ থাকলে পরিশোধ করা, বৈধ অসিয়ত থাকলে তা পূর্ণ করা, মাঝে মাঝে গুরুত্বের সাথে কবর যিয়ারত করা। তেমনি ভাবে ছাত্রদের উচিৎ আসাতিযা কিরামের জীবদ্দশায় ও তাদের মৃত্যুর পর এ সকল হক্ব আদায় করা।

৫. রাজনীতি ছাত্রদের ইলম অর্জনের প্রতিবন্ধক

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ছাত্রদের জন্য রাজনীতি, ইলম অন্বেষনে বড় অন্তরায়। ছাত্র অবস্থায়ই ইলমের গভির পান্ডিত্ব অর্জন করতে হবে। সেজন্য চাই একাগ্রতার সাথে মুতালাআ। কিন্তু ছাত্ররা যদি পড়ালেখা ছেড়ে আন্দোলনে নেমে যায়, তাহলে তার ঘর সামলাতে লোক ভাড়া করে আনতে হবে। বর্তমানে লালবাগ মাদরাসার ছাত্ররা আন্দোলন করে সারাদেশ থেকে ভূত তাড়ায়। কিন্তু যখন তাদের ঘরে আহলে হাদীস ঢুকে ফেৎনা করছে তখন তাদের নিকট এই ভূত তাড়ানোর পুজি নেই। এখন তাদের ঘর সামলাতে মুহাম্মদপুর থেকে আমাকে যেতে হচ্ছে। এটাই হল রাজনীতির পরিণাম।

৬. সব শব্দ তাহক্বীক্ব করে পড়বে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, একবার আমি হযরত মুহাদ্দীস সাহেব হুযুর রহ. এর দরবারে গেলাম। কথা প্রসঙ্গে আমি বললাম, তাসদীক বিল জিনান। হযরত বললেন, শব্দটি "তাসদিক বিল জিনান" হবে না, "জানান" হবে। আমি বললাম হযরত! লুগাতে তো জিনান লিখেছে। হুযুর বললেন, আল মু'জামুল ওয়াসিত দেখেন। আমি দেখলাম, তো হুযুরেরটাই সঠিক। কিন্তু এখনো উলামাদের মুখে জিনান শুনা যায়। ভুলটিই প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। এ জাতীয় আরো অনেক শব্দই সমাজে ভুল প্রচলিত আছে। যেমন: ভুল اُنْدُلُوس সঠিক اَنْدَلُوس। ভুল مُحَبَّةٌ সঠিক مَحَبَّةٌ। ভুল بِشَارَةٌ সঠিক بِشَارَةٌ।

তাই ছাত্রদের উচিৎ এখন থেকেই তাহক্বীক্ব করে পড়া।

৭. আজকের বিড়াল কালকের সিংহ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, তালেবে ইলম এখন বিড়ালের মত উস্তাদের সামনে বসে আছো। কিছু দিন পর তোমাকে এক এলাকার সিংহ বানিয়ে পাঠানো হবে। একালাবাসী তোমার কাছে ধর্না দিবে। তাদের সব তাকাযা পুরা করতে হবে। তার পূর্বেই ইলম শিখে রাখো, অন্যথায় অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হবে। আর আফসোস করবে।

৮. ছোট ছোট খিদমত ভবিষ্যতের পুঁজি

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম একদিন ছাত্রদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যদি মাদরাসার জন্য ছাত্রদের থেকে কোন খিদমত চাওয়া হয় তাহলে তা সানন্দে আঞ্জাম দিতে হবে। যারা ছাত্র অবস্থায় মাদরাসার ছোট ছোট কাজ, কামরা ঝাড়ু দেওয়া, বাথরুম পরিস্কার করা, উস্তাদের কিছু খিদমত করা থেকে নিজেকে দূরে রাখে পরবর্তীতে তার দ্বারা দ্বীনের বড় কোন খিদমতের

আসা করা যায় না। লালবাগে আমাদের এক সাথী ছিল। রুম ঝাড়ুর সময় সে উপস্থিত থাকতো না। কাজ শেষ হলে সংক্ষেপে আফসোস করতো, আহা কাজ হয়ে গেল, আমি থাকতে পারলাম না। তার এই সংক্ষিপ্ত আফসোসের ফল হলো, তার মাধ্যমে বাংলাদেশে সর্ব প্রথম শর্ট কোর্স চালু হয়েছে। সে যেমন সংক্ষেপে আফসোস করতো আল্লাহও তার দ্বারা সংক্ষেপ কাজ নিয়েছেন।

৯. মানুষ হতে হলে থানবীর রহ. কিতাব পড়তে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম একদিন ছাত্রদের লক্ষ করে বলেন, প্রত্যেক শতাব্দিতে একজন মুজাদ্দিদের আগমন হয়। তিনি মৃত সুন্নাতকে জীবিত করেন। দ্বীনের মাঝে যে সকল বদদ্বীনি প্রবেশ করে তা সংশোধন করেন। বিগত শতাব্দির মুজাদ্দিদ ছিলেন হযরত থানবী রহ.। তিনি দ্বীনের সকল বিষয়ে সংস্কারের কাজ করেছেন। বিশেষ করে লেনদেন- আচার ব্যবহার যে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত, উলামারাও তা ভুলে গিয়েছিল। অথচ এটা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তা'আলা সব ক্ষমা করলেও বান্দার হক ক্ষমা করবেন না। আর যার লেনদেন আচার ব্যবহার ঠিক নেই, সে তো কোন মানুষের কাতারেই পড়ে না। তাই প্রকৃত মানুষ হতে হলে থানবী রহ. এর কিতাব পড়তে হবে। অন্যদের কিতাব পড়ে বুযুর্গ হওয়া যাবে, কিন্তু মানুষ হওয়া যাবে না।

১০. অনর্থক শব্দ লিখাও অপচয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম একদিন বুখারী শরীফের দরসে বললেন, আমরা একবার হযরত হারদুঈ রহ. এর দরবারে গেলাম। হুজুর আমাদের বললেন, দেশে কবে ফিরা হবে লিখিত জানাও। আমি লিখলাম আগামী অমুক তারিখে। হুজুর বললেন, মিঞাঁ এখানে যে "আগামী" লিখেছো এর কি ফায়দা?

তুমি তো আর গত অমুক তারিখে যাবে না। তাহলে যে শব্দ দ্বারা নতুন কোন ফায়দা হয় না, সে শব্দ লিখা কি অপচয় না? হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর আমাদেরকে বললেন, আমিও তোমাদের বলছি, যে শব্দই লিখ বা বলো তার কোন ফায়দা থাকতে হবে। মুখে যা আসে তা বলে দিলে চলবে না। প্রত্যেক কথারই আল্লাহর কাছে হিসাব দিতে হবে।

১১. মুশীর আবশ্যক

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, জীবনে সফলতা আনতে হলে কোন একজন মুরব্বির অধিনস্ত হয়ে চলতে হবে। এজন্য প্রত্যেক ছাত্রের একজন মুশীর (পরামর্শদাতা) থাকতে হবে। অন্যথায় যত মেহনত করুক, সে আসল মাক্বসাদ অর্জন করতে সক্ষম হবে না। অনেক মেধাবী ছাত্র কোন গাইডলাইন না পাওয়ার দরুন পথে পথে ঘুড়ে বেড়ায়। তার দ্বারা জাতী কোন উপকৃত হতে পারে না। এর মুলে হলো কোন মুরব্বির সাথে পরামর্শ না করে চলা। পরামর্শদাতা ব্যতিত জীবন জাপন মাঝি বিহীন নৌকার ন্যায়। মাঝি বিহীন নৌকাকে বাতাসে যেখানে ইচ্ছা সেখানে নিয়ে যায়।

১২. আজকের মুকাররির কালকের মুদাররিস

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সকল ছাত্রের তাকরার করা আবশ্যক। তাকরারের মাঝে সকলেই কোন না কোন কিতাব তাকরার করাবে। যারা দূর্বল তারা সহজ কিতাব তাকরার করাবে, তবুও তাকরার করাতে হবে। যে এখন তাকরার করাতে পারবে, আশাকরি সে মুদাররিস হতে পারবে। এজন্য এখন থেকে অভ্যাস গড়তে হবে। যে ভালো শিক্ষকতার যোগ্যতা রাখে, সে একটি রাষ্ট্র পরিচালনারও যোগ্যতা রাখে।

১৩. ইলম শিক্ষার উদ্দেশ্য

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ছাত্ররা ইলম অন্বেষনের উদ্দেশ্য ঠিক না করার দরুন হতাশায় ভোগে। সংকীর্ণ মনা হয়ে থাকে। ইলমের উদ্দেশ্য হলো, কিয়ামত পর্যন্ত ইলমের ধারা চালু রাখার ব্যবস্থা করা। আর তা হবে ইলমের খিদমতে লাগলে। তখন নিজেকে মানুষের সামনে ছোট মনে হবে না। বরং সকলের দুনিয়াতে ও আখেরাতে সফলতা অর্জনের ভিত্তি থাকবে তোমার কাধে। সকলে তোমার প্রতি ঠেকা থাকবে। তুমি কারো কাছে ঠেকা থাকবে না। এ উদ্দেশ্য ছেড়ে উদ্দেশ্য বানিয়েছে দুনিয়ার সুখ শান্তি। এখন পেরেশান হয়, কিভাবে খাবে? কিভাবে চলবে? পরিশেষে বিদেশ গিয়ে হয়তো গাড়ি মুছে বা গরুর খিদমত করে বা ময়লা পরিস্কার করে। আল্লাহ এনেছিল সর্বশ্রেষ্ট নেয়ামত দিয়ে। সকলের মাথার মুকুট বানাতে। সে তা ছেড়ে গরুর খাদেম হয়েছে। এটা বড়ই দূর্ভাগ্যতার আলামত।

১৪. সাধারন শিক্ষা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম একদিন ছাত্রদেরকে লক্ষ করে বললেন, তোমরা জেনারেল শিক্ষাকে কী ই যেন মনে করো, কত বড়ই ভাবো। অথচ জেনারেল অর্থ সাধারন। জেনারেল শিক্ষিতরা সাধারন শিক্ষিত। এটা যে কেউ শিখতে পারে। চামার হোক বা মুচি হোক। আর তোমরা যা শিখছো তা অসধারণ শিক্ষা। যে কেউ তা শিখতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা যাকে বাছাই করেন, সে হতে পারে এ সৌভাগ্যের অধিকারী। কাজেই তোমরা নিজেদেরকে অনেক দামী মনে করো। এবং ধন্য মনে করো।

১৫. টাকা হালাল করতে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ছাত্ররা পিতার কাছ থেকে যে টাকা আনে, তা হালাল করতে হবে। সন্তান বালেগ হওয়ার পর তার খরচ দেওয়া পিতার দায়িত্ব নয়। জোর করে যে টাকা আনা হয় তা হারাম। তবে যদি সন্তান ইলম অর্জন করার জন্য জানতোড় মেহনত করে, তাহলে সে সন্তানের খরচ দেওয়া পিতার জন্য জরুরী। যে মেহনত করবে না, তার জন্য এই টাকা বৈধ হবে না। এখন হয়তো পিতার থেকে টাকা আনা ছাড়তে হবে, অন্যথায় জানতোড় মেহনত করে টাকা হালাল করতে হবে।

১৬. উস্তাদের সাথে চাপলুসী জায়েয

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, চাপাবাজি করা শরী'আতে নিষেধ। তবে ছাত্র যদি ইলমী ফায়দা হাসিল করার জন্য উস্তাদের সাথে চাপলুসী করে তাহলে তা প্রশংসনীয়। উস্তাদের সাথে যত বেশী সুসম্পর্ক থাকবে, ততবেশি ইলমী ফায়দা হবে। যতক্ষন উস্তাদ আলোচনা করবেন, ইলমী কথাই বলবেন, তার ফায়দা হতে থাকবে। তবে যদি নিজের পদ পজিশন বৃদ্ধির জন্য চাপলুসী করে তাহলে জায়েয হবে না।

১৭. কিতাবের হাশিয়া দেখো

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম ছাত্রদেরকে লক্ষ করে বললেন, তোমরা কিতাবের হাশিয়া দেখো। হাশিয়া দেখলে মুখে হাঁসি ফুটবে।

১৮. আলেমদের ইসলাহ কিভাবে করবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম ছাত্রদেরকে লক্ষ করে বলেন, কোন আলেমের রুকু, সিজদা বা অন্য কোন

আমলে যদি ত্রুটি দেখো, তবে আদবের সাথে বলবে হুজুর, এই আমলটা কিভাবে করতে হবে? রুকু কিভাবে করবো, শিখিয়ে দিলে উপকৃত হতাম। আকলমান্দ হলে সহজেই সেই আলেমের ইসলাহ হয়ে যাবে।

১৯. আদাব ইহতিরাম ও যওক- শওক অনুপাতে ইলমের অংশ পাবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হাদীসে যে এসেছে, إنما انا قاسم والله يعطى (আমি বন্টনকারী, আর আল্লাহ হলেন দাতা)। তেমনি আসাতিযায়ে কেরাম ও ইলম বন্টন করেন এবং সমান ভাবেই বন্টন করেন। কিন্তু সকল ছাত্র সমান ভাবে পায়না বরং ইলমের প্রতি যার যতটুকু আদব ইহতিরাম হবে এবং ইলম অজর্নের জন্য আগ্রহ ও যওক্- শওক্ব থাকবে, সেই অনুপাতেই আল্লাহ তাকে ইলম দান করবেন।

আলেমের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১. প্রত্যেক আলেমের একজন প্রকৃত হিতাকাঙ্খি আবশ্যক

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, প্রত্যেক আলেমের একজন সত্যিকারের প্রকৃত হিতাকাঙ্খি থাকা আবশ্যক, যিনি তার পদস্খলনের সময় তাকে টেনে উঠাবেন। অন্যথায় এ ভুল ও অন্যায়ের উপর তার মৃত্যু হবে। যদি কোন আলেমের সত্যিকার হিতাকাঙ্খী না থাকে, তাহলে সে বড় বদ নসীব। বিশেষ করে শেষ বয়সে লোকেরা নিজেদের হীন দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্ধার করতে, তাকে ভুল পথে পরিচালিত করে। ভক্তবৃন্দরা জী- হুজুর, জী- হুজুর করতে থাকে আর তাকে ভ্রান্তির উপর অটল রাখে। এই ভুল ও অন্যায় নিয়ে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়। এজন্য

একজন সত্যিকারের হিতাকাঙ্খী প্রয়োজন, যে তাকে সব ভুল থেকে ফিরিয়ে আনবে।

২. অবস্থা বুঝে কথা বলা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, শিক্ষকের দায়িত্ব ছাত্রের মনোভাব বুঝে কথা বলা, দেখতে হবে সে মাটির কোন স্বভাব পেয়েছে। সে অনুসারে তার সাথে আচরণ করা। অন্যথায় উস্তাদ তার তালিম- তারবিয়াত, শিক্ষা- দিক্ষা দিতে ব্যর্থ হবেন। যাকে বলে, স্থান- কাল- পাত্র বিবেচনায় কথা বলা। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় কাফেরদের এক নেতা এসেছিল। সে ঐ গোত্রের লোক যারা বাইতুল্লায় কুরবানীর জন্য প্রেরিত পশুগুলোর অত্যান্ত সম্মান করতো। হুজুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশ দিলেন, কুরবানীর পশুগুলো লাইনে দাড় করিয়ে দেয়ার জন্য। সাহাবা কেরাম তাই করলেন। সে এ- দৃশ্য দেখেই কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গিয়ে কুরাইশদের বললো, এরা কুরবানীর পশু নিয়ে বাইতুল্লায় যাবে। এদেরকে বাধা দেওয়া যাবে না। তাকে মুখে কিছু বলতে হলোনা, শুধু একটু হিকমত খাটিয়ে কাজ করা হলো।

৩. দীনি খেদমত করলে রুজির ব্যবস্থা হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আলেমরা কি খাবে, কি পরবে, সে চিন্তায় দীনের খিদমত ছেড়ে রুটি রুজির ফিকিরে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। যে দীনের খেদমত নিয়ে পড়ে থাকবে, আল্লাহ তা‘আলা নিজ দায়িত্বে তার রিযিকের ব্যবস্থা করবেন। সম্মানের সাথে ঘরে বসে উত্তম এবং হালাল রিযিক পাবে। আর যে দীনের খিদমত ছেড়ে আয় উপার্জনের পিছে দৌড়াবে, তার

রিযিক বন্ধ হতে শুরু হবে। তাই দীনের খেদমতে আত্বনিয়োগ করা উচিত। দুনিয়াও হয়ে যাবে আখেরাতও পেয়ে যাবে।

৪. উম্মতের ত্রান- কর্তা উলামায়েকেরাম

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দুনিয়া ও আখেরাতে উম্মতের ত্রান- কর্তা হলেন উলামায়েকেরাম। নবুওয়াতের ধারা শেষ হওয়ার পর কিয়ামত পর্যন্ত জাতির কর্ণধার আম্বিয়কেরামের ওয়ারিশগন। জাতিকে দুনিয়া ও আখেরাতের ধংসের হাত থেকে বাঁচানো উলামাদের দায়িত্ব। কবীরাহ গুনাহের দরুন আখেরাতের ক্ষতির পাশাপাশি দুনিয়াবী বালা মুসিবত ভূমিকম্প, জলোচ্ছাস, দুর্ভিক্ষ, মহামারি সব ধরনের বিপদ- আপদ, দুর্যোগ- দুর্দশা কবীরাহ গুনাহের শাস্তি সরূপ অবতীর্ন হয়। তাই উলামাদের দায়িত্ব, উম্মতের মাঝে কবীরাহ গুনাহের ভয়াবহতা তুলে ধরে তাদের সতর্ক করা। তাহলে ধীরে ধীরে তারা সচেতন হবে, গুনাহ বর্জন করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে নাজাত পাবে।

৫. ইলম অনুপাতে আমল করতে প্রয়োজন সুহবাত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহওয়ালাদের সুহবাত ব্যতিত কোন আলেমের ইলম তার ক্বলবে প্রবেশ করবে না। আলেম যতই ইলম অর্জন করুক, যদি ইলম তার ক্বলবে প্রবেশ না করে তাহলে তার চার পয়সারও মূল্য নেই। এমন ইলম তো ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান, শিয়াদেরও আছে। কিন্তু তাদের সুহবাত নেই বিধায় ইলম অনুপাতে আমল নেই। সে জন্য চাই প্রত্যেক আলেমের কোন বুযুর্গের হাতে নিজেকে সপে দেওয়া।

৬. আলেমদের দায়িত্ব সার্বক্ষনিক ও তাৎক্ষনিক

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আলেমদের কিছু দায়িত্ব সার্বক্ষনিক আর কিছু দায়িত্ব তাৎক্ষনিক। নবীদের ওয়ারিশ হিসাবে তাঁদের সকল দায়িত্ব তথা তালীম, তাবলীগ, তাযকিয়া, দাওয়াত সবগুলি নিয়ে একসঙ্গে চলতে হবে। শুধু তাবলীগ বা শুধু তালীম বা শুধু তাযকিয়ার কাজ আঞ্জাম দিয়ে নবীর পরিপূর্ণ ওয়ারিশ হওয়া যাবে না। সবগুলি কাজ সমহারে করতে হবে। এই সকল কাজ আঞ্জাম দেওয়া উলামাদের সার্বক্ষনিক দায়িত্ব। আর সমসাময়িক যে সকল ফিৎনার আগমন ঘটে তা প্রতিহত করা আলেমদের তাৎক্ষনিক দায়িত্ব। উভয় দায়িত্ব নিয়ে উলামাদের চলতে হবে।

৭. সর্ব সাধারনের সাথে উলামাদের সম্পর্ক রাখা জরুরী

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, উলামায়ে কেরামের উচিৎ দাওয়াতের ময়দানে গিয়ে উম্মতের সাথে সুসম্পর্ক গড়া। অন্যথায় আল্লাহ না করুন আমাদের অবস্থাও স্পেন, কর্ডোভা, রাশিয়ার মত হবে। সেখানে শত শত বছর ধরে উলামাদের কারনামা থাকা সত্বেও যখন আলেমরা জনসাধারন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে তখনই তারা আলেমদেরকে জবাই করেছে, দুদিন পূর্বেও যারা তাদের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিল, দুদিন পরে তারা নিজ হাতে তাদের জবাই করেছে। এজন্য জনগনের সাথে আলেমদের সুসম্পর্ক গড়তে হবে।

৮. যোগ্য ব্যক্তিকে মুফতী বানাতে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, অযোগ্যদের মুফতীর সনদ দেওয়া মানে, পাগলের হাতে তরবারী দেওয়া। পাগল তরবারী দিয়ে এলোপাতাড়ী মানুষ খুন করবে, আর আনাড়ী মুফতী উল্টা পাল্টা ফাতাওয়া দিয়ে মানুষকে গুমরাহ করবে।

শুধু মাত্র ইফতা পড়লেই তাকে মুফতী বলা যাবেনা এবং সেও নিজের নামের সাথে মুফতী লিখবে না। মুফতী হওয়ার জন্য দুই বছর ইফতা পড়ার পর দশ বছর কোন যোগ্য মুফতীর দরবারে থেকে ফাতাওয়া লিখতে হবে। তারপর যদি তিনি তাকে অনুমতি দেন, তাহলে সে মুফতী বলে নিজেকে দাবি করতে পারবে।

৯. শুধু কিতাব পড়ানোর নাম শিক্ষকতা না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ছাত্রদেরকে শুধু কিতাব পড়িয়ে দেওয়ার নাম মুদাররিসি বা শিক্ষকতা নয়। বরং যে বিষয় বা ফনের কিতাব পড়াবে সে বিষয় বা ফন আয়ত্ব করিয়ে দেয়ার নাম মুদাররিসী। ছাত্রদের পিছনে এমনভাবে মেহনত করতে হবে যেন সে ঐ ফন আয়ত্বে আনতে পারে। সে জন্য শুধু কিতাব পড়ালে চলবে না। সমাজে প্রচলিত উদাহরণের মাধ্যমে বুঝাতে হবে।

১০. সবকিছু গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, উলামাদের উচিৎ সব বিষয় গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করা। বাহ্যিক অবস্থা দেখে পিছে ছুটা অনুচিৎ। অনেক জিনিসের বাহ্যিক খুবই মোহনীয়, আকর্ষণীয়, উপকারী মনে হয়। কিন্তু তার ভিতরে রয়েছে বিষধর সাপ। এজন্য সমাজে কিছু এলেই, নতুন কোন বিষয়ের আগমন ঘটলে সে বিষয়ে মন্তব্য করা ঠিক না। গভীরভাবে তার পরিণামের প্রতি দৃষ্টি ফেলতে হবে। তাহলে অনেক ফিৎনা থেকে হিফাজত হবে।

১১. আলেমরা অনুকরনীয় ব্যক্তি

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আলেমরা সমাজে অনুকরণীয় ব্যক্তি। তারা নবীদের নায়েব হিসাবে উম্মতের ইসলাহ ও সংশোধনের চেষ্টা করবে। জনগন তাদের প্রতিটি কথা ও কাজকে শরী'আতের বিধান হিসাবে গ্রহণ করে। এজন্য আলেমদের উচিৎ প্রতিটি কথা তাহক্বীক্ব করে বলা। এবং প্রতিটি কাজ শরী'আত সম্মত ভাবে করা। অন্যথায় তার আমলকে লোকেরা দলিল হিসাবে গ্রহণ করে পথভ্রষ্ট হবে। তাতে দায়ি থাকবে এ সকল আলেমগন।

১২. মুফতীদের জন্য অনেক বৈধ কাজও হারাম

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মুফতীদের জন্য অনেক বৈধ কাজও হারাম হয়ে যায়। তারা যে কাজই করবে মানুষ সেটাকে ফাতাওয়া হিসাবে গ্রহণ করবে। এজন্য তাদের উচিৎ সকল আউলা ও উত্তম কওলের উপর আমল করা। যে সকল বিষয়ে মানুষ সন্দিহান হওয়ার সম্ভাবনা তা পরিত্যাগ করা। যেমন, নামাযের পরে মাথায় হাত রেখে অনেকে অনেক কিছু পড়ে। পড়া বৈধ, কিন্তু আমি পড়ি না। কারণ মানুষ এটাকে ওয়াজিব-ফরজ মনে করতে পারে। আমার নাম প্রচার করে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যাবে।

১৩. আদর্শ উস্তাদের গুণাবলী

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আদর্শ উস্তাদ ঐ ব্যাক্তি হতে পারবে যে নিজেকে কিছু গুণাবলির মাধ্যমে সজ্জিত করবে।

১. ছাত্রদের প্রতি স্নেহ মুহাব্বত।

২. দাওয়াতের মেজাজ।

৩. মানবিক গুনাবলির সমাহার।

৪. গভীর ইলম।

৫. সুন্নতের অনুসারী ও আশেক হওয়া।

৬. সহজে ছাত্রদের বুঝানোর যোগ্যতা। প্রথমে সহজ সবক বুঝাবে, তারপর কঠিনগুলি বুঝাবে। তাহলে তার দ্বারা যোগ্য ছাত্র গড়ে উঠবে। অন্যথায় মেহনততো হবে কিন্তু যোগ্য ছাত্র গড়বে না। মেধা শ্রম সবই বেকার যাবে।

১৪. প্রকৃত আলেম যে খোদাভীরু

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ তা'আলা প্রকৃত আলেমের পরিচয় দিয়েছেন কুরআনে কারীমে,

انما يخشى الله من عباده العلماء

যে শুধু মাত্র আলেমরাই আল্লাহকে ভয় করে। তার মাঝে (خشية) খোদাভীতি আছে কি না তা বুঝার উপায় হল সে কোন নেক আমল ছাড়তে পারবেনা। এবং গুনাহের ধারে কাছে গেলেই তার শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যায়। এই আয়াতে বলা হয়েছে যাদের মাঝে খোদাভীতি থাকবে কেবল তারাই আলেম। খোদাভীতি না হলে তাকে আলেম বলা যাবে না। তাই শুধু দাওরা পাশ করে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করলেই সে আলেম হয়ে যায় না। আলেম হওয়ার জন্য প্রয়োজন খোদাভীতি।

১৫. আলেম নয় ফক্বীহ হতে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সরাসরি ভাসা-ভাসা ইলম থাকলে আলেম বলা হয়। আর গভীর পান্ডিত্য থাকলে ফক্বীহ বলা হয়। আলেম হলো জেলের মতো। উপর থেকে মাছ ধরতে পারে। আর ফক্বীহ হল ডুবরির মতো সমুদ্রের তলদেশ থেকে মনিমুক্তা উঠাতে পারে। হাদীসে ফক্বীহ হতে বলা

হয়েছে, আর ফক্বীহ হওয়ার জন্য প্রয়োজন অধিক মুতালাআ আর অধ্যায়ন। গুনাহ বর্জন এবং কোন আল্লাহওয়ালার হাতে নিজেকে মিটানো। ইমামে আযম আবু হানিফা রহ., হযরত জাফর সাদেক রহ. এর দরবারে দু'বছর পড়ে ছিলেন। তিনি নিজেই বলতেন, لو لا السنتان لهلك النعمان যদি দুই বছর না হতো তাহলে আবু হানিফা নুমান ধ্বংস হয়ে যেত। এজন্য আলেম নয়, ফক্বীহ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

১৬. কারো দুনিয়ার স্বার্থে ব্যবহৃত হওয়া যাবে না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম একদিন ছাত্রদেরকে লক্ষ করে বললেন, কোন আলেমের উচিৎ না যে, সে কারো দুনিয়ার স্বার্থে ব্যবহৃত হবে। তাহলে দীনের বড় ক্ষতি হবে এবং সে সবার দৃষ্টিতে হেয় প্রতিপন্ন হবে। আমাকে অনেকেই নিজেদের দুনিয়ার হীন স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছে কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে আমি তাদের স্বার্থ হাসিলের পিছনে ব্যবহৃত হইনি বিধায় আমাকে অনেক জায়গা থেকে বের হতে হয়েছে। সাময়িক কিছু পেরেশানি হয়েছে কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার উত্তম প্রতিদানও দিয়েছেন। আমি বিল্ডিংয়ে বসে বুখারী পড়িয়েছি এখনও টিনশেডে ঝুপড়িতে বুখারী পড়াই। দু'সময়ের দীনের বিষয়গুলি স্পষ্ট ও ইনশিরাহ হওয়ার মাঝে পার্থক্য আছে। তখনের চেয়ে এখন ইলমের গভীরতা বেশি অনুভত হয়। এজন্য কারো দুনিয়ার স্বার্থে ব্যবহৃত হয়ো না। তোমার কোন ক্ষতি হবে না।

১৭. লৌকিকতা পরিহার করতে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, উলামাদের একটি মন্দ অভ্যাস হলো, কোন বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তার জানা না থাকলে পেচিয়ে উত্তর দেয়। সে যে জানে না

তা স্বীকার করতে রাজি হয় না। লৌকিকতা বসত ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বলা মহিলাদের স্বভাব। অনেক সময় নিজের ইজ্জত রক্ষার্থে জেনে বুঝে ভুল মাসআলা বলে দেয়। প্রকৃত আলেম সে, যে নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করে। যে দাবি করে আমি সবকিছুই জানি, সে কিছুই জানে না। একজনের পক্ষে সকল বিষয় জানাও সম্ভব না। তথাপি এ লৌকিকতার কোন অর্থ নেই। লৌকিকতা পরিহার করতে হবে।

১৮. সুর দিয়ে ওয়াজ করা ঠিক না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, উলামায়েকেরাম উম্মতের আধ্যাত্মিক ডাক্তার। ডাক্তারের দায়িত্ব রোগ নিরাময়ের জন্য তিক্ত মিষ্টি সব ধরনের ঔষধ দিবে। এবং কিভাবে খেতে হবে, কি পরিমাণ খেতে হবে, তা সুন্দরভাবে রোগীকে বুঝিয়ে বলবে। এখন যদি কোন ডাক্তার এসব কিছু সুর দিয়ে বুঝায় তাহলে লোকেরা তাকে পাগল বলবে এবং লোকজনের কথা বুঝতেও কষ্ট হবে। ঠিক তদ্রুপ উলামায়েকেরাম বয়ান করার সময় সুর দিয়ে কথা বললে কথা সুন্দরভাবে স্পষ্ট করে বুঝানো সম্ভব হয় না। এজন্য উলামায়েকেরাম সুর দিয়ে ওয়াজ ও বয়ান করবেন না।

১৯. এক মিনিটের মুহতামিম

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম একদিন দারুল হাদীসে বুখারী শরীফের দরস প্রদানের সময় বললেন, তোমরা আগামিতে ফারেগ হয়ে যাবে। আমি তোমাদেরকে এক মিনিটে মোহতামীম বানিয়ে দিব। যা আমার অর্জন করতে চল্লিশ বছর লেগেছে। হযরতওয়ালা বললেন, মোহতামিম পাঁচটি কাজ করবে।

১. আগামী একমাসে তার সম্ভাব্য কতগুলি কাজ তা নোট করবে।

২. উস্তাদের মাঝে প্রত্যেকের উপযোগী কাজ তাকে ভাগ করে দিবে।

৩. কাজ ঠিক মত আদায় করছে কি না খোঁজ খবর নিবে। কারণ মানুষের স্বভাব একবার একটি কাজ করতে বললে করে না, বারবার বলতে হয়। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা একই আয়াত বারবার বলেছেন।

৪. যে কাজ হয়ে যাবে তা নোট বুক থেকে কাটতে হবে এবং প্রতিদিন যে সকল নতুন কাজ তার যেহেনে আসবে তা নোট করবে।

৫. যে উস্তাদ এক কাজ থেকে ফারেগ হবে, তাকে আরেক কাজ দিতে হবে।

২০. আলেম হয়েও ইলম শিখতে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ইলম শিখতে হবে সর্বাবস্থায়। ছোট থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত ইলম শিখতে হবে। এমনকি ইলম শিখে সামাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হয়েও ইলম শিখতে হবে। নিজের ছোট, সমবয়সী, বড় সকলের থেকে যতক্ষন ইলম না শিখবে ততক্ষন তার ইলম পূর্ণ হবে না। আমি প্রধান মুফতী হয়েও ইফতার ছাত্রদের থেকে ইলম শিখি।

২১. আলেমগণ সবকিছু ইসলাহী নজরে দেখবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, তোমরা কোন কিছুই ছরছরি ভাবে দেখবে না। বরং কুরআন-হাদীসের আলোকে গভীর দৃষ্টিতে সবকিছু অবলোকন করবে। কোথাও منكر (অপ্রিতিকর) কিছু দৃষ্টিগোচর হলে তার ইসলাহ ও সংশোধনের চেষ্টা করবে।

২২. ভুল না বলে, দলীল চাও

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব দামাত বারাকাতুহুম আলেমদেরকে লক্ষ করে বলেন, শুরুতেই কারো ভুল ধরে বসবে না। কারো আমলকে ভুল বলে আখ্যায়িত করবে না। বরং প্রথমে বলো "ভাই আপনি যে আমলটি করছেন তার দলীল কী? আমার তো জানা নেই। বলে দিলে উপকৃত হতাম।" যদি সে সহীহ ও উপযুক্ত দলীল পেশ করতে পারে তবে তো ভাল। আর যদি সত্যিই তার ভুল হয় এবং দলীল পেশ করতে না পারে, তবে এবার তুমি তোমার কের্দারী দেখাও।

২৩. ইলমে ওহীর ধারক বাহক! কেমন হবে তোমার চলন বিধি?

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ওহী অনেক ওজনদার ও ভারী জিনিস। তাই ইলমে ওহীর ধারক বাহককে এর শান বজায় রেখে চলতে হবে। সর্বদা ভাব গাম্ভির্যের সঙ্গে থাকতে হবে। হালকা- হাস্যকর কাজ থেকেও বিরত থাকতে হবে।

২৪. উলামাদের উপর জনসাধারনের হক্ব

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, জনসাধারন যেমনভাবে সাহায্য- সহযোগীতার মাধ্যমে দ্বীনি মাদারেসগুলো টিকিয়ে রাখার যিম্মাদারী পালন করে যাচ্ছে। তদ্রুপ মাদরাসা- পরিচালকবৃন্দ, উলামাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো, জনসাধারনের ঈমান ও আমলের প্রতি লক্ষ্য রাখা। তাদের দ্বীনী প্রয়োজন পূর্ণ করার চেষ্টা করা।

২৫. আরবী ভাষা ও সাহিত্য কখন শিখাবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, নাহুশাস্ত্র পড়ার পূর্বেই আরবী ভাষা ও সাহিত্য পড়াতে হবে। যদি ভাষা ও সাহিত্য না শিখে, শুরুতেই নাহু পড়ানো হয় তবে এটা ছাত্রদের উপর শুকনো জায়গায় সাঁতার শেখানোর মতই হবে।

TOP

২৬. ছাত্র গড়তে হলে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কোন মুদাররিস যদি মুজতাহিদ না হয়, কখনই সে ছাত্র গড়তে পারবে না।

২৭. ভিজা বিড়াল ছিলেন না নবীগন

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, যার কোন বিষয়ের প্রতি খেয়াল নেই তাকে ভিজা বেড়াল বলে। দুনিয়ায় যা ঘটে যায় কিছুই খবর রাখে না। এর মধ্যে কোন ফায়দা নেই। কোন নবীই এমন ছিলেন না। উলামাদের উচিৎ তাদের ওয়ারিশ হিসাবে সবকিছুর প্রতি খেয়াল রাখবে। এবং সে অনুসারে কাজ করবে।

২৮. ইলম ও তাকাব্বুর

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সম্পদ ও ইলম আল্লাহর বড় দুটি নি'আমত। সম্পদের কারণে যেমন তাকাব্বুর তৈরী হয়, তেমনি ইলম এর দ্বারাও তাকাব্বুর সৃষ্টি হয়। বরং সম্পদের চেয়ে ইলমের তাকাব্বুর আরো বেশি। কেননা সম্পদের তো কোন স্থায়িত্ব নেই। কিন্তু ইলম তো স্থায়ী সম্পদ। তাই প্রত্যেক আলেমের জন্যই শায়েখের সুহবাতে গিয়ে নফস এর ইসলাহ করা একান্ত জরুরী।

২৯. নাযেরা-মকতব ও হিফজ খানায় এক জন করে মুফতী আবশ্যক

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ফাতাওয়ায়ে শামীতে বলা হয়েছে, مروا اولادكم باليد لا بالخشب লাঠি দ্বারা

নাবালেক সন্তানকে প্রহার করা পিতার জন্য জায়েজ নেই। আর উস্তাদের জন্য পিটিয়ে ব্যাত ভাঙ্গার তো কোন প্রশ্নই উঠেনা। অথচ বাপ উস্তাদ ভাগকরে নেয় যে, হুজুর! গোশ্ত আপনার আর হাড্ডি আমার। এটা কীভাবে সহীহ হয়! ভাগ করার এই অধিকার তাকে কে দিলো। তাই বলি, প্রত্যেক নাযেরা, মকতব ও হিফজ খানায় একজন করে মুফতী থাকা আবশ্যক।

৩০. আলেমদের মৌন সমর্থন শরী'আতের দলীল নয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কোন বড় আলেমের মৌন সমর্থন শরী'আতের দলীল ও হুজ্জত নয়। একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৌন সমর্থনই হুজ্জাত ও দলীল হিসেবে গ্রহিত হবে। কিন্তু সাধারন মানুষ এগুলো না জেনে আলেমদের মৌনতাকেও দলীল মনে করে। বলতে থাকে অমুক বড় আলেমের সামনে এ কাজ করলাম তিনি তো কিছুই বললেন না। সুতরাং আলেমের জন্য কোন শরী'আত গর্হিত কাজ দেখে চুপ থাকা অনুচিৎ। সঙ্গে সঙ্গে সঠিক মাসআলা বলতে হবে।

৩১. তিলাওয়াত সহী হতে হবে

একবার এক মাওলানা সাহেব নতুন এক মাদরাসা বানানোর পর হযরতের নিকট দু' আর জন্য আসলেন। হযরতওয়ালা মাওলানা সাহেবকে কিরা'আতের ব্যাপারে খুব বেশী যত্নশীল হতে বললেন। এবং ভালো কিরা'আত কোথায় শিখাচ্ছে ঐ ঠিকানাও দিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, বাতি জ্বালিয়েছ ভালো কথা কিন্তু আলো তো সঠিক দিতে হবে। সহী শুদ্ধ তিলাওয়াত শিখাতে হবে।

৩২. আসল মুফতী সাহেবের অহংকার থাকে না

একবার হযরতওয়ালা মাদরাসার ইফতা বিভাগের ছাত্রদেরকে রোযার একটি মাসআলা তাহকীক করার জন্য বলেছিলেন। ২ দিন

পর হযরত মাদরাসায় এসে ছাত্রদেরকে ডেকে বললেন, তোমাদেরকে যে তাহকীক করতে বলা হয়েছিল তার রেজাল্ট কী? কিছু পেয়েছ? ছাত্রদের একজন ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর রেফারেন্সে একটি উত্তর দিলেন। আরেকজন আলকামা রহ. এর রেফারেন্সে উত্তর দিলেন। কিন্তু উভয়ের উত্তর পরিপূর্ণ ছিল না। তাই হযরত আবার তাদের তাহকীক করতে বললেন। তারপর হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কোন হক্কানী মুফতীর অহংকার থাকতে পারে না, কেননা প্রতিদিন-ই তার নিজের ব্যাপারে ২/১ বার এই ইলম হাসিল হয় যে সে আসলে জাহেল। বহু মাসাইল এমন থাকে যা তার ইলমের বাহিরে। নিজেকে সে তখন জাহেল হিসেবে পান। তাই তার অহংকার থাকার কথা না।

৩৩. রাহমান নামের বিনিময়

হযরত একবার কুরআনের সবক শুরু করার আগে একটা দু' আ করলেন যার শেষে ছিল ইয়া রাহমান। হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ তাঁর প্রত্যেক নামের বিনিময় বান্দাকে কিছু দেন। গাফফার নামের কারণে মাফ করেন, সাত্তার নামের কারণে দোষ গোপন করেন, ঠিক তেমনি, রাহমান নামের বরকতে কুরআন দেন। দলিল হলো, الرَّحْمَنُ , عَلَّمَ الْقُرْآنَ। সুতরাং যিনি মু' আল্লিম হবেন তাঁর মধ্যে রাহমান নামের সিফাত অর্থাৎ দয়া মায়া থাকতে হবে। সূরা ফাতিহাতে আল্লাহ তা'আলার চারটি গুণবাচক নাম উল্লেখ করা হয়েছে, এর মধ্যে সাড়ে তিনটা দয়ার মাঝেই আর অর্ধেকটা হলো রাগ- ঢাক।

৩৪. টর্চ নয় পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় হতে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, উলামাদের দায়িত্ব জনগণের ময়দানে নেমে জনগণকে সচেতন করা। উলামাদেরকে হাদীসে চাঁদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। পূর্ণিমার চাঁদ সব জায়গায় আলো দেয়। কিন্তু টর্চ লাইট কেবল একদিকে আলো

দেয়। শুধু মসজিদ বা মাদরাসা নিয়ে থাকা টর্চ এর মত। অন্য এক হাদীসে উলামাদেরকে মুষলধারে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে। যার অর্থ বিনা দাওয়াতে জনগণের কাছে দীন নিয়ে যাওয়া। চাই তারা আমাদের যাওয়াকে পছন্দ করুক বা না করুক। আল্লাহ বলেন, উলামাদেরকে আমি কুরআনের নূর দান করেছি, সুন্নতের নূর দান করেছি। এটা উলামাদের জন্য জরুরী যে, তারা ঐ নূর দিয়ে জনগণকে বুঝাবে। সালাম, মুসাফাহা, মসজিদের সুন্নাত, দীনের সমস্ত জরুরী মাসাইল ইত্যাদি প্রতিটি জিনিস জনগণকে শিখানো উলামাদের কাজ।

৩৫. ইজ্জত রক্ষা করা জরুরী

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের এমন অনেক জায়েয কাজও ছেড়ে দেয়া জরুরী হয়ে পড়ে যখন নিজের ইজ্জতের উপর হামলা আসে। ইজ্জত নষ্ট হয়ে গেলে দীনের কোন কাজ করা যায় না। দীনের কাজ করতে হলে তাকে অবশ্যই তার ইজ্জতের হেফাজত করতে হবে।

৩৬. উলামাদের সচেতনতা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, উলামাদের কাজ হলো প্রতিটি কাজ কুরআন এবং হাদীসের সাথে মিলানো। ভুল কোন কিছু পেলে অন্যান্য উলামাদের সাথে পরামর্শ করে এলান করা।

৩৭. উলামাদের মাকসাদ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, শুধু বেতন নেয়া, কিছু ছাত্রকে পড়িয়ে দেয়া আমাদের যিন্দেগীর মাকসাদ বা উদ্দেশ্য না। আমাদের মাকসাদতো অন্যকে তালীম

দেয়ার সাথে সাথে নিজে গুনাহমুক্ত থাকা এবং তা‘ আল্লুক মা‘ আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করা ইত্যাদি।

৩৮. মু‘ আল্লিমের দায়িত্ব

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন,

১. প্রথম দায়িত্ব নিজের ইসলাহ।

২. দ্বিতীয় দায়িত্ব ছাত্রদের তালীম তরবিয়্যত। তাদেরকে নায়েবে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বানানো।

৩. সাধারণদের ফরযে আইন পরিমাণ ইলম শিক্ষা দেয়া।

রাজনীতি

১. জমানার ফেরাউন

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, গণতন্ত্রের তাবেদার যারা তারা হলো বর্তমান যমানার ফেরাউন। এরা মানুষকে শুধু কষ্ট দেয় না বরং এরা মানুষকে উধাও করে ফেলে। গণতন্ত্রের থিউরি দিয়ে প্রাইমারী স্কুল ও চলবে না। যেহেতু গণতন্ত্রে জনগণের রায়ে (ভোটে) সব যায়গায় সবকিছু নির্বাচন করা হয় সেহেতু স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। আর তখন কোন গাধাকে ভোট দিলে গাধাই হবে স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

২. ভর সইতে পারে না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মানুষ চার ইঞ্চি দাঁড়ির ভর সহ্য করতে পারে না, একটা টুপির ভর সহ্য করতে পারে না, তাহলে কিভাবে সে দেশের ক্ষমতার ভর সহ্য করতে পারবে। যমীন, গুনাহের ভর সহ্য করতে পারে না বলেই ভূমিকম্প হয়। এ লোক দিয়ে দেশের ক্ষমতা আর কী চলবে??

৩. স্বার্থান্বেষী আলেমই সাহায্য করে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হার যমানায় দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা নিজের গদি রক্ষার জন্য আলেমদের মুখাপেক্ষী হয়েছে। কিন্তু যারা হকের উপর ছিল তারা কখনো রাষ্ট্র-প্রধানের সাহায্য করেন নাই। কিছু স্বার্থান্বেষী আলেম এদের সাহায্য করতো। হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কোন মুসলমানের জন্য এমন কাজ করা জায়েয নাই যার দ্বারা তার ইজ্জত নষ্ট হয়।

৪. বিভক্ত মুসলমান

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ইসলামের থিউরী হলো দেশ একটা থাকবে কিন্তু প্রদেশ হবে ভিন্ন ভিন্ন। বর্তমানে তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মুসলমান টুকরো- টুকরো হয়ে আছে। কিন্তু কাফেররা মুসলমানের থিউরীতে আছে। সকলে মিলে জোট বেধেঁছে।

৫. গণতন্ত্র নামক ধর্ম

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ডাক্তার যেমন রোগীকে তিক্ত স্বাদের ঔষধ এবং দুর্গন্ধ যুক্ত ঔষধ রোগীকে ক্যাপসুলের মোড়কে ভরে খাওয়ায় এবং রোগী একাই খেয়ে ফেলে। ঠিক তেমনি গণতন্ত্রের কর্ণধাররা গণতন্ত্র নামক ধর্মটা, ধর্ম নাম না দেয়াতে খুব সহজে সবাই মেনে নিচ্ছে। রোগীর নিজে ক্যাপসুল খাওয়ার মত আমরাও নিজেরাই গণতন্ত্রের অনুসারী হচ্ছি। ধর্ম নাম দিলেই সবাই বুঝে ফেলতো। প্রশ্ন করতো সবাই, এটা আবার কোন ধর্ম। এই ধর্ম মানতে গেলে আমার ধর্ম থাকবে কিনা। কাজেই তারা এটাকে ধর্ম নাম না দিয়ে নাম দিল গণতন্ত্র বা Democracy.

৬. গণতন্ত্রের সৃষ্টির কারণ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, গণতন্ত্রে মাথা গোনা হয়, ঘিলু অর্থাৎ মেধা বা জ্ঞান গোনা হয় না অর্থাৎ মূর্খ লোকের মতের মূল্য আর জ্ঞানী লোকের মতের মূল্য একই ধরা হয়। এটা হবুচন্দ্র আর গবুচন্দ্রের দেশের মত। ঘি আর তেলের দাম এক। হযরতওয়ালা আরো বলেন, গণতন্ত্র বানানো হয়েছে ইসলাম ধর্ম ধ্বংস করার জন্য। বিষ খাওয়ানোর দ্বারা যেমন রোগী সুস্থ না হয়ে মারা যায়, ঠিক তেমনি গণতন্ত্র দিয়ে ইসলাম যিন্দা হবে না বরং ইসলাম ধ্বংস হবে।

৭. গণতন্ত্র একটা ধর্ম

বাদশাহ আকবর একটা ধর্ম বানিয়েছিল, যার নাম দিয়ে ছিল দীনী ইলাহী। সে চাচ্ছিল ঐ ধর্ম দিয়ে হিন্দু- মুসলমানকে এক করা হবে। কিন্তু বাস্তবে মুসলমানকে হিন্দু বানানো হয়েছিলো। সে নিজেও বেঈমান হয়েছিল। মূর্তি পূজা করতো। অথচ এক যমানায় সে তাহাজ্জুদ পড়তো। আরেক যমানায় মূর্তি পূজক হয়ে গিয়েছিল। কাফের হয়ে মারা গেছে। গণতন্ত্রের কর্ণধাররা দেখলো ধর্ম নাম দেয়ার কারণে বাদশা আকবরেরটা চলে নি। গণতন্ত্রের ধারক বাহকরা চালাকী করে তারা গণতন্ত্র নামক কোন ধর্ম নাম দেয় নি। এ জন্য গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হওয়া যাবে না।

৮. মূর্খ লোকের দাবী

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কিছু মূর্খ লোক বলে কুরআনের তো সব মানি ২/৪ টা না মানলে কি হবে। অথচ কুরআনের ১টা কথা না মানলে কাফের হয়ে যেতে হয়। কিছু নেতা আছে যারা তাদের থেকে বড় অর্থাৎ উপরের নেতাদের আল্লাহর উপরে বা আল্লাহর থেকেও বড় মনে করে, আর সংবিধানকে কুরআনের উপরে বা কুরআন থেকেও বড় মনে করে। অথচ এরা নিজেদের মুসলমান দাবী করে।

৯. বলদের কাছে দুধ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ইসলাম তাঁর নিজস্ব তরীকায় কায়েম হবে। আমাদের বুঝমত হবে না। আল্লাহ বলেন, কুরআন- সুন্নাহ মুতাবিক চলো আমি তোমাদের যমীনের রাজত্ব দান করবো। মিটিং মিছিল দিয়ে ইসলাম কায়েম করতে চাওয়া আর বলদের কাছে দুধ চাওয়া এক কথা।

১০. গণতন্ত্রের উম্মত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ইহুদী- খ্রিষ্টানদের সম্মিলিত ধর্ম- গণতন্ত্র। যারা মনে প্রাণে গণতন্ত্র মানে তারা এই ধর্মের উম্মত। মানগত দিক দিয়ে গণতন্ত্রের চেয়ে ভাল স্বৈরতন্ত্র, আর তার চেয়ে ভাল রাজতন্ত্র, এবং সবচেয়ে বেশী ভালো শুরাতন্ত্র অর্থাৎ ইসলামী তরীকা।

১১. সাহাবাদের দোষ চর্চার পরিণাম ভয়াবহ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, নবী ও সাহাবীদের দোষচর্চা করা অভিশাপ ও লানতের কারণ। যারা সাহাবীদের সাথে বেয়াদবী করে, তাদের দোষ চর্চা করে, তাদের পরিণাম ভয়াবহ। বর্তমানে জামাতে ইসলামের এ নির্মম পরিণতি এরই ফল। বহুদিন পর এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। আল্লাহ তা'আলা তাওবার সুযোগ দিয়েছিলেন, হক্কানী উলামায়ে কেরামও বুঝিয়েছেন, কিন্তু তারা তাদের গুরুর মতাদর্শ থেকে ফেরেনি, সংশোধন হয়নি। তাই আজ তাদের এই পরিণতি।

১২. কুফুরীতন্ত্রের প্রচার করা হারাম

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র সবই কুফুরী তন্ত্র। উভয়টির মূল বক্তব্য হলো

জনগণই ক্ষমতার উৎস। অথচ ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। এজন্য শরী'আতের দৃষ্টিতে এসকল কুফুরী তন্ত্রের প্রচার করাও হারাম।

১৩. নাস্তিকতাই সমাজতন্ত্রের ভিত্তি

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সমাজতন্ত্রের ভিত্তিই হলো ধর্মদ্রোহীতা ও আল্লাহকে অস্বীকার করা। তাদের বুনিয়াদ হলো নাস্তিকতা। ব্যবসা বানিজ্য লেনদেন হালাল-হারাম, মেনে করতে গেলে অবাধ উপার্জনের পথ রুদ্ধ হয়। এ জন্য সমাজতন্ত্র চায় ইসলামকে মিটিয়ে দিতে। যেন তাদের পথে বাধা না থাকে।

১৪. গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতি সঠিক নয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, গণতন্ত্রে চামার, মুচি, মেথর, রিকশাওয়ালা, ঝাড়ুদার, শিক্ষিত- অশিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী সকলের ভোটের মূল্য এক। বুদ্ধিমান জ্ঞানী হিসেবে তার পরামর্শ বা ভোটের কোন আলাদা মুল্যায়ন নেই। ইসলামের শিক্ষা হলো আলেম, জ্ঞানী, দীনদার, আমানতদার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি বর্গের পরামর্শ অগ্রগন্য হবে। তাদের পরামর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রধান হতে নিম্নস্তর পর্যন্ত শাসন কার্যে যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচিত হবে। আর গণতন্ত্রের নিয়ম হলো যদি কোন পাগলও প্রার্থী হয় আর সকলে মিলে তাকে ভোট দিয়ে পাশ করিয়ে দেয় সেই হবে রাষ্ট্রপ্রধান। সুষ্ঠরাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এটা কোন নিয়মনীতি হতে পারে না। গণতন্ত্রের নির্বাচন পদ্ধতি ভুল।

১৫. মালাউনদের থেকে দূরে থাকতে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, জামাতে ইসলামী, আম্বিয়ায়েকেরাম ও সাহাবায়েকেরামদের দোষচর্চা করে লানতের অধিকারী হয়েছে। তারা যেখানে যাবে সেখানেই অভিশপ্ত থাকবে। যারা তাদের সাথে মিলে সফলতা অর্জন করতে চায়, তারা কোনদিনও সফল হবে না। সফল হওয়ার জন্য তাদের থেকে পৃথক হতে হবে। তাদের সাথে মিলে নির্বাচন করা বোকামী হবে।

১৬. ইসলামী রাজনীতি সকলের জন্য আবশ্যক

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ইসলামী রাজনীতি করা সকল মুসলমানের জন্য আবশ্যক, আর ইসলামী রাজনীতি হলো মানুষের ঈমান আমলকে সুন্নত অনুযায়ী করা। সুন্নত অনুযায়ী জীবন গড়া। আর এই ইসলামী রাজনীতির কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে দাওয়াত, তাবলীগ ও দাওয়াতুল হক্ব। এজন্য সকলের তাবলীগ ও দাওয়াতুল হক্বের মেহনত করা জরুরী।

১৭. ঐক্যের নামে অনৈক্য

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ইসলামী রাজনীতির নামে একেক জন একেক দল প্রতিষ্ঠা করছে। সকলের মুখে একই দাবি, একই স্লোগান, ঐক্যবদ্ধ ভাবে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। আয়াতও সকলে একই পড়ছে, اعتصموا بحبل الله (আল্লাহর রুজ্জু আকড়ে ধর)। সকলে ঐক্যের নামে উম্মতকে টুকরা টুকরা করছে। নিজের স্বার্থ অর্জনের উদ্দেশ্যে এভাবে উম্মতকে টুকরা টুকরা করার অধিকার তারা কোথায় পেলো। তারা সম্পূর্ণ হারাম কাজ করছে। এভাবে কষ্মিনকালেও ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না।

১৮. রাজনীতির পূর্বে আত্মশুদ্ধি আবশ্যক

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বর্তমান রাজনীতি, রাজনীতি নেই। একনিষ্ঠ আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা করা প্রাথমিক পর্যায়ে উদ্দেশ্য হলেও ময়দানে কালো টাকার ছড়াছড়ি এবং পদের মোহ তাকে স্থীর থাকতে দেয় না। এজন্য প্রয়োজন আত্মশুদ্ধি। তখন নিজের মত প্রতিষ্ঠার চিন্তা বাদ দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে। অন্যথায় ইসলামের লেভেলে নিজের গাড়ি বাড়ি হবে।

১৯. প্রথমে রাষ্ট্র নয়, ব্যক্তি গঠন করতে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, প্রথমে রাষ্ট্র গঠন, পরে ব্যক্তি গঠন, এটা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রিয় পর্যায়ে ইসলামকে টিকিয়ে রাখতে হলে ব্যক্তি পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর এটা রাজনীতির মাধ্যমে সম্ভব নয়। যদি রাজনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্র পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় আর ব্যক্তি পর্যায়ে ইসলাম না থাকে, সে রাষ্ট্র স্থায়ী হবে না। স্পেনে, আফ্রিকায় রাষ্ট্রিয় পর্যায়ে ইসলাম ছিল কিন্তু ব্যক্তি পর্যায়ে ইসলাম ছিল না। আটশত বছর শাসন করার পরও তা ছাড়তে হয়েছে। এজন্য প্রয়োজন ব্যক্তি গঠন। আর ব্যক্তি গঠন হবে তাবলীগ ও দাওয়াতুল হক্বের মাধ্যমে।

২০. নিজের নিরাপত্তা নেই, অন্যের নিরাপত্তা কী করে দিবে?

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, গণতন্ত্রের রাষ্ট্র প্রধানের নিরাপত্তার জন্য লোক প্রয়োজন। কিন্তু ইসলামী খলীফার নিরাপত্তা বাহিনী প্রয়োজন হয় না। যার নিজেরই নিরাপত্তা নেই, সে জনগনকে কী করে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে পারে?

২১. গনতন্ত্র কুফুরীতন্ত্র

একবার হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুমের কাছে সংবাদ এলো যে, জনৈক আলেম বলেছে, মুফতী সাহেব যে বলেন, গণতন্ত্র কুফুরীতন্ত্র এই যুগে এ কথাটা চলবে না। কারণ জরুরতের সময় অনেক অবৈধ বিষয়ও বৈধ হয়ে যায়। যেমন: কোন মহিলা যদি এক্সিডেন্ট করে তখন সাহায্যের জন্য হাত ধরা, গায়ে হাত দেওয়া কেবল বৈধই নয় বরং জরুরী। একথার উত্তরে মুফতী সাহেব হুজুর বলেন, "অল্পবিদ্যা ভয়ংকর" যে প্রবাদ বাক্য আছে এটা তারই একটা জলন্ত প্রমাণ। কেননা গণতন্ত্র এর বিষয়টি আকাঈদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আকাঈদের উপর আমলকে কিয়াস করা যাবে না। আর জরুরতের কারণে অনেক অবৈধ জিনিষ বৈধ হওয়া আমলের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অতএব জরুরতের কারণে এখন গণতন্ত্র বৈধ হয়ে যাবে, এটি সম্পূর্ন একটি ভুল ও মনগড়া বক্তব্য।

ব্রিটিশের আগ্রাসন

১. মানুষের কল্যাণে শিক্ষা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ- বান্দার ভাল চান বলেই দীন শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা স্বরূপ নবী- রাসূল (আ.) পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানে দীন শিক্ষার ব্যবস্থা দেশের সরকার যেমন করছে না, জনগণও এর গুরত্ব দিচ্ছে না। কাফের মুশরিকের শিক্ষা পেয়ে চীজ- আসবাবকে দামী বানাচ্ছে বটে কিন্তু নিজের অঙ্গ- প্রতঙ্গকে নাপাক করে দিচ্ছে। এই জন্যই সারাদিন শুধু গুনাহের চিন্তা আর অন্যের ক্ষতি করার চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। হাদীসে আসছে- " ঐ ব্যক্তি সর্ব উত্তম যার দ্বারা মানুষের সবচেয়ে বেশী কল্যাণ হয়।

২. যত বড় যাহেল তত বড় ডিগ্রী

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বর্তমানে ব্রিটিশ শাসনের কারণে যতো- বড় জাহেল তৈরি হচ্ছে ততো- বড় ডিগ্রী দেয়া হচ্ছে। কমার্স এর শিক্ষা হলোঃ সুদ। যার ফলাফল হলো আল্লাহর সাথে যুদ্ধ করার জন্য কাতার তৈরি করা। যুক্তি বিদ্যা পড়ে শিক্ষা নিচ্ছেঃ ‘ সর্বকালের সত্য বলে কিছু নেই’ । এমন কী ইসলামিক স্টাডিজ পড়েও সাহাবী বিদ্বেষী হয়ে নিজের ঈমানের ক্ষতি করছে।

৩. সহ- শিক্ষার ফল

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, নেগেটিভ আর পজেটিভ তারের মধ্যে একটা প্রলেপ বা আবরণ আছে যার কারণে লাইটের আলো জ্বলছে। এর দ্বারা কোন দুর্ঘটনা ঘটছে না। যদি ঐ প্রলেপ বা আবরণ না থাকতো, তাহলে আলো জ্বলা তো দূরের কথা উপরন্তু দুর্ঘটনা হতো। ঠিক তেমনি সহ শিক্ষার কারণে যেহেতু ছেলে মেয়ের মধ্যে কোন পর্দা থাকছে না তাই ইভটিজিং, অবৈধ প্রেম- ভালোবাসা আর ধর্ষণের মত হাজারো দুর্ঘটনা ঘটছে।

৪. নবীর দু‘ আ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কোন নবী আ. মাল বাড়ানোর জন্য কখনো দু‘ আ করেন নি বরং মালে যেন বরকত হয় এই জন্য দু‘ আ করেছেন। আর সবসময় ইলম বাড়ানোর জন্য দু‘ আ করেছেন। ইলম হলো স্থায়ী নিয়ামত আর সম্পদ হলো অস্থায়ী নিয়ামত, এই আছে এই নাই। এ জন্য স্থায়ী জিনিসের দু‘আ করতে হবে।

৫. এনজিওদের জুলুম

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বড়শি দিয়ে মাছ ধরতে গেলে মাছ যখন বড়শির আদার মুখে নেয়, তখন বড়শিওয়ালা একটু ঢিল দেয় তারপর হঠাৎ জোরে এক টান

TOP

দেয় আর ওমনি মাছ বড়শিতে আটকে যায়। ঠিক তেমনি এনজিওরা প্রথমে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কথা বলে লোন বা ঋণ দেয়। আগের লোন বা ঋণ ফেরত দিতে না পারলে আবার লোন বা ঋণ দেয়। এভাবে বড়শিওয়ালার ঢিল দেয়ার মতই পাবলিককে লোন বা ঋণ দেয়। তারপর বড়শিওয়ালার হঠাৎ জোরে টান দেয়ার মত সমস্ত লোন বা ঋণ ফেরত দিতে বলে। যখন সে অপারগ হয়ে যায় তখন তার বাড়ি ঘর সব নিয়ে নিতে চায়। যদি বেচারা কাকুতি মিনতি করে তখন তাকে খ্রিষ্টান হতে বলে। এভাবে অনেক মুসলমান এনজিওদের জুলুমের শিকার হয়ে খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছে।

৬. দু‘ আ করলে লাভ হবে না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কেউ যদি তেঁতুল গাছ লাগিয়ে কোন বড় হুজুরের কাছে গিয়ে ঐ গাছ থেকে মিষ্টি আম পাওয়ার জন্য দু‘ আ করাতে চায় তাহলে প্রথমতোঃ ঐ হুজুর দু‘ আ করবেন না। কারণ ঐ হুজুর এই ব্যক্তির মতো বেকুব না। আর দ্বিতীয়তঃ তিনি করলেও কোন লাভ হবে না। ঠিক তেমনি ব্রিটিশ শিক্ষায় শিক্ষিতরা, কাফেরদের অনুসরণ করে, যে আযাব আল্লাহর নিকট থেকে টেনে আনছে, তা দূর করার জন্য কোন হুজুর দু‘ আ করবেন না, করলেও কোন লাভ হবে না।

৭. ব্রিটিশ শিক্ষার সর্ব উচ্চ সফলতা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ব্রিটিশ শিক্ষার কারণে মানুষ আজ অমানুষে পরিণত হচ্ছে। আর এই শিক্ষার সর্বোচ্চ সফলতা হলো কিছু উপকারী আসবাব বা সামান তৈরি হয়েছে বা হচ্ছে। অপরদিকে মাদরাসা শিক্ষার দ্বারা অমানুষ মানুষে পরিনত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, যে সমস্ত বাচ্চারা অভাবের কারণে খারাপ হওয়ার আশঙ্কা থাকে, মাদরাসার বরকতে আল্লাহ তাদেরকে সর্বোত্তম মানুষে পরিনত করেন।

৮. ধর্ম বিমুখ সিলেবাস

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ব্রিটিশ সিলেবাসের কুলকে কুল ধর্ম বিমুখতার শিক্ষা দিচ্ছে। ইসলাম যা করতে বলেছে, ব্রিটিশ সিলেবাস তা করতে নিষেধ করেছে। কুরআন- হাদীসে যে লোভ লালসাকে কনট্রোল করতে বলা হয়েছে ইংরেজদের সিলেবাসে ঐ লোভ লালসা বৃদ্ধির তালীম দিচ্ছে।

৯. যুক্তি দিয়ে ইসলাম বুঝা যায় না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ব্রিটিশদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে মুসলমানরাও যুক্তি দিয়ে ইসলাম বুঝতে চায়। যুক্তি দিয়ে ইসলাম বুঝা যায় না। ইসলাম বুঝতে হবে মুহাব্বত দিয়ে। মুহাব্বত দিয়ে মানার নাম ইসলাম। যেমন: বাইতুল্লাহ্ শরীফে নামায পড়লে এক রাকা'আতে এক লক্ষ রাকা'আতের সাওয়াব পাওয়া যায়। কিন্তু ৮ই যিলহজ্ব মিনায়, ৯ই যিলহজ্ব তারিখ রাতে মুযদালিফায়, ১০ তারিখ হতে ১৩ তারিখ পর্যন্ত পুনরায় মিনায় অবস্থান করা আল্লাহর নির্দেশ। এখন আল্লাহর নির্দেশের মুহাব্বতে এখানেই থাকা বেশি সওয়াব। এ মূহুর্তে বাইতুল্লাহয় নামায পড়ার দ্বারা এক লক্ষ রাকা'আতের সাওয়াব পাওয়া যাবে না। এখানে বিবেক আর যুক্তির কাজ না। মুহাব্বতের কাজ। এ জন্য ইসলাম মানতে হবে মুহাব্বত দিয়ে।

১০. আল্লাহর থিউরী বাদ দিয়ে কারুনের থিউরী গ্রহণ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বিধর্মীদের পাল্লায় পড়ে বর্তমানে মুসলমানরাও আল্লাহর থিউরী ছেড়ে কারুনের থিউরী গ্রহণ করছে। কারুনের থিউরী হল হালাল হারামের বাচ- বিচার না করে জুলুম জবরদস্তি করে সম্পদ উপার্জন করা। নিজের জন্য সঞ্চয় করে কক্ষিগত করে রাখা, মানুষের জন্য আর

আল্লাহ ও তাঁর দীনের জন্য খরচ না করা। আর আল্লাহ তা'আলার থিউরী হলো বান্দাকে তিনি যে সম্পদ দান করবেন তা দীনের পথে ব্যয় করবে, দুঃখ দুর্দশাগ্রস্তদের সহায়তা করবে। তাহলে আল্লাহও তার সম্পদ বৃদ্ধি করে দিবেন। আল্লাহর থিউরী মানলে সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, আর কারুনের থিউরী দ্বারা সম্পদ ধ্বংস হবে।

১১. সকলেই ফটোগ্রাফার

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ইয়াহুদীরা প্রত্যেক মুসলমানকে ক্যামেরা মোবাইলের মাধ্যমে ফটোগ্রাফার বানিয়ে দিয়েছে। প্রাণীর ছবি তোলা হারাম। আগে ছবি তোলার জন্য কষ্ট করতে হতো, ষ্টুডিওতে যেতে হতো, টাকা খরচ করতে হতো। তখন হাতেগনা কজন ফটোগ্রাফার ছিল। আর এখন অন্ধকারে ঘরে বসেই ছবি তুলছে। গুনাহ করতে কষ্ট করতে হচ্ছে না। এখন সবাই ফটোগ্রাফার হয়ে গেছে। এজন্য ক্যামেরা মোবাইল না রাখাই উত্তম। বিশেষ করে হজ্বের সময়। যদি রাখতেই হয় তাহলে ক্যামেরার উপর পট্টি লাগিয়ে রাখবে যেন গুনাহ করতে ইচ্ছা হলেও বাঁচা যায়।

১২. ফেইসবুক প্রাণঘাতী বিষ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ফেইসবুক হলো সাম্মে কাতেল (প্রাণঘাতী বিষ)। এগুলির পিছনে পড়ে থাকলে অন্তরে বক্রতা সৃষ্টি হয়। তবীয়ত, স্বভাব- চরিত্র খারাপ হয়। হক্ব গ্রহণ করার যোগ্যতা বিলীন হয়ে যায়। এ জাতিয় সকল বিধ্বংসী জিনিসের সংশ্রব থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। এ কথাই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন, فطرة الله التى فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله (আল্লাহ প্রদত্ত ফিতরাতকে ধরে রাখা) অর্থাৎ হক্ব গ্রহণ করার যোগ্যতা নষ্ট করো না।

১৩. মোবাইল বাচ্চাদের হাতে দেয়াও অনুচিৎ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বাচ্চারা বিভিন্ন বাহানায় বিরক্ত করতে থাকে। তাদেরকে শান্ত করার জন্য মায়েরা তাদের হাতে মোবাইল তুলে দেয়। সাঁপ দেখে, ব্যাঁঙ দেখে, হাতি- ঘোড়া দেখে বাচ্চা শান্ত হয়। মা সাময়িক শান্তি পায়। কিন্তু এটা যে তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায় তা বুঝে না। ধীরে ধীরে সে মোবাইলের প্রেমিক হয়ে যায়। মোবাইল ছাড়া থাকতে পারে না। এক পর্যায়ে ইলমে দীন হতে বঞ্চিত হয়। মূল কারন ছোট অবস্থায় তার মাঁ তাকে মোবাইল দিয়ে ধ্বংস করেছে।

১৪. বিভিন্ন নামে মদের প্রচলন

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মুসলমানদের ধংস কোন পথে, ব্রিটিশ বা ইসলামের দুশমনরা তা ভালো করে জানে। বর্তমানে বিভিন্ন নামে দোকানে- দোকানে মদের কেনাবেচা চলছে। এনার্জি ড্রিংক এর নামে মদ বাজারজাত করা হচ্ছে। হাদীসে এসেছে, কিয়ামতের পূর্বে মদের প্রচলন ঘটবে। এগুলি পান করা হারাম। ইসলামের দুশমনরা আমাদের সামনে পেশ করছে আর আমাদের সন্তানরা বোকার মত তাদের ফাঁদে পা দিয়ে আটকা পড়ছে।

১৫. অজ্ঞতার উপর বড়াই

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ব্রিটিশ সিলেবাস পড়ে মুসলমানরাও ব্রিটিশে পরিণত হচ্ছে। ইয়াহুদী খ্রিস্টানদের মত তারাও আলেম উলামাদের তিরস্কার করে বলতে থাকে, "এরা হলো সমাজের বোঝা। না চাঁদের দেশে যেতে পারে, না মঙ্গলগ্রহের খবর রাখে। পাইছে শুধু জান্নাত জাহান্নামের কথা।

আর আমরা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে যাচ্ছি। জাতিকে মঙ্গলগ্রহ চাঁদের দেশের সন্ধান দিচ্ছি।" আসলে তারা নিজেদের অজ্ঞতা-মুর্খতা মানুষের সামনে প্রকাশ করছে। তারা এতই বড় গাধা যে, এর উপর আবার গর্ব করছে। তাদের দৌড় হল চাঁদের দেশ আর মঙ্গলগ্রহ পর্যন্ত। চাঁদ তো হলো পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্রহ। সূর্য তার থেকে অনেক দূরে, প্রথম আসমান তো আরো দূরে। তারা এখনো পর্যন্ত প্রথম আসমানের কোন সন্ধান খুজে পায়নি। তার থেকে কত হাজার হাজার মাইল দূরে দ্বিতীয় আসমান, তার থেকে কত দূরে তৃতীয় আসমান, এমনি ভাবে সপ্তম আসমান, তারপরে সিদরাতুল মুনতাহা, তার পাশে হলো জান্নাত। ওরা সারা জীবন ব্যয় করে সবে মাত্র গিয়েছে চাঁদ পর্যন্ত। তাহলে তাদের সপ্তম আসমানের উপরে জান্নাতে পৌঁছতে কতদিন লাগবে? আর হুজুররা তো প্রথম দিন প্রথম সবক থেকেই পৌঁছে গেছে সপ্ত আসমানের উপরে জান্নাতে। তবুও তারা নিজেদের অপারগতা- অক্ষমতা নিয়ে গর্ব করে। আসলে তারা নির্বোধ, অজ্ঞ- মূর্খ।

১৬. এনজিওরা ব্যভিচারের দ্বার উন্মুক্ত করছে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, এনজিওরা আইন পাশ করছে ১৮ বছরের পূর্বে বিবাহ দেওয়া নিষেধ। যাকে বলে বাল্যবিবাহ। এর মাধ্যমে যিনা ব্যভিচার ব্যপক করছে। একদিকে যৌন উত্তেজনা বৃদ্ধির হাজারো সামান বাজারে ছড়াচ্ছে, অপর দিকে বিবাহ নিষেধ করছে। বাধ্য হয়ে যৌন উত্তেজনা দমাতে অবাধে যিনা ব্যভিচারে লিপ্ত হচ্ছে। আবার জন্ম বিরতি করন টেবলেটও সাপ্লাই দিচ্ছে। তারপরও যদি কোন মেয়ের পেটে বাচ্চা চলে আসে, সে জন্য প্রতিষ্ঠা করেছে মেরিষ্টোপ। এখন নির্ভয়ে যিনা করছে আর মুসলমানরা মনে করছে তারা আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমাদের সেবা দিচ্ছে।

১৭. কুকুর শুকর কোন সভ্য জাতির খাদ্য না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ব্রিটিশ সিলেবাস পড়ে মুসলমানরাও আজ নিজ সন্তানকে খ্রীষ্টান স্কুলে ভর্তি করছে। সেখানে ভর্তি করার অর্থ হলো, অভিবাবক কর্তৃক শিক্ষককে একথা বলে দেওয়া, আপনি যেমন বে- ঈমান হয়েছেন আমার সন্তানকেও আপনার মত পাক্কা বে- ঈমান বানিয়ে দিন। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, كنتم خير امة اخرجت للناس (তোমরাই সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদেরকে বের করা হয়েছে মানুষের কল্যানের জন্য)। আর মুসলমানরা ব্রিটিশ সিলেবাসের দরুন মানস্তাত্তিক পরাধীনতার শিকার হয়ে খ্রিষ্টানদের সভ্য ও শ্রেষ্ঠ জাতি মনে করছে। রাসূলের সর্বউত্তম আদর্শ ছেড়ে নায়ক- নায়িকা, খেলোয়াড়দের আদর্শ গ্রহণ করছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে কোন বিষয়েই খ্রিষ্টানদের মুখাপেক্ষি করে যাননি। তারা তো ফরয গোসলও করতে জানে না। শুকর কুকুরের মত নিকৃষ্ট প্রাণী হালাল মনে করে খেতে থাকে। শুকর কুকুরতো কোন সভ্য জাতির খাবার হতে পারে না।

১৮. খ্রীষ্টানদের সংশ্রব পরিহার করা আবশ্যক

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, খ্রীষ্টানদের সঙ্গে থেকে আমাদের অনেকেই কুকুর শুকর খায়, মদ পান করে। অথচ এগুলি ইসলামে হারাম করা হয়েছে। মদ খাওয়ার অর্থ হলো তাজা পেশাব খাওয়া আর শুকর খাওয়ার অর্থ হলো তাজা পায়খানা খাওয়া। তাই খ্রীষ্টানদের সাহচার্য ছেড়ে কোন হক্কানী আলেমদের সাহচার্যে থাকতে হবে। এবং দীনের কোন সহীহ মেহনতের সাথে জুড়ে থাকতে হবে। দীনের কোন সহীহ মেহনতের সাথে জুড়ে থাকলে সে গোমরাহ হবে না।

১৯. ইংরেজী শিখা নিষেধ না, ইংরেজ হওয়া নিষেধ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, উলামায়ে কেরাম ইংরেজী শিখতে নিষেধ করেন না। ইংরেজ হতে নিষেধ করেন। যদি ইংরেজী শিখে দাওয়াতের নিয়তে, হালাল উপার্জনের নিয়তে, তাহলে সওয়াব হবে, তবে ইংরেজ হওয়া যাবে না। অর্থাৎ তাদের চাল- চলন বেশ- ভুষা ধারণ করা যাবে না। কিন্তু কথায় আছে যে যায় লংকায়, সে হয় হনুমান। তেমনি যেই যায় ইংরেজী শিখতে, সেই হয় ইংরেজ।

২০. প্রাইমারীতে প্রায় মারে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, প্রাইমারীতে প্রায় মারে, সম্পূর্ণ মারে না। মানে আগে মসজিদে যেতো, নামায পড়তো, মক্তবে যেতো, কুরআন পড়তো, মুরব্বীদের শ্রদ্ধা করতো, বসে পেশাব করতো, কিন্তু যখন ব্রিটিশ সিলেবাস পড়তে আরম্ভ করে এর বিষ ফলে আক্রান্ত হয়। যত উপরের ক্লাসে উঠে ততো দ্বীন থেকে দূরে সরে। দাড়ি ছেটে ঈমানের আলামত নষ্ট করে।

২১. উদারতার নামে বেহায়াপনার দ্বার উন্মুক্ত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমাদের সমাজ ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের শিক্ষা সিলেবাসের পাঠ গ্রহণ করে উদারতা ও খোলামনের নামে বেহাপনার দ্বার উন্মুক্ত করছে। বিবাহ বন্ধন সামাজিক বোঝা বানিয়ে নিয়েছে। এর বিপরিতে বয়ফ্রেন্ড- গার্লফ্রেন্ড সংস্কৃতি স্বীকৃত লাভ করছে। একাধিক বিবাহ তো সহীহ হওয়া দূরের কথা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু একাধিক গার্লফ্রেন্ডের সাথে রাত কাটাতে অসুবিধা নেই।

২২. গার্লফ্রেন্ডের নামে কোন আত্মীয় নেই

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, শরী'আতে গার্লফ্রেন্ড নামে কোন আত্মীয় নেই। বেগানা মহিলার সাথে ভালবাসা করা মানে তাকে যিনার পার্টনার বানানো। তাকে দেখা চোঁখের যিনা, স্পর্শ করা হাতের যিনা, তার দিকে হেটে যাওয়া পায়ের যিনা, তাকে নিয়ে যল্পনা- কল্পনা করা মনের যিনা। ফলে সে সার্বক্ষনিক যিনার মধ্যে ডুবে থাকে।

২৩. খ্রীষ্টানদের মহা ষড়যন্ত্র

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বাদশাহ আকবর দীনে ইলাহীর মাধ্যমে হিন্দু মুসলমানের ভেদাভেদ উঠিয়ে সকলকে এক ধর্মাবলম্বি বানাতে চেয়েছিল। আর খ্রীষ্টানরা গণতন্ত্রের মাধ্যমে পুরোবিশ্বকে এক মতাদর্শী বানাতে চেষ্টা করছে। মুসলমানরা দীনী ইলমের অভাবে খ্রীষ্টানদের সহায়তা লাভের প্রত্যাশায় কুরআনী বিধান উপেক্ষা করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মাঠে খাটছে। দুনিয়াও হারাবে আখেরাতও বরবাদ হবে। এটা খ্রীষ্টানদের মহা ষড়যন্ত্র।

২৪. জারয সন্তানে দেশ ভরে যাবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বাংলাদেশের টাকশাল যদি ওপেন হয়ে যায় তাহলে জাল টাকায় দেশ ভরে যাবে। তেমনি যদি আমাদের মা বোনেরা ওপেন চলাফেরা করে তাহলে জারয সন্তানে দেশ ভরে যাবে। এনজিও খ্রীষ্টান মিশনারী আমাদের মেয়েদেরকে ঘর থেকে বের করে পর্দাহীন বানাতে উঠে পড়ে মাঠে নেমেছে। ব্রাকের নামে, বিভিন্ন সংস্থার নামে, নানান অজুহাতে তাদেরকে ঘর থেকে বের করছে। যদি এমনটি চলতে

থাকে তাহলে ইউরোপ আমেরিকার মতো এ দেশও অবৈধ সন্তানে ভরে যাবে। পিতার পরিবর্তে মায়ের পরিচয়ে চলতে হবে।

ইতিহাস

১. লাইলী- মজনু

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, লাইলী মজনুর ঘটনাটি বাস্তব ঘটনা। রূপকথার কোন গল্প নয়। মজনুর নাম কায়েস। তিনি তাবেয়ী ছিলেন। হযরত উমর রা. এর সঙ্গে তার মুলাকাত হয়েছে। আল্লাহর সাথে বান্দার মুহাব্বত কেমন হবে এর একটি নমুনা পেশ করতে আল্লাহ নিজে তার অন্তরে লাইলীর প্রতি মুহাব্বত ঢেলে দিয়েছেন। কিন্তু উভয়ের মধ্যে শবী'আতের খেলাফ কোন কর্ম সংঘটিত হয়নি। একে অপরকে দেখেও নি।

২. গুরু নানক

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ভারতের শিখ সম্প্রদায় গুরুনানক নামে একজন বুযুর্গ আল্লাহওয়ালার শীর্ষ ছিলো। তিনি অভিনব পদ্ধতিতে তাদেরকে হিন্দু থেকে মুসলমান বানানোর মেহনত করেন। কিন্তু মেহনত সম্পূর্ন হওয়ার পূর্বেই তার ইন্তেকাল হয়ে যায়। তাই আজ ও ওরা- না হিন্দু, না মুসলমান।

স্বাস্থ্যবিধি

১. "হাসি" রোগ প্রতিরোধে সহায়ক

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হাসি, রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। হাসি- খুশি থাকার দ্বারা অনেক বড় বড় রোগও ভালো হয়ে যায়। যারা কখনো হাসে না,

সর্বদা মনক্ষুন্ন হয়ে থাকে, তারা সব সময় কোন না কোন রোগে ভুগতে থাকে। বছরের বার মাস- ই অসুস্থ থাকে।

২. ছাতা ও বোরকার রং কী হবে?

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ছাতা ও বোরকার রং কালো না হয়ে, সাদা হওয়া ভালো। কেননা সূর্যের মধ্যে ক্ষতিকর একটি রশ্মি থাকে। কেবল সাদা রং- ই তা প্রতিরোধ করতে পারে, অন্য কোন রং পারে না।

৩. বাম হাতে শক্তি কম কেন?

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মানুষের হার্ট তার বাম সাইডে। তাই কুদরতী ভাবে বাম হাতে শক্তি কম দেওয়া হয়েছে। যেন বাম হাতে ভারী জিনিস বহন করার দরুন হার্টে কোন চাপ না পড়ে।

৪. দাঁত কেন দুই বার উঠে?

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, নাক, কান, চোখ ইত্যাদি অঙ্গ তো মাত্র একবারই হয়। কিন্তু দাঁত দুই বার উঠে। এর কারণ হলো, ছোটকালে বাচ্চারা দাঁতের মর্যাদা বুঝে না। চকলেট, চকোচকো, আইসক্রীম উল্টাপাল্টা খেয়ে দাঁত নষ্ট করে ফেলে। তাই সেই নষ্ট দাঁত ফেলে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা নতুন ভাবে ভালো দাঁত দান করেন। তখন তারা দাঁতের যত্নও বুঝতে শিখে।

৫. পান খাওয়ার উপকারিতা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, পান খাওয়া উলামাদের শান। পান খাওয়ার মধ্যে অনেক উপকার রয়েছে।

যেমন:

* পানের রশ হজমের জন্য উপকারী ও গলার ক্যান্সারের প্রতিষোধক।

* সুপারী দাঁতের গোড়া শক্ত ও মজবুত করে।

* ঝিনুকের চুনে ক্যালসিয়াম তৈরী হয়।

* আর খয়ারের কমপেক্ষে ২৩ টি ফায়দা আছে। তার মধ্যে একটি হলো, কুষ্ঠরোগ প্রতিরোধ করে।

* সাদা পাতা দাঁত কিটমিট দূর করে।

* গোল মরিচ দেমাগ তাজা করে, ঘুমভাব দুর করে।

৬. নেয়ামতের কদর বুঝলে যত্নবান হয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হযরত মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী রহ. হালকা অসুস্থতা-সামান্য কাশী হলেই ডাক্তার ডাকতেন। স্বাস্থ্য আল্লাহ তা'আলার বড় নেয়ামত। যে যত বেশি নেয়ামতের মর্যাদা বুঝে, সে ততবেশি তার প্রতি যত্নবান হয়। উনারা স্বাস্থের কদর বুঝতেন বিধায় সামান্য অসুস্থতা অনুভব হলেই ডাক্তার ডাকতেন। আমরা তো কোন ভ্রুক্ষেপও করিনা। অনেকে তো ভয়ে ডাক্তারের কাছে যায় না। মনে করে ডাক্তারের কাছে গেলেই রোগ ধরা পড়বে। এটা সহীহ না। এটা জাহেল মূর্খদের কাজ। আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের প্রতি যত্নশীল হতে হবে।

৭. ব্রাশ করা ফরয

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ডাক্তারি বিদ্যায় ঘুমের পূর্বে ব্রাশ করা ফরয। কারণ দাঁতে যে

খাবারের কণা লেগে থাকে, ঘুমের সময় তা পঁচে লালার সাথে পেটে যায়, ফলে পেটে সমস্যা হয়, কিডনি নষ্ট হয়, মূত্র থলিতে পাথর জন্মে, এছাড়াও বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। এজন্য হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামও ঘুমের পূর্বে মেসওয়াকের তাগিদ দিয়েছেন।

৮. রোদের গরম পানিতে শ্বেত রোগ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সূর্যের তাপে গরম পানিতে উযু গোসল করলে শ্বেত রোগের আশংকা থাকে। এ জন্যই নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোদের গরম পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

প্রচলিত

১. ধূমপায়ীর জন্য নসীহত

কোন এক ভাই একবার জিজ্ঞাসা করলেন সিগারেট খাওয়া কী? হযরতওয়ালা উত্তর দিলেন “মাকরূহে তাহরিমী”। সাথে সাথে হযরতওয়ালা বললেন কত অদ্ভুত আমরা যেই মুখ দিয়ে আল্লাহর পবিত্র কালাম কুরআন তিলাওয়াত করছি (নামাযে বা অন্যান্য সময়), আল্লার পবিত্র নামের যিকির করছি কিভাবে ঐ মুখ দিয়ে এই জাতীয় নাপাক জিনিস খাচ্ছি !!!

২. টেলিভিশন দেখলে ঘুম আসে না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, অনেক সময় দেখা যায় আমরা বয়ানে বা তালীমে বসলে ঘুম আসে, এর কারণ হলো তখন আল্লাহর রহমত নাযিল হয় এবং ফেরেশতারা আমাদেরকে ঘিরে রাখে। এই জন্য একটা আরামের পরিবেশ কায়েম হয়। আর তাই ঘুম আসে। কিন্তু যারা টেলিভিশন দেখে তাদের কেন ঘুম আসে না? এর কারণ হলো তখন জাহান্নামের গরম বাতাস

তাদের দিকে বইতে থাকে। একটা অশান্তির পরিবেশ কায়েম হয়। আর তাই ঘুম আসে না।

৩. কুরআন ছাড়া মুসলমান

হযরতওয়ালা প্রায় সময়ই এই কথা বলেন, চাল ছাড়া যেমন ভাত হয়না ঠিক তেমনি কুরআন ছাড়া মুসলমান হওয়া যায় না। অথচ আমরা কুরআন থেকে গাফেল।

৪. বলীর পাঠা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমরা অনেক সময় দেখি কিছু লোক এমন আছে যারা বিভিন্ন গুনাহে লিপ্ত। নেক আমল করা তো দূরের কথা তাদের অনেকের ঈমানও নাই আবার বাহ্যিক ভাবে তাদেরকে অনেক সুখী মনে হয়। তাদের সুখ দেখে আমাদের অনেকেই তাদের মতো হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে। আসলে তাদের সুখটা হলো ফাঁসির আসামীর মতো। ফাঁসির আসামীকে যেমন ফাঁসি দেয়ার আগে, যা সে ইচ্ছা করে ঐ খাবার খেতে দেয়া হয় ঠিক তেমনি গুনাহগারকেও আল্লাহ গুনাহ করার পরেও এমন কিছু সুখ দিয়ে থাকেন। তার গুনাহের শাস্তি তার জন্য অপেক্ষা করছে। এখন প্রশ্ন হলো কেউ কী ফাঁসির আসামীকে ভালো খাবার খেতে দেখে এই কথা বলবে যে, ইশ! আমাকেও যদি ফাঁসি দেয়া হতো তাহলে আমিও মজার খাবার খেতে পারতাম। হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হারদুই হুজুর রহ. বলতেন, এরা হলো বলীর পাঠা।

৫. ইংরেজী ভাষার ব্যবহার

আমরা অনেকেই ইংরেজী শিখা, ইংরেজীতে কথা বলতে পারা বা বাংলায় কথা বলার সময় দু' একটা ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করাটাকে খুব সম্মানের এবং স্মার্ট মনে করি। এ বিষয়ে হযরতওয়ালা মুফতী

সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমাদের আসলে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করা উচিৎ টয়লেট পেপারের মত। যখন যতটুকু প্রয়োজন তখন ততটুকু ব্যবহার করা। বাংলায় কথা বলতে গিয়ে অকারণে ‘ বাট’ , ‘ হোয়াট’ ব্যবহার না করাই শ্রেয়।

৬. চাকরী ব্যবসার নিয়ত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, চাকরী, ব্যবসা ইত্যাদি করার আসল উদ্দেশ্য এই না যে এখান থেকে আমার যে কামাই আসবে তা দিয়ে ঘর- সংসার চলবে। বরং চাকরী, ব্যবসা করা হলো একটা ইবাদাত। আর আমার ঘর- সংসার চালাবেন তো আল্লাহ। আমি চাকরী, ব্যবসা না করলেও আল্লাহ আমার ঘর-সংসার চালাবেন। আল্লাহর হুকুম মনে করে চাকরি ব্যবসা করলে তখন তা ইবাদাত হবে।

৭. মাদরাসায় পড়ানোর মান্নত

এক ভাই হযরতওয়ালাকে প্রশ্ন করলেন যে আমি আমার ছেলেকে মাদরাসায় পড়ানোর মান্নত করেছি এখন তাকে স্কুলে পড়ানো হচ্ছে এর জন্য কী কাফফারা দিব? উত্তরে হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মাদরাসায় পড়ানোর জন্য কোন মান্নতের প্রয়োজন নাই। যে ব্যক্তির উপর হাজ্জ ফরজ সে কী হাজ্জ করার মান্নত করতে পারে? অর্থাৎ ছেলেকে দীন শিক্ষা দেয়া ফরজ।

৮. না বুঝলে জিজ্ঞাস করতে হবে

একবার হযরতওয়ালা এক ছাত্রকে বললো, লেখ ‘ সিরামিকের সাথে দেখা করতে হবে’ । ছাত্র লিখলো, ‘ শ্রমিকের সাথে দেখা করতে হবে’ । হযরতওয়ালা তার লেখা দেখে বললেন কী লিখলে। ছাত্র বললো, ‘ শ্রমিকের সাথে দেখা করতে হবে’ । হযরতওয়ালা

বললেন, আমি বললাম সিরামিক লিখতে তুমি শ্রমিক লিখলে কেন? ছাত্র উত্তর দিল আমি ভেবেছি আপনি ভুলে শ্রমিকের পরিবর্তে সিরামিক বলেছেন। হযরতওয়ালা বললেন, আমাদের অনেকেরই এই অভ্যাস আছে, কোন বিষয় না বুঝলে জিজ্ঞেস করে বুঝে নেই না, পরামর্শ করে না, পরে বলতে থাকে- ‘ আমি এমনটি মনে করেছি’ , ‘ আমি এমনটি ভেবেছিলাম’ এই ভাবে কাজ করে। এ জন্য ভুলও হয় অনেক।

৯. সময় নষ্ট

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বর্তমানে দুনিয়ার বিভিন্ন কাজ আল্লাহ কত সহজ করে দিয়েছেন। রান্না করার ক্ষেত্রে, কাপড় ধোয়ার ক্ষেত্রে, যাতায়াত ইত্যাদি ক্ষেত্রে। আর এতে আমাদের হাতে অনেক বরকতময় সময় বেঁচে যায়। যে সময়গুলোতে আমরা আল্লাহর ইবাদতে কাজে লাগিয়ে অনেক বড় আল্লাহর ওলি হতে পারতাম। কিন্তু আমরা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে দুনিয়া জমা করা আর ঘর সাজানোর কাজে লেগে গিয়ে সময়গুলো নষ্ট করছি। উচিৎ ছিল কী আর করছি কী?!

১০. কয়েক প্রকার জিনিস

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মানুষের কাছে কয়েক প্রকারের জিনিস আছে। ১. জরুরতের জিনিসঃ যা না হলেই না এমন জিনিস। যেমনঃ থাকা-খাওয়ার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস। ২. আসায়েশঃ জরুরী না কিন্তু থাকলে অনেক উপকারে আসে। যেমনঃ ফ্যান, ফ্রিজ ইত্যাদি। ৩. আরায়েশঃ জরুরীও না, নিজের কোন শান্তিও পৌঁছে না। যেমনঃ বাইতুল্লাহর ছবি ঘরে ঝুলানো। ৪. নোমায়েশঃ লোক দেখানোর জন্য যে জিনিস রাখা হয়। যা জরুরীও না, নিজের কোন আরাম বা শান্তি পৌছায় না। প্রথম তিনটার অনুমতি আছে কিন্তু চতুর্থটা নাজায়েয ও হারাম। নোমায়েশ থেকে ভয়ংকর আরো একটা জিনিস আছে আর তা হলো গুনাহের আসবাব। যে জিনিস দিয়ে গুনাহ করা হয়। যেমনঃ টি.ভি,

ভি.সি.আর, গিটার বা বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। এসব থেকে দূরে থাকতে হবে।

১১. কুরআন শিক্ষার ভুল নিয়্যত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বর্তমানে অনেকেই কিরা'আত শিক্ষা করে নিজের কুরআন তিলাওয়াতকে এই জন্য সুন্দর করছে, যাতে তারা কিরা'আত প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে পুরষ্কার বা সম্মান লাভ করে অথবা বিদেশে গিয়ে মাল কামাই করতে পারে। অথচ কিরা'আত সহী করে শিখার উদ্দেশ্য এটা না। এই উদ্দেশ্যে কেউ কুরআন শিক্ষা করলে তার শিক্ষা তাকে শাস্তি পাওয়ার উপযোগী করবে।

১২. কুরআনের ব্যবহার

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, অনেকে বিভিন্ন প্রকার ঝাড়- ফুঁক দিয়ে, কুরআনের আয়াত লিখে, তাবিজ- কবজ দিয়ে মানুষের নিকট থেকে টাকা আদায় করছে। আবার অনেককে দেখা যায় মাইক চেক করার জন্য কুরআনের আয়াত পড়ে, সূরা পড়ে। অনেকে আবার বিভিন্ন মাহফিলে মানুষকে জমানোর জন্য কুরআন পড়ে। এসবই গলদ। কুরআন এই উদ্দেশ্যে নাযিল হয় নি। এর দ্বারা কুরআনের বেইজ্জতি হয়।

১৩. মা থেকে মাদরাসা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, প্রত্যেক মা একটি করে মাদরাসা। প্রতিটি সন্তান জীবনের প্রথম শিক্ষা মা থেকে পায়। আর ঐ শিক্ষাটার অনেক প্রভাব মানুষের জীবনে পড়ে। অনেককে দেখা যায় দাঁড়ি- মোছ নাই, সুন্নতি লেবাস নাই অথচ ঘুষ খায় না। এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বলে, "আমার মা আমাকে বলেছে বেটা জীবনে আর যাই করিস কখনো ঘুষ খাবি না। তাই আমি কখনো ঘুষ খাই না।" আরেকবার হযরতওয়ালা মুফতী

সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, প্রত্যেক মা একটা করে মানুষ গড়ার কারখানা। মা থেকেই তো মাদরাসা। এই জন্য আমাদের মাতৃজাতিকে আগে ঠিক করতে হবে।

১৪. ঈমানদার- ই আমলদার

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কোন মজবুত ঈমানদার আমলবিহীন থাকতে পারে না। আর দূর্বল ঈমানের দ্বারা আমল আসতে পারে না। অনেকে বলে হুজুর আমি হয়তো নামায পড়ি না, আমার দাঁড়ি নাই কিন্তু আমার ঈমান ঠিক-ই আছে। বুখারী শরীফের হাদীসে আছে- উমর ফারূক রা. বলেন, এই লোকটা মিথ্যুক।

১৫. কুরআন- হাদীস

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কুরআন নাযিল হয়েছে দুনিয়ার সবচেয়ে দামী মানুষ হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর। এই বিদ্যাকে ফকিরা বিদ্যা বলা (না‘ উযুবিল্লাহ) কত বড় কঠিন কথা। সরকার যেমন বিভিন্ন আসবাবের বিশেষজ্ঞ তৈরি করছেন ঠিক তেমনি কউমী মাদরাসাওয়ালারা কুরআন- হাদীসের বিশেষজ্ঞ তৈরি করছেন।

১৬. দুনিয়ার আইন আর আল্লাহর আইন

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দুনিয়াতে যত পার্লামেন্ট আছে তারাও আইন বানায়। কিন্তু সেগুলো সব একমুখী আইন। এক সাইড দেখে আরেক সাইড দেখার কোন অবকাশ নেই। ট্যাক্স বাড়াতে হবে বাড়াও, বিদ্যুৎ বিল বাড়াতে হবে তো বাড়াও। কিন্তু কেন বাড়াতে হবে, কি সমস্যা হয়েছে, কে বিদ্যুৎ চুরি করছে ? আমার লোক না অন্য লোক এই গুলো দেখার তারা কোন প্রয়োজন মনে করে না। জনগণের তাওফীকের মধ্যে আছে কি না এটা দেখার কোন প্রয়োজন তাদের নেই। বাড়ানোর কথা

মনে হয়েছে তাই বাড়ানো হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ এমন কোন আইন, এমন কোন বিধান নাযিল করেন না। আল্লাহ সকল দিকে দেখেন। আল্লাহর আইনের পদ্ধতী- ই এমন, যেখানে কারো কোন ক্ষতি হবে না। কোন পক্ষের না। সকলেই শান্তি পাবে।

১৭. ইসলামী ব্যাংক

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, শরী‘ আত মনে করে এবং সাওয়াবের আশায়, শরী‘ আত এবং সুন্নতের খেলাফ যা করা হয় তাকে বিদ‘ আত বলে। ইসলামের নাম ব্যবহার করছে যে ব্যাংকগুলো এ সবই বিদ‘ আত। মুসলমানরা- তো সাধারণ ব্যাংকগুলোর সুদকে, সুদ- ই মনে করে আর তাই অনেকে অনুতপ্ত হয়, তওবা ইস্তেগফার করে। কিন্তু ইসলামী নামধারী ব্যাংগুলোর সুদকে কেউ সুদ মনে করে না। আর তাই তারা অনুতপ্ত হয় না আর তাওবা ইস্তেগফারও করে না। বিদ‘ আত কবীরা গুনাহ থেকেও ভয়ংকর। বিদ‘ আতী কাজে লিপ্ত যারা তাদের তাওবা নসীব হয় না।

১৮. ছেলে সন্তান

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ ছেলে সন্তান দান করেছেন আল্লাহর দীনের খেদমত করার জন্য। অনেকে মনে করে চাকরি করার জন্য, যা গলদ।

১৯. মাথা কেন?

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ মাথা কেন দিয়েছেন? শুধু বহন করার জন্য? নাহ! বরং একটু চিন্তা করার জন্য । বর্তমানে প্রচলিত শেয়ার যে জুয়া তা মাথা খাটালেই বুঝে আসে। এমন অনেক গুনাহ আছে যা মাথা খাটালেই

বুঝে আসে যে এগুলো গুনাহ। এর জন্য মুফতী মাওলানা হতে হয় না।

২০. বর্তমানে মানুষের জীবন চক্র

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আজ- কাল মানুষ- চাকরি আর খাওয়া, খাওয়া আর চাকরি, এই চক্রে পড়ে জীবন শেষ করছে।

২১. অধিক রাতের বয়ান

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, অধিক রাত লাগিয়ে বয়ান করা ঠিক না। সুন্নতের খিলাফ। তাহাজ্জুদ এবং ফজরের ক্ষতি, শরীরেরও ক্ষতি।

২২. শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ‘ শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড’ এটা কোন শিক্ষা? লাওহে মাহফুয থেকে যে শিক্ষা এসেছে ঐ শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড বলা হয়েছে। ব্রিটিশ শিক্ষা!! ব্রিটিশ শিক্ষাতো এমন যে, এই শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত লোকও জানেই না কোন হাত দিয়ে খেতে হয়। পুরুষ টাখনুর নিচে কাপড় রাখবে, না টাখনুর উপরে রাখবে। দাঁড়ি রাখতে হয় না কাটতে হয়। না জানার কারণে দাঁড়ি কেটে ফেলছে। অথচ লাখো মানুষ গুনাহগার হওয়া সত্ত্বেও দাঁড়ির উসিলায় জান্নাতে যাবে।

২৩. মাংস বলা হিন্দুয়ানী প্রথা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, লোকেরা গোশ্তকে মাংস বলে। এমনকি অনেক আলেমের মুখেও শুনা যায়। মাংস বলা ঠিক না। মাংস এর সন্ধিবিচ্ছেদ করলে হবে, (মা+অংশ= মায়ের অংশ)। আর হিন্দুরা গাভীকে মা বলে। অর্থ হল

তাদের মায়ের অংশ। এটাতো হিন্দুদের পরিভাষা এবং তাদের ধর্মীয় আকিদা। মুসলমানরাও যদি তাদের ধর্মীয় আকিদা বিশ্বাসকে সমর্থন করে তাহলে তো তার ঈমান নিয়েই সংশয় এসে যায়। এজন্য মাংস না বলে গোশ্ত বলতে হবে।

২৪. কওমী শিক্ষার সরকারী সনদ

২০১৭ সালে কওমী মাদরাসার শিক্ষা সনদ বিষয়ে যখন কওমী অঙ্গনে বিভিন্ন মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছিল তখন এই বিষয়ে হযরতের মতামত জানতে চাওয়া হয়। তখন হযরত বললেন, উত্তর দেওয়ার পূর্বে আমি তোমাদেরকে একটি প্রশ্ন করি। এতদিন যে আমরা সরকারী সনদ বিহীন জীবনটা কাটিয়ে দিলাম। আর এখনও একই হালাতে আছি, এ অবস্থায় কি আমরা হকের উপর আছি না বাতিলের উপর? উত্তর এলো হক্বের উপর- ই আছি। হুজুর তখন এই আয়াত তিলাওয়াত করলেনঃ فماذا بعد الحق الا الضلال

২৫. ক্যাডেট মাদরাসা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আজকাল ক্যাডেট মাদরাসা বানানো হচ্ছে। ক্যাডেট ঐ সব স্কুলকে বলে যেখানে সেনাবাহীনির নিয়ম- কানূন শিক্ষা দেওয়া হয়। মাদরাসার সঙ্গে এই শব্দ লাগানোর তো কোন মানেই হয়না। কারণ মাদরাসা সমূহে তো ঐ সব কিছুই শিখানো হয় না। জানি না মাদরাসার সঙ্গে যারা ক্যাডেট শব্দ লাগায় তারা কি বুঝে লাগায়, নাকি, না বুঝেই লাগায়।

২৬. মুসলমান, নাকি মুরজিয়া ?

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বর্তমানে মুসলমান দাবীবার অধিকাংশ মানুষ- ই মুরজিয়া ফিরকার

অন্তর্ভুক্ত। কেননা তারা গুনাহের পর গুনাহ করেই যাচ্ছে কিন্তু গুনাহর ভয়াবহতা ও ক্ষতির বিষয় তাদের অনুভুতিতেও নেই। চিন্তা করে দেখো! তুমি কি মুসলমান আছো, না মুরজিয়া হয়ে গিয়েছো। মুরজিয়া একটি বাতেল ফিরকা। এদের আকীদা হল ঈমানের সাথে গুনাহ কোন অসুবিধা নেই। মানুষ যতই গুনাহ করুক তার যেহেতু ঈমান আছে সে জাহান্নামে যাবে না। গুনাহ তার কোন ক্ষতি করবে না।

২৭. ইলম এর পরিচয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ইলম, আলেম ইত্যাদি এগুলো ইসলামী পরিভাষা। এসকল শব্দের নির্দিষ্ট ব্যবহার ক্ষেত্র আছে। শরী'আতের পরিভাষায় ইলম হলো এমন খোদা প্রদত্ত নূর যা নববী প্রদীপদানী হতে বিচ্ছুরিত হয়ে হৃদয় থেকে হৃদয়ে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে আসাতিজায়ে কিরামের সুহবাতের মাধ্যমে অর্জিত হয়।

অতএব ইন্টারনেট ফেসবুক এর মাধ্যমে কিংবা শুধু বাংলা বুখারী বগলে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর মাধ্যমে সহীহ ইলম হাসিল হবে না। এর দ্বারা কখনো হেদায়েতও মিলবে না। কেবল গোমরাহীই বেড়ে চলবে। তাই প্রকৃত ইলম পেতে হলে হক্কানী উলামায়ে কিরামের সুহবাতে এসে হাটু গেড়ে বসতে হবে।

২৮. হাদীসের অপপ্রয়োগ

طلب العلم فريضة على كل مسلم উল্লেখিত হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ইলম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দ্বীনি ইলম তথা কুরআন সুন্নাহর জ্ঞান। অতএব স্কুল কলেজের গেইটে যে লেখা হয় ربى زدنى علما অথবা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জ্ঞানার্জন জরুরী। (আল হাদীস) এটা সম্পূর্ন ভুল কর্ম ও হাদীসে পাকের অপপ্রয়োগ। কেননা সেখানে কোন

ইলম শিক্ষা দেওয়া হয় না। হাদীসের ভাষ্যমতে বর্তমানে এসব স্কুল কলেজ কিয়ামতের আলামত। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, কিয়ামতের নিদর্শন হলো ইলম উঠে যাবে মূর্খতা ছড়িয়ে পড়বে। ব্যপক হারে মদ পান করা হবে, প্রকাশ্যে ব্যভিচার চলতে থাকবে (বুখারী)। আর স্কুল কলেজে প্রতিনিয়ত কত যে যিনা ব্যভিচারের ঘটনা ঘটছে এবং কী পরিমানে নেশা ও মাদকদ্রব্যের সয়লাব হচ্ছে তা তো সবারই জানা।

২৯. ব্যাংকে চাকুরী হওয়া দুর্ভাগ্যের বিষয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ব্যাংকে চাকুরী হওয়া বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়। এর এক টাকাও হালাল হয়না। পুরাটাই হারাম। চাই সে যে পোষ্টেই হোক। দুর্ভাগ্যবশত যদি কারো ব্যংকে চাকুরী হয়, তাহলে তা গোপন রাখতে হবে। এটা নিয়ে গর্বের কিছু নেই। একজনের কারণে পরিবারের সকলে হারাম খোর হবে। আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। তাদের কোন ইবাদত কবুল হবে না। তাই এখান থেকে বের হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে কান্না কাটি করবে। আর হালাল রুজির সন্ধান করতে থাকবে। হালাল রুজির ব্যবস্থা হওয়ার সাথে সাথে ব্যাংকের চাকুরী ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু এখন মানুষ না বুঝে আজীবন হারাম খোর হওয়ার জন্য ঘুষ দিয়ে ব্যাংকে চাকুরী নিচ্ছে।

৩০. সামাজিকতাও একটি দেবতা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সামাজিকতাও এক ধরনের দেবতায় পরিনত হয়েছে। হিন্দুরা যেমন তাদের দেবতার সন্তুষ্টি অর্জন করার লক্ষ্যে এবং তার অসুন্তুটি থেকে বাঁচার ভয়ে বিভিন্ন প্রথা পালন করে থাকে। তেমনি মুসলমানরা সামাজিকতা রক্ষার্থে অনেক শরী‘আত পরিপন্থি কাজ করে থাকে।

এবং বলেও বেড়ায় এমন না করলে লোকেরা কী বলবে, সমাজে মুখ দেখাব কী করে। অনেক সময় শরী'আত পরিপন্থি জেনেও সামাজিকতা রক্ষার জন্য সামর্থ না থাকা সত্বেও ঋণ করে ধারকর্য করে লৌকিকতার আশ্রয় নেয়। যেমন, মেয়ে বিবাহ দিবে। এখন বড়সড় অনুষ্ঠান না করলে লোকেরা কী বলবে। জমি বন্ধক রেখে, সুদের উপর টাকা নিয়ে অনুষ্ঠান করে। অথচ শরী'আত তার উপর এতবড় বোঝা চাপাইনি। সে সমাজিকতা রক্ষার জন্য নিজের উপর বোঝা চাপিয়ে নিয়েছে। সামাজিকতা কেমন যেন একটি দেবতায় পরিনত হয়েছে। হিন্দুরা দেব-দেবীর পূজা করে আর আমরা সামাজিকতার পূজা করি। তাহলে তাদের মাঝে আর আমাদের মাঝে পার্থক্য রইল কোথায়?

৩১. জমি বন্ধকের সঠিক পদ্ধতি

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সমাজে প্রচলিত জমি বন্ধকের পদ্ধতি হারাম এবং বন্ধকী জমির ফসল বা উর্পাজন সুদ হবে। জমি বন্ধকের হালাল ও সুদ মুক্ত পদ্ধতি হলো জমির দলীল পত্র বন্ধক রাখবে এবং জমি তার মালিকের হাতে ন্যস্ত করবে। সে চাষাবাদ করে ভোগ করবে। কারন বন্ধকের অর্থ হলো, তার থেকে কিছু নগদ অর্থ করয নেওয়া যা পরবর্তীতে তাকে ফেরৎ দিবে। এই টাকার গ্যারান্টির জন্য ঋণ গ্রহিতা থেকে জমি বন্ধক রাখা হচ্ছে। এখন যদি সে এই ঋণ প্রদানের বিনিময়ে সেই জমি ভোগ করে তাহলে তা সুদ হবে। কিন্তু যদি জমির দলীল পত্র বন্ধক রেখে জমি তার মালিককেই দেওয়া হয় তাহলে ঋণের নিরাপত্তাও হয়ে যাবে আবার ঋণ প্রদানের সাওয়াবও লাভ করবে।

৩২. দানের চেয়ে ঋণের সাওয়াব দ্বিগুন

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সুদ বিহীন ঋণ প্রদানের প্রথা আমাদের সমাজ থেকে উঠে যাচ্ছে। মানুষ দান সদকা করে কিন্তু ঋণ দিতে প্রস্তুত না। অথচ হাদীসে বলা হয়েছে, দানের চেয়ে ঋণ দেওয়া দ্বিগুন সওয়াব রাখে। দান করলে সে নিশ্চিন্ত ভাবে বসে থাকে যে সে এ টাকা ফেরৎ পাবে না। আর ঋণ দিলে টাকা ফেরৎ পাওয়ার অপেক্ষা করতে থাকে। তার নিজ প্রয়োজন সত্ত্বেও অন্যের প্রয়োজনকে প্রাধান্য দিয়েছে। তাই তিনি সাওয়াবও দ্বিগুন পাবেন। কিন্তু সুদ মুক্ত ঋণ দাতার অভাব। আমরা সকলে চেষ্টা করি এ সাওয়াবের অধিকারী হতে।

৩৩. মহিলার ভাষা কর্কষ হওয়াই শ্রেয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, নারী পর্দানশীল জাতী। তাদের আওয়াজকে সতর বলা হয়েছে। তারা বিনা প্রয়োজনে কোন গায়রে মাহরাম পুরুষের সাথে কথা বলবে না। যদি প্রয়োজনবশতঃ বলতেই হয় তাহলে খুব কর্কষ ভাষায় কথা বলবে। যেন কু- মতলবী তার আওয়াজের ভয়ে তার থেকে দূরে যেতে বাধ্য হয়। তাহলে আর সমাজে ফিৎনা থাকবে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, যদি কোন মহিলা শরী'আতের হুকুম পালন করতে গিয়ে এরূপ আচরণ করে তাহলে তাকে সবাই গাল- মন্দ করতে থাকে। অভদ্র বলতে থাকে। অথচ বে- কুফের দলেরা বুঝেনা যে এটাই তার ভদ্রতা। এটাই তার শরী'আতের বিধান।

৩৪. বোরকার উদ্দ্যেশই নষ্ট হচ্ছে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মহিলাদের বোরকার উদ্দেশ্যই হলো আত্মরক্ষা। বোরকা হবে সাদামাঠা। কোন আকর্ষনীয় রং বা কারুকার্য থাকবে না। এলো- মেলো কুচকে যাওয়া ইস্ত্রি বিহীন। যেন কোন বখাটে দেখলেই মনে

করে ভূত- পেতনী হেটে যাচ্ছে। দেখেই ঘৃনার উদ্রেগ হবে। এটাই হলো শরী'আতের বিধান। কিন্তু বর্তমানে বোরকা হচ্ছে আকর্ষন বৃদ্ধির জন্য, টাইটফিট, শরীরের সব অবয়ব ফুটে উঠে। আর যুবকদের দৃষ্টি বেশি নিবদ্ধ হয়। ফলে বোরকার যে আসল উদ্দেশ্য ছিল তাই নষ্ট হয়ে গেল।

৩৫. দীনের সুরতে দুনিয়া উপার্জন হারাম

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, অনেকে দুনিয়া উপার্জনের উদ্দেশ্যে দীনের সুরত অবলম্বন করে। দীনের সুরতে দুনিয়া উপার্জন করা হারাম। দুনিয়া, দুনিয়ার সুরতে উপার্জন করতে হবে। আল্লাহওয়ালাদের বেশভূষা ধারন করে দুনিয়াতে হাদিয়া তোহফা লাভ হবে। কিন্তু আখেরাত বরবাদ হবে। আলিয়া মাদরাসায় পড়ে যে দীন শিখে তা কি দীনের উদ্দেশ্যে শিখে, না চাকুরির জন্য শিখে ? যদি চাকুরির জন্য দুনিয়া উপার্জন করতে হয় তাহলে দীনের নামে কেন? স্কুল কলেজ থেকে শিখো! তাদের উদ্দেশ্যই হলো দুনিয়া উপার্জন। আবার তাদের বেশভূষাও দুনিয়ার।

৩৬. কুকুর বেড়ালের সঙ্গে তুলনা করলে সম্মান দেওয়া হয় না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মাইকেল এইচ হার্ট ১০০ মহামনীষীর জীবনী সংকলন করতে গিয়ে আমাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রথম স্থান দিতে বাধ্য হয়েছে। ইয়াহুদী, খ্রীষ্টানদের কিতাবেও আছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তার হাতে গড়া ব্যক্তি হযরত উমর রা. এর ন্যায় নিষ্ঠাবান সেনাপতি অন্য কোন জাতীর মাঝে জন্ম নেয় নি, আর কিয়ামত পর্যন্ত কেউ দেখাতেও পারবে না। কিন্তু এই বইয়ের প্রতি আমরা সন্তুষ্ট নই।

কারন যদি বলা হয়, মুফতী সাহেব কুকুর, বেড়াল, শুকর, শেয়াল থেকে উত্তম। তাহলে কি তাকে সম্মান করা হলো? বরং কুকুর, বিড়ালের সাথে তুলনা করে তাকে বে-ইজ্জত করা হলো। ঠিক তেমনি নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের সাথে মিলিয়ে তুলনা করে, সম্মান দেওয়া হয়নি। বরং অসম্মান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে তো কুরআনে চতুষ্পদ জন্তু থেকেও অধম বলেছেন। তাদের সাথে মিলালে আর কী সম্মান হবে?

৩৭. নেক কাজে জবরদস্তি নেই এ কথার অর্থ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সমাজে প্রচলিত আছে নেক কাজে কোন জবরদস্তি নেই। অনেকেই এ কথার মর্ম বুঝতে পারে না। তারা মনে করে জোর জবরদস্তি করে নেক কাজ করানো যাবে না। আসল অর্থ হলো, জোর জবরদস্তি করে নেক কাজ করালে তা শরী'আতে জবরদস্তি হিসাবে বিবেচিত হবে না। বুখারী শরীফের হাদীসে আছে, তোমাদেরকে শ্রেষ্ট উম্মত বানানোর কারণ হলো, তোমরা যারা জান্নাতে যেতে রাজি নেই তাদেরকে শিকলে বেঁধে জান্নাতে নিয়ে যাবে। অর্থাৎ যারা যুদ্ধ বন্ধি হয়ে মুসলমানদের হাতে আসে তাদের মধ্য হতে যারা ইসলাম গ্রহণ করে তারা এই হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। শিকলে বেঁধে আনার ফলেই তারা মুসলমান হয়েছে। কিন্তু এখন এ কথা বলা হবে না যে, তোমাকে জোর করে মুসলমান বানানো হয়েছে বিধায় তোমার কোন মূল্য নেই। বরং তোমার প্রতি এ জোর জবরদস্তি শরী'আতে কোন বিবেচিত বিষয় না।

বিবিধ

১. অগোছালো অবস্থায় আমল শুরু

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, নেক আমল করার ক্ষেত্রে আমরা অনেকেই এই চিন্তা করি, যে আমাদের জীবন চলার পথে যে টুকিটাকি ঝামেলার কাজ থাকে তা গুছিয়ে নিয়ে তারপর শুরু করবো, কিন্তু এমন করা ঠিক না। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি অগোছালো অবস্থায় আমল চালু করে দেয়, আল্লাহ রাব্বুল ' আলামীন তার সমস্ত কাজকে গুছিয়ে দেন।

২. পেরেশান মুক্ত থাকা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, যে ব্যক্তি তাকদীরের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে সে কখনো পেরেশান হয় না। আরেকবার বললেন, যে আগে থেকেই কোন বিষয়ের উপর আশা করে না থাকে, তো সে কখনো কষ্ট পায় না।

৩. অন্ধ ব্যক্তির নি' আমত

একবার এক অন্ধ ছেলে (মাদরাসায় খেদমতে নিয়োজিত) হযরতের নিকট এসে দু' আ চাইলে হযরতওয়ালা তার জন্য দু' আ করে দিলেন এবং বললেন অন্ধদের স্মরণ শক্তি ভালো হয়। কারণ আমাদের যাদের চোখ আছে তারা দুনিয়ার হাজারো রকমের জিনিস দেখে আমাদের স্মৃতির মেমোরী ভরে ফেলি। আবার চোখের হেফাজত না করে গুনাহ করি যা অন্ধরা করতে পারে না। এক জমানায় এমন ছিলো অন্ধ মাত্রই কুরআনে হাফেজ ছিল।

৪. নেক আমল কাকে বলে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ভাল কাজ করার নামই নেক আমল না। এমনকি মসজিদ, রাস্তা- ঘাট ইত্যাদি তৈরি করার নাম নেক আমল না। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ এক মসজিদ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে বলেছেন। এর কারণ ছিল

ঐ মসজিদ দীন ধ্বংস করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। ভাল কাজ করনেওয়ালার যদি ঈমান থাকে এবং ঐ ভাল কাজটা যদি সুন্নত তরীকায় করা হয় তবে ঐ ভাল কাজকে নেক আমল বলা হবে। অর্থাৎ ঈমানদার ব্যক্তি সুন্নত তরীকায় কোন ভাল কাজ করলে তাকে নেক আমল বলা হবে।

৫. বিপদ- আপদের ফায়দা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমরা যদি জানতাম যে আমাদের একেকটা বিপদ- আপদের কারণে আমরা কত লাভবান হই তাহলে আমরা আল্লাহর কাছে নিজেদের জন্য আরো বেশী বিপদ- আপদ চাইতাম। হারদুই হুজুর রহ. একটা উদাহরণ দিতেন। এক লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। হঠাৎ একটা ভারী বস্তা তার মাথায় পড়লো। এতে লোকটা প্রথমতোঃ অনেক রেগে গিয়ে যাচ্ছে- তাই বকাঝকা করতে লাগলো। কিন্তু একটু ঠাণ্ডা হয়ে যখন বস্তাটা খুললো তখন দেখলো বস্তা ভরা পাঁচশ টাকার নোট, আর উপরে একটা কাগজে লিখা আছে এই বস্তার সব টাকা তোমার জন্য হাদিয়া। এখন লোকটা কী বস্তা মাথায় পড়ার কারণে মন খারাপ করবে? নাকি আরো বস্তা তার মাথায় পড়ুক এই দু‘ আ করবে?

৬. কাফেরদের কাছে নির্যাতিত হওয়ার কারণ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কোন পিতা যখন ছেলের কাজকর্মের কারণে অনেক অতিষ্ঠ হয়ে যায়, তখন আর সহ্য করতে না পেরে নিজেই পুলিশ ডেকে এনে পুলিশ দিয়ে শাস্তি দেওয়ায়। ঠিক তেমনি আল্লাহ আমাদের গুনাহের কর্ম কাণ্ডের কারণে রাগান্বিত হয়ে কাফেরদের দ্বারা আমাদেরকে শাস্তি দিচ্ছেন। এ জন্য প্রথমে নিজেদের আমল ঠিক করতে হবে।

৭. মালিকের কৈফিয়ত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দুনিয়াতে কোন কর্মচারী মালিকের কোন কাজে কৈফিয়ত চাইতে পারে না বা মালিকের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। যেমন মালিক যদি তার মাল থেকে কাউকে কিছু হাদিয়া দেয় এতে কর্মচারীর মনে কোন কষ্ট থাকে না। কেননা এতে কর্মচারীর বেতন তো আর কমে যায় না। ঠিক তেমনি আমাদের যাদের মাল আছে, এ সব কিছুর মালিক আল্লাহ। আমাদের মাল কমে গেলেও এতে কষ্টের কিছু নাই। কারণ, আমাদের তাকদীরে যতটুকু আছে তা আমাদের থাকবেই।

৮. দাঁড়ির মূল্য

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমরা সবাই আল্লাহর ওলী হতে চাই। কিন্তু বহু লোক জানেই না ওলী কিভাবে হওয়া যায়। কেউ বেশী বেশী মিলাদ পড়ছে, কেউ বেশী বেশী যিকির করছে, কেউ তাহাজ্জুদ পড়ছে অথচ ঐ লোকদের দাঁড়ি নাই। লক্ষ- কোটি তাহাজ্জুদ এক পাল্লায় রাখলেও দাঁড়ির ওজন বরাবর হতে পারবে না। দাঁড়ি ঈমানের আলামত। মু' মিন হওয়ার আলামত। গুনাহের কারণে কেউ আযাবের উপযুক্ত হলেও দাঁড়ির কারণে আল্লাহ তাকে আযাব দিতে লজ্জা পান।

৯. মুসলমানের সাথে কাফেরের শত্রুতা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মুসলমানের সাথে ইহুদী- নাসারাদের শত্রুতা এই জন্য না যে মুসলমান দোষী। ইহুদী- নাসারারা আমাদের আখেরী নবীকে মানতে পারে নি। তাই যারা আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ - কে মেনেছেন তারাই কাফেরদের শত্রু। কিন্তু ইনশাআল্লাহ অবশ্যই মুসলমানদের জয় হবে।

১০. জানাজার পর লাশ না দেখানোর কারণ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কোন লোকের হয়তো খারাপ গুন আছে কিন্তু কেউ তা জানে না। সবাই তার ভালো গুন সম্পর্কে জেনে ভালো জানে। সবাই যখন ভালো ধারনা করে তখন আল্লাহ তার দোষ মাফ করে দেন। জানাজার পর মৃত ব্যক্তির ফায়সালা হয়ে যায়। যদি কারো ব্যাপারে শাস্তির ফায়সালা হয়, এই ফায়সালার কারণে তার চেহারায় পরিবর্তন দেখা দিতে পারে, আর তাই তখন তাকে দেখলে মানুষের খারাপ ধারনা আসতে পারে। এই কারণে জানাজার পর লাশ দেখানোও নিষেধ।

১১. আমল করার ইচ্ছা নি‘ আমত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, এখন আপনার আমল করতে ইচ্ছে করছে তো সাথে সাথে করে ফেলেন কারণ এই মুহূর্তে আমল করার ইচ্ছা জাগাটা আল্লাহর নি‘ আমত। অনেকে ইচ্ছা আসার পরেও নেক আমল করে না এটা নি‘ আমতের না শুকরী। কারণ আমল করার ইচ্ছা আসা আল্লাহর দেয়া একটা ‘ তাওফীক’ ছিল। পরে তার নেক আমল করার ইচ্ছা না আসা ঐ নি‘ আমতের নাশুকরী।

১২. বাজেট তৈরি করা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দুনিয়ার মানুষ তাদের কোন প্রতিষ্ঠান তৈরি করার সময় আগে বাজেট তৈরি করে, পরে টাকা কালেকশন করে, তারপর কাজ শুরু করে। কিন্তু আমরা মাদরাসা মসজিদ বানাতে আগে কাজ শুরু করি, পরে টাকা আসে আর সব কাজ শেষ হওয়ার পর বাজেট তৈরি করি।

১৩. দামী হবে কিভাবে?

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, নিজের দামী বাড়ি- গাড়ি থাকলেই মানুষ দামী হতে পারে না। কারণ

গাড়ি যত দামী হোক না কেন একবার ঐ গাড়িতে চড়লেই তা সেকেন্ড হ্যান্ড হয়ে যায় অর্থাৎ এর মূল্য কমে যায়। যেই জিনিসের সামান্য ব্যবহারে মূল্য কমে যায় ঐ জিনিস কী করে মানুষের দাম বাড়াতে পারে !!!?

১৪. সাভাবিক আমল করবো

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, একবার এক লোক বিভিন্ন আল্লাহওয়ালাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে জানতে লাগলেন, যদি জানা যায় যে আগামীকাল মৃত্যু হবে, তাহলে কোন বিশেষ আমলটা আপনি করবেন ? একেকজন আল্লাহওয়ালা একেক ধরনের উত্তর দিলেন। কেউ বললেন সারাদিন কুরআন তিলাওয়াত, কেউ বললেন সারাদিন দু' আ ইস্তেগফার, কেউ বললেন নামায ইত্যাদি। একজন আল্লাহওয়ালা বললেন, আমি প্রতিদিন যে আমল করি তাই করবো, আমার আমলে কোন পরিবর্তন আসবে না। কেননা আমি প্রতিদিন মৃত্যুর কথা ভেবেই আমার আমল করি।

১৫. আল্লাহওয়ালাদের সাথে বেয়াদবির ফল

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহওয়ালাদের সাথে বেয়াদবি করলে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেও শাস্তি দেন আখিরাতেও দেন। কোন লোক যদি বেয়াদবি করার পরেও দেখে যে তাকে কোন শাস্তি দেয়া হচ্ছে না, এটাকে খেয়ালিপনা না করা। আল্লাহ রাব্বুল ' আলামীন মাঝে মাঝে ঢিল দেন। তারপর হঠাৎ এমন শাস্তি তাকে দেন যে এর থেকে রেহাই পাবার রাস্তা সে আর খুঁজে পায় না।

১৬. আযান ইকামাত যথেষ্ট না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মুফতী সাহেবরা যারা দীনের বড় বড় কাজের জন্য নিজেদের ব্যস্ত

রাখেন, তাদের জন্য আযান ইকামাত যথেষ্ট না। নামাযের ওয়াক্ত হলে মুআজ্জিনের জন্য বা অন্যদের জন্য জরুরী হলো (ঐ মুফতী সাহেবদের, যারা দীনের মাসআলা- মাসাইল নিয়ে ব্যস্ত) তাদের কাছে গিয়ে নামাযের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া। যদি নামাযের ক্ষেত্রে এই হুকুম হয়, তাহলে বুঝা দরকার, কেউ যদি মুফতী সাহেবদের কাউকে কোন মাহফিলের জন্য বা অন্য কোন দাওয়াত অগ্রিম দিয়ে থাকে, তাহলে নির্দিষ্ট সময়ের আগে কতবার স্মরণ করানো উচিৎ।

১৭. বান্দার স্তর

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, যদিও আল্লাহ মানুষকে বান্দা হিসেবে বানিয়েছেন, তবুও আল্লাহ তাকে অনেক মর্যাদা দিয়েছেন। কেননা স্তর আছে তিনটি।

১. চাকরঃ এখানে স্বাধীনতা আছে। যতোটুকু সময় কাজ আছে, ততোটুকু সময় কারো অধীনে থেকে মেহনত করে । তারপর সে স্বাধীন।

২. কৃতদাসঃ এখানে স্বাধীনতা নাই। ২৪ ঘন্টাই কারো অধীনে থাকতে হয়। কিন্তু তাকে স্বাধীনতা দেয়া যায় অর্থাৎ আযাদ করা যায় আবার বিক্রি করা যায়।

৩. বান্দাঃ এর দুনিয়ার যিন্দেগীতে কোন আযাদী বা স্বাধীনতা নাই। সবসময় মালিকের অধীনে থেকে কাজ করতে হবে। এক মূহুর্তের জন্যও নিজের ইচ্ছা মতো কোন কাজ করতে পারবে না। এটাই সবচেয়ে নিচের স্তর।

কিন্তু আল্লাহ মেহেরবানী করে তার বান্দার আমল- আখলাক দেখে যখন খুশী হন, তখন তাকে সবচেয়ে বড় মাকাম দেন আর তা হলো ‘ আল্লাহর বন্ধু’ ।

১৮. মোমিনের ছুটি নেই

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, যার আগামীকাল পরীক্ষা এখন সে সময় নষ্ট করে না। মু' মিনের মনের অবস্থাও এমন হওয়া উচিৎ। সে সময় নষ্ট করবে না কেননা আগামীকাল তার কবরের পরীক্ষা। হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কাফেরদের মত সপ্তাহ বা মাসে ছুটি কাটানো মু' মিনের পক্ষে সম্ভব না।

১৯. রাস্তা বেছে নেওয়া বান্দার দায়িত্ব

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সরকার যেমন বিদ্যুৎ সাপ্লাই দিয়ে রেখেছে, বাতি জালানো নিভানো আমার ইখতিয়ার। ঠিক তেমনি আল্লাহ মানুষকে বিবেক এবং ক্ষমতা দিয়েছেন, জান্নাত জাহান্নামের রাস্তা গ্রহণ করা বান্দার ইখতিয়ারে। সুতরাং আমাকে এখন রাস্তা গ্রহণ করতে হবে।

২০. উম্মতের দাম বেশী নয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমরা বিরিয়ানি খাওয়ার সময় চাটনিও চাই। এর অর্থ এই না যে বিরিয়ানি থেকে চাটনির দাম বেশী। ঠিক তেমনি অনেক নবী, নবী হয়েও হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মত হতে চেয়েছেন। এর অর্থ এই না যে নবী থেকে উম্মতের দাম বেশী।

২১. মসজিদে মাদরাসা না করা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হারদুই হুজুর রহ. বলতেন, খানার দাওয়াত আর বয়ানের দাওয়াত, এক সাথে দেয়া যাবে না। তবে শুধু খানার দাওয়াত দিলে কিছু বয়ান করা যেতে পারে। ঠিক তেমনি মসজিদে- মাদরাসা না করে মাদরাসা আলাদা করা। তবে মাদরাসায় মসজিদ করা যায়। মসজিদে মাদরাসা করা ঠিক না।

২২. একজনের গুনাহের দরুন অন্যের উপর শাস্তি আছে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, যদি কোন দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিকে, একটি বা কয়েকটি পিঁপড়া কামড় দেয়, তাহলে ঐ ব্যক্তি এক সাথে অনেকগুলো পিঁপড়া মেরে ফেলে। এমন হয় না যে, বাছাঁই করে শুধু ঐ পিঁপড়াগুলোকে মারে যেগুলো তাকে কামড় দিয়েছে। একইভাবে আমাদের মধ্য হতে কোন একজন বা গুটি কয়েকজন যদি গুনাহ করে, তাহলে তার কারণে সবার উপর আযাব চলে আসে।

২৩. নেককারের শাস্তি আগে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বনি ইসরাইলের এক কউমকে তাদের গুনাহের কারণে শাস্তি দেয়ার জন্য যখন ফেরেশতা পাঠানো হলো, তখন ফেরেশতা এসে আল্লাহকে একজন লোকের কথা বললেন, যে কিনা এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহর ইবাদাত থেকে খালি না। আল্লাহ রাব্বুল ‘ আলামীন ফেরেশতাদের আদেশ করলেন, যেন পুরো কউমকে উল্টিয়ে ঐ লোকের মাথার উপর ফেলা হয়। কেননা, আল্লাহর বান্দাদের নাফরমানি দেখেও, ঐ লোকের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় নি। হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ এমনটি কেন করলেন? অনেকের বুঝে আসে না যে, আল্লাহ ঐ নেককার লোককে শাস্তি কেন দিলেন। এর উদাহরণ এমন, যেমন কোন ছেলের সামনে তার বাবাকে কেউ মারলে, ছেলে তার প্রতিকার না করলে, সবাই প্রথমে ছেলেকেই বকা দিবে।

২৪. অভাবের মূল

অভাব মানে কী? আমরা অনেকেই জানি না। হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, অভাবের মূল হলো অ-ভাব। আর এই অ- ভাবের কারণেই মানুষের যিন্দেগীর প্রতিটি ক্ষেত্রে

অভাব দেখা দেয়। আল্লাহর সাথে ভাব সৃষ্টি হলে দুনিয়ার অভাব দূর হবে।

২৫. আশরাফুল মাখলুকাত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা এই কথাটা ঢালাও ভাবে বলা ঠিক না। কেননা সব মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত না। আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা জীব সে, যে ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর হুকুম আর নবীর তরীকায় চলে। যে ঈমান আনে নাই সে আশরাফুল মাখলুকাত হওয়া দূরের কথা, মানুষ- ই না। সে তো চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় বরং তার চেয়েও নিচে।

২৬. এই উম্মতের হায়াত কেন কম

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, এই উম্মতের হায়াত কম কেন? কারণ, দুনিয়া হলো খুব কষ্টের জায়গা। এই কষ্টের জায়গায় আল্লাহ এই উম্মতকে লম্বা সময় রাখতে চান না। খুব দ্রুত এই উম্মতকে জান্নাতে দাখিল করতে চান। আর বেশী হায়াতের কারণে, বেশী ইবাদাত করে জান্নাতের যে উঁচু মাকাম হাসিল করার কথা, তা থেকেও এই উম্মতকে বঞ্চিত করেন নি। এই অল্প সময়ে স্বল্প আমলের দ্বারা তার মাকাম অনেক বেশী করার ব্যবস্থা রেখেছেন। যেমনঃ ইশরাক নামাযের দ্বারা হজ্জের নেকী, আউয়াবীন নামাযের দ্বারা ১২ বছর আমলের নেকী, জুমু‘ আর দিনের ৬টি আমলের দ্বারা প্রতি কদমে ২ বছর আমলের নেকী, জুমু‘ আর দিনে আসরের পর নির্দিষ্ট দুরূদ ৮০ বার পড়ার কারণে ৮০ বছরের আমলের নেকী, শবে ক্বদরে ৮৩ বছর ৪ মাসের নেকী ইত্যাদি।

২৭. চোখের পানির শক্তি

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, চোখের পানি অল্প কিন্তু এর পাওয়ার বা শক্তি সাংঘাতিক। আল্লাহর মুহাব্বাতে, আল্লাহর ভয়ে এক ফোটা চোখের পানি- ই জাহান্নামের আগুন নিভানোর জন্য যথেষ্ট।

২৮. আল্লাহর মনোযোগ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কুরআন তিলাওয়াত করনেওয়ালার প্রতি আল্লাহর দৃষ্টি মনোযোগ সবচেয়ে বেশি হয়। যে কুরআনকে আকড়ে ধরবে সে সাত আসমানের উপর উঠে যাবে অর্থাৎ, জান্নাতে পৌঁছে যাবে। আর এই দুনিয়াতো জাহান্নামের সর্ব নিম্নস্তর।

২৯. সদকা করলেও মুজাহাদা হয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সদকা করার মাঝেও মুজাহাদা আছে। প্রথম প্রথম যখন সদকা করা হয় তখন দিলের উপর করাত চলে। হারদুই হুজুর, হযরত সাইয়্যিদ শাহ আবরারুল হক রহ. বলতেন, যখন মসজিদের দান বাক্স চালানো হয় বা রুমাল দিয়ে মসজিদ- মাদরাসার চাঁদা তোলা হয় তখন কিছু দান না করলেও অন্ততঃ খালি হাত মুঠ করে হলেও রুমালে এমন ভাবে রাখা যেন মানুষ দেখলে বুঝে কিছু দান করা হয়েছে। এভাবে একদিন দান- সদকা করার অভ্যাস গড়ে উঠবে। হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সত্যিকার অর্থে এই মালের মালিক তো আসলে আল্লাহ, আমরা তো পাহারাদার মাত্র।

৩০. মুসলমানের খাদেম

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমরা যখন দীনের খেদমতের জন্য জান, মাল কুরবানী করবো তখন আল্লাহ সমস্ত মাখলুককে আমাদের খেদমতে লাগিয়ে দিবেন।

অন্যান্য মাখলুকের মতো, আল্লাহ কাফেরদেরকেও রেখেছেন আমাদের খেদমতের জন্য। সব কাজতো আর গরু দিয়ে হয়না। মানুষ নামক গরু দিয়েও মুসলমানদের খেদমত করানো হবে।

৩১. জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কওমী মাদরাসা মানে হলো জাতীয় মাদরাসা। অর্থাৎ যে মাদরাসার মাধ্যমে জাতি টিকে থাকবে। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আর শিক্ষা তাকে বলে যে শিক্ষার দ্বারা আল্লাহকে চেনা যায়। এটা সম্ভব একমাত্র দেওবন্দী মাদরাসার মাধ্যমে। পৃথিবীর কোথাও যদি হক বা সঠিক মাদরাসা পাওয়া যায় তবে অবশ্যই সেটা দেওবন্দ এর সাথে জড়িত। গত শতাব্দীর উলামাদের সবচেয়ে বড় মেহনতের ফসল ভারতের ইউ.পির দেওবন্দ মাদরাসা। প্রত্যেক যামানায় জনসাধারণ দীন পেয়েছে কওমী মাদরাসার উসিলায়। এই মাদরাসা পৃথিবীর রূহ। এই মাদরাসা আছে বলেই দীন টিকে আছে আর এর বরকতে কাফের মুশরিকরাও খাচ্ছে। সকলকে আল্লাহ পালছেন এই মাদরাসার উসিলায়।

৩২. বাদশাহ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ‘ বাদ’ মানে বাতাস আর শাহ্ মানে রাজা । বাদশাহ্ শব্দের অর্থ হলো, যার রাজত্ব হাওয়ার উপরে। অর্থাৎ যে বাদশাহীর কোন অস্তিত্বই নাই। এইজন্য কোন আল্লাহওয়ালাকে বাদশাহ বলা হয় না বরং শুধু শাহ্ বলা হয়। অর্থাৎ যার রাজত্ব কেয়ামত পর্যন্ত। এজন্যই কুরআনে বলা হয়েছে আমার এই যমীনের আসল মালিক মু’মিন। হারদুই হুজুর রহ. মাদরাসায় কোন ছাত্রকে শাস্তি দিতে চাইলে, ছাত্রের টুপি খুলিয়ে শাস্তি দিতেন। কারণ টুপি একটা বাদশাহীর আলামত। আর বাদশাহী অবস্থায় কাউকে শাস্তি দেয়া যাবেনা।

৩৩. মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বর্তমানে ইহুদী, নাসারা ইসলামের যে ক্ষতি করছে তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করছে কিছু নামধারী মুসলমান। এরা মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু। আদমশুমারীর হিসাব অনুযায়ী এরা মুসলমান হিসেবে পরিচিত হলেও কুরআন-হাদীস অনুযায়ী আল্লাহর খাতায় এরা মুসলমান হিসেবে নেই।

৩৪. বাংলাদেশের শত্রু কারা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সারা দুনিয়ার কুফরী শক্তি এখন বাংলাদেশের পেছনে লেগেছে। কারণ কাফের-মুশরিকরা জরীপ করেছে, এই দেশে সবচেয়ে বেশি শান্তি। শান্তি হওয়ার কারণ কী? কারণ হলো এই দেশের জনগণ উলামাদের সাথে জুড়ে আছে। এখনো জনগণ উলামাদেরকে মুহাব্বাত করে। আল্লাহর দীনের চর্চা সারা পৃথিবীর মধ্যে এই দেশে সবচেয়ে বেশী। আল্লাহ এই নি‘আমতকে আরো বাড়িয়ে দিন। আমীন। কুফরী শক্তি সর্বদাই মুসলমানদের ধ্বংস করার কাজে ব্যস্ত। মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্যই জাতিসংঘ। জাতিসংঘে আমেরিকা তথা কাফেররা কখনোই চাঁদা দেয় না, মুসলমান দেশ দেয়। অথচ জাতিসংঘ তৈরী করা হয়েছে মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য।

৩৫. ধন-সম্পদের দুনিয়াবি ক্ষতি

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দুনিয়া কামাই করে পুরো যিন্দেগী নষ্ট করছি অথচ আমার এই মাল, ধন-সম্পদ দুনিয়াতেই আমাকে লাঞ্ছিত করছে। এর কত ভয়াবহ চিত্র আমাদের নজরে আসতেছে। এতো ধন-সম্পদের মালিক হয়েও, বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার কাছে তার বিবি বাচ্চারা পর্যন্ত কাছে যেতে চায় না। রোগ-বালাই হলে তো আরো ভয়াবহ। ঢাকার

মুহাম্মাদপুর এলাকায় এক লোক তার সব সম্পত্তি ছেলের নামে লিখে দিলেন। মেয়েদেরকে কিছুই দিলেন না। অথচ অসুস্থ বাবার শরীরের দুর্গন্ধের কারণে, ঐ ছেলে কাছে যায় না, জানালা দিয়ে রুটি ছুড়ে মারে। অথচ কোন সাহাবী এমন নাই যে, ব্যবসা আর চাকরী করতে করতে মারা গেছেন।

৩৬. আমাদের যামানার কারুন

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমাদের মধ্যেও অনেক ফেরাউন আর কারুন আছে। আমাদের মধ্যেই অনেক লোকের ধারনা যে, সে নিজের বুদ্ধি দিয়ে ধন- সম্পদ কামাই করেছে, এটা হলো কারুনের চিন্তা।

৩৭. প্রতিযোগিতা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ রব্বুল আ' লামীন আমাদের একটার পর একটা নেয়ামত দিয়ে যাচ্ছেন। যারা এই নেয়ামত কাজে লাগাচ্ছে তারাই জ্ঞানী। আর যারা কাজে লাগায় না তারা মূর্খ। এই মূর্খ লোকদের দিলে শরী' আতের গুরুত্ব নেই। দুনিয়ার চাকচিক্য, মাল, দৌলত, গাড়ি- বাড়ির গুরুত্ব তার দিলে। তারা দুনিয়া কামাইয়ের প্রতিযোগিতা করে। অথচ কুরআনে নেক কাজের প্রতিযোগিতা করতে বলা হয়েছে।

৩৮. জান্নাত চাওয়ার অর্থ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, জান্নাত চাওয়ার অর্থ হলো আল্লাহর খুশি আর আল্লাহর দীদার লাভ করতে চাওয়া। জান্নাত পাওয়া মানে আল্লাহর খুশি পাওয়া। আল্লাহ জান্নাতীদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করবেন, ' আমি তোমার উপর রাজী'। এটা এমন এক ঘোষণা যে মু' মিনের জন্য এর চেয়ে বড় আর কিছু নেই। এই ঘোষণার জন্য জান্নাত চাওয়া।

৩৯. কুরবানীর নি‘ আমত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, প্রত্যেক কুরবানী করনেওয়ালার কাজের পর আল্লাহ দুনিয়াতেও কিছু খুশির জিনিস রেখেছেন। যেমন, রোযার পর ঈদ, পশু কুরবানীর পর ঈদ। এবং ঈদে আল্লাহ মু’ মিনকে খুশি থাকতেও হুকুম করেছেন। কেউ নারাজ থাকলে বুঝতে হবে তার ঈমান দুর্বল। ঈদের চারদিন রোযা রাখা হারাম করেছেন। এই দিনে সে না খেয়ে থাকার কষ্ট করবে না, কারণ এসময় আত্মীয়- স্বজন নিয়ে ভালো খানা খাওয়া ইবাদাত হিসেবে রাখা হয়েছে। এটা আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের জন্য নি‘ আমত। নি‘ আমত পাওয়ার পর যে ফযীলত হয়, বান্দার দায়িত্ব হয় এটাকে ধরে রাখা। ইচ্ছে করে এই নি‘আমতের উপরে কালো দাগ না লাগানো অর্থাৎ গুনাহ না করা।

৪০. অভিভাবকদের মূর্খতা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, অভিভাবকগণ তার সন্তানের প্রতি অনেক মুহাব্বাত প্রকাশ করেন কিন্তু আজীব তরীকায়। সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাদের চিন্তা অনেক। নিজের হায়াতের পুরোটা অংশ সন্তানের জন্য মাল জমা করার কাজে ব্যয় করেন। ‘ মরে গেলে ছেলে- মেয়ের কী হবে!’ এই ভেবে তার নিজের যিন্দেগী শেষ করছেন। মউতের পর সন্তানদের নিকট সম্পদ রেখে গেলেন কিন্তু তাকওয়া রেখে গেলেন না, তো সন্তানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব করার ব্যবস্থা করে গেলেন।

৪১. চাকরী করার উদ্দেশ্য

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মুসলমান পেটের দায়ে চাকরী করেনা। চাকরী করে আল্লাহর হুকুম পুরা করার জন্য এবং সুন্নাত আদায়ের জন্য।

৪২. আল্লাহর দয়া

একবার হযরতওয়ালা দা.বা. কে কোন একজন জিজ্ঞাস করলেন, হযরত আল্লাহ পাকের এতো দয়া তারপরেও কেন তিনি তার গুনাহগার মু' মিন বান্দাকে সাময়িক সময়ের জন্য হলেও জাহান্নামে ফেলবেন? আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে কী তাকে জান্নাত দিতে পারেন না? হযরত বললেন, অবশ্যই পারেন। এবং অনেককে আল্লাহ নিজ দয়ায় মাফ করেও দিবেন। তারপরেও যাদেরকে কিছু সময়ের জন্য জাহান্নামে ফেলবেন এর কারণ হলো, তাকে পাক পবিত্র করা। মা তার সন্তানকে অনেক ভালোবাসেন, তাই বলে কী সন্তানের গায়ে পায়খানা- পেশাব লাগলে ঐ অবস্থায় দয়া করে কোলে তুলে নেন, না- কী পাক পবিত্র করে নেন?

৪৩. কুরআনী ইলমের শক্তি

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ব্রিটিশরা আসার আগে যারা মুসলমান ছিল তাঁরা কুরআন হাদীস শিক্ষা করা জরুরী মনে করতো, এবং এর সাথে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হতো। তাঁদের তৈরী দালান ৪০০/৫০০ বছর ধরে আছে। অথচ যারা কুরআন হাদীস শিক্ষা জরুরী মনে করছে না, এই লোকদের তৈরী দালানের গ্যারান্টি ৯৯ বছর।

৪৪. যিন্দা মাদরাসা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, যে মাদরাসায় বাচ্চাদের পাশাপাশি বয়স্কদের শিক্ষা দেয়া হয় ঐটাই যিন্দা মাদরাসা।

৪৫. জানোয়ারের ইশক

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমাদের অনেকের ধারনা আমরা যে পশু কুরবানী দেই এতে

প্রাণীদের অনেক কষ্ট হয়। আর একে কেন্দ্র করে আমাদের অনেক মূর্খ মুসলমান ভাইয়েরা স্লোগান দেয় "জীব হত্যা মহা পাপ"। আসলে বিষয়টা এমন না। কুরবানীর জানোয়ারকে জবাহ করার জন্য সামনে যখন "বিসমিল্লাহ" পড়া হয় তখন সাথে সাথে ঐ জানোয়ার আল্লাহর ইশকে মাতোয়ারা হয়ে যায়। ঐ জানোয়ারের আর কষ্ট হয় না।

৪৬. মেয়ে সন্তান নি' আমত কেন

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমাদের জান, মাল, সময়, ইজ্জত, সন্তান সব আল্লাহর দীনের জন্য। ছেলেও নি' আমত, মেয়েও নি' আমত। কিন্তু মেয়ে হওয়া বেশি নি' আমত। ছেলে সন্তানকে লালন- পালনের ক্ষেত্রে অন্য কোন উদ্দেশ্য আসার সম্ভাবনা থাকে কিন্তু মেয়েকে লালন- পালন করা হয় খালেস আল্লাহর জন্য।

৪৭. সত্যিকার অর্থে খুশি

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, অনেকে মাদরাসা মসজিদকে অনেক ভালোবাসে। কোন যায়গায় মাদরাসা হলে অনেক খুশি হয়। আলহামদুলিল্লাহ বলে। আলহামদুলিল্লাহ বলাতো ভালো কিন্তু শুধু আলহামদুলিল্লাহ বলা যথেষ্ট না। মাদরাসাকে মুহাব্বাত করতেও হবে, নিজের সন্তানদের দীনী ইলম শিক্ষা দেয়ার জন্য মাদরাসায় পাঠাতেও হবে। জান- মাল দিয়ে সাহায্যও করতে হবে। তাহলেই বোঝা যাবে সে সত্যিকার অর্থে খুশি।

৪৮. বিবির মতো চেহারা

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, হারদুই হুজুর রহ. বলতেন, তুমি যে (দাঁড়ি কেটে) তোমার বিবির

মতো চেহারা বানালে এর জন্য তো লজ্জা হওয়ার কথা। জুমু' আর নামায পড়তে গেলে কী নিজের বিবির সালোয়ার কামিজ পরে যাওয়া লজ্জার ব্যাপার না?

৪৯. দাড়ি না রাখার ক্ষতি

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দাড়ি না রাখার অনেক ক্ষতি রয়েছে। তন্মধ্য হতে সবচেয়ে বড় ক্ষতি তার চেহারা কাফেরের চেহারার ন্যয় হয়ে যায়। আরেকটি ক্ষতি হলো, তার চেহারা মহিলাদের চেহারার ন্যয় হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা পুরুষের সৌন্দর্য রেখেছেন দাড়ির মাঝে আর মহিলার সৌন্দর্য রেখেছেন লম্বা চুলের মাঝে। যার ফলে দেখা যায় মাহিলারা দাড়ি বিহীন পুরুষ দেখলে ঘোমটা টানে না। মনে করে সে তো আমাদের মতই মহিলা। পক্ষান্তরে একজন দাড়িওয়ালা লোক দেখলে পুরুষ মনে করে ঘোমটা টানে।

তার ছোট বাচ্চাও ধোকায় পড়ে যায় যে, তার একজন পিতা থাকবে, একজন মাতা থাকবে। এখন দেখে চেহারা উভয়ের এক-ই। মনে করে উভয়ই তার মা। এছাড়া তো দাড়িতে ব্লেড লাগানো মানে রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাহি ওয়াসাল্লাম) কলিজায় ব্লেড চালানো। রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাহি ওয়াসাল্লাম) কষ্ট দিয়ে কিভাবে তার সুপারিশ পাওয়া যাবে!

৫০. সালামের উত্তর শুনিয়ে না দেওয়ার ক্ষতি

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সালামের উত্তর শুনিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। অনেককে দেখা যায় উত্তর শুনিয়ে দেয় না। হাত দিয়ে ইশারা করে বা মাথা নেড়ে উত্তর দেয়। কিন্তু এভাবে উত্তর দেওয়ার অনেক ক্ষতি আছে।

১. নিজের অহংকার বৃদ্ধি পায়, অন্যকে হেয় মনে হতে থাকে।

২. সালামদাতার অন্তরে কষ্ট দেওয়া হয়। আর কোন ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়া হারাম, কবিরাহ গুনাহ।

৫১. হতাশার কিছু নেই

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মানুষ যদি নির্বোধ- বোকা হয় তাহলে তার হতাশ হওয়ার কিছু নেই। যদি সে কোন মুরব্বির সাথে পরামর্শ করে তাহলে সে কোন ক্ষতির সম্মুখিন হবে না। আর যদি কারো পরামর্শ ছাড়া জীবন যাপন করে তাহলে তার সমস্যার কোন শেষ নেই।

৫২. পরিণাম গুনাহ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, লোকেরা একটু সুযোগ পেলেই আপোষে আলোচনা শুরু করে। আলোচনা মানে আলু+চনা (বুট)। এই গুলি খেয়ে যেমন মজা পায়, আলোচনা করেও তেমন মজা পায়। এক পর্যায়ে অন্যের দোষচর্চা শুরু হয়, গালি- গালাজ হয়, অনেক অনর্থক কথা বলতে থাকে। শেষ পরিণামে সকলে কিছু গুনাহ নিয়ে ফিরে। আলোচনার পরিনাম হলো গুনাহ।

৫৩. খবরের কাগজ নয়, কবরের কাগজ পড়তে হবে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, লোকেরা ঘুম থেকে উঠেই খবরের কাগজ নিয়ে পড়ে থাকে। খবরের কাগজ বাদ দিয়ে কবরের কাগজ দিয়ে- দিন শুরু করতে হবে। অর্থাৎ কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে দিনের শুরু করতে হবে। ধীরে ধীরে আমাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে, অল্প সময় পরেই এদেশ ছেড়ে কবরের দেশে যেতে হবে।

TOP

৫৪. কৃষি কাজ থেকে মৃত্যুর পরের অবস্থা বুঝা যায়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কৃষি কাজ থেকে মৃত্যুর পরের অবস্থা বুঝা যায়। ফসল কাটার সময় হলে তা কেটে নিয়ে যায়, তারপর কিছু দিন জাগ দেয়, তারপর উঠিয়ে মাড়াই করে, তারপর চিটা থেকে ভালগুলি আলাদা করে, তারপর ভালো গুলি গোলায় তুলে রাখে আর চিটা গুলি চুলায় দেয়। তেমনি মানুষের মৃত্যুর মাধ্যমে তাকে কাটা হয়, তারপর কবরে রেখে জাগ দেওয়া হয়, তারপর হাশরের ময়দানে উঠিয়ে বিচারের মাধ্যমে মাড়াই করা হবে। তারপর পুলসীরাতের মাধ্যমে চিটা বাছাই করা হবে। তারপর চিটাগুলি জাহান্নামে আর ভালোগুলি জান্নাতে রাখা হবে।

৫৫. প্রতিটি কাজের মাঝে হিকমত নিহিত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতিটি অবয়ব ও অবকাঠামোর মাঝে বিশেষ হিকমত রেখেছেন। আল্লাহ তা'আলা দাড়ি একটি পরিমিত বয়সে দিয়েছেন। তার পূর্বে দাড়ি দিলে, সে যত্ন নিতে পারতো না। আবার এর মাধ্যমে পিতা- মাতাকে বুঝানো হয়, তার বিবাহের বয়স এসেছে। গুনাহ থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে তাকে বিবাহ করাতে হবে।

৫৬. আমেরিকায় (অমুসলিম দেশে) বসবাসের জন্য যাওয়া অনুচিৎ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, লন্ডন, আমেরিকা, অন্যান্য অমুসলিম দেশে বসবাসের জন্য যাওয়া ঠিক না। দাওয়াতের কাজে যেতে হবে। এ সকল দেশে নিজের ঈমান নিয়ে টিকে থাকা মুশকিল। বাচ্চাদেরকে দীন শিখানো যাবে না, তারা বে- ঈমান হয়ে মরবে।

৫৭. দু'চোখ হয়েও এক চোখ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মহিলাদের কথার উপর ভিত্তি করে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। তারা দুই চোখ দিয়ে শুধু নিজের স্বার্থই দেখে, অন্যের প্রতি তাদের কোন চিন্তা ভাবনা থাকে না। আর পুরুষরা এক চোখ দিয়ে নিজের স্বার্থ দেখে আরেক চোখ দিয়ে অন্যের স্বার্থ দেখে। এ জন্যই শরী'আতে একজন মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। কমপক্ষে দুই জন হতে হবে। দুই চোখ মিলে হবে এক চোখ, চার চোখ মিলে হবে দুই চোখ। তখন সাক্ষ্য গ্রহণীয় হবে।

৫৮. মসজিদ ভিত্তিক তালীম আবশ্যক

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মসজিদ ভিত্তিক গুনাহে কবীরার আলোচনা সম্বলিত কিতাবের তালীম চালু করা আবশ্যক। লোকেরা আজ হাঁসতে হাঁসতে গুনাহে কবীরায় লিপ্ত হচ্ছে। কিন্তু তার অনুভুতিও হচ্ছে না যে, এটা কবীরা গুনাহ। তার কাছে এ বিষয়ে ইলম না থাকার দরুন সে এসব করছে। যখন মসজিদে মসজিদে তালীম চালু হবে, লোকেরা তার ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত হবে, তখন মানুষের অন্তরে খোদা প্রদত্ত লুকায়িত খোদাভীতি জাগ্রত হবে। সে গুনাহ থেকে বিরত থাকবে। এজন্য প্রয়োজন তালীমের ব্যবস্থা।

৫৯. শরী'আতের অপর নাম পুলসিরাত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, শরী'আতের অর্থ হচ্ছে মহা সড়ক। এই মহা প্রশস্ত রাস্তা কিয়ামতের ময়দানের সঙ্গে সংযুক্ত। কিয়ামতের ময়দানে এই রাস্তার দ্বিতীয় অংশ যার নাম পুলসিরাত। উভয় রাস্তা এক। দুনিয়াতে নাম শরী'আত,

আখেরাতে নাম পুলসিরাত। এই দ্বিতীয় রাস্তা গিয়ে মিলেছে জান্নাতের প্রধান ফটকের সঙ্গে। যার নিচে হলো জাহান্নাম। দুনিয়াতে শরী'আত নামক রাস্তার প্রতিটি পথচারী সোজা গিয়ে পৌঁছবে জান্নাতে। যারাই শরী'আত থেকে ছিটকে পড়বে তারাই গিয়ে পৌঁছবে জাহান্নামে। তাই শরী'আতকে মজবুত ভাবে আকঁড়ে থাকতে হবে।

৬০. দীনী মজলিসে বসতে পারা ইবাদত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, দীনী মজলিসে বসতে পারা অনেক বড় ইবাদত। এই মাহফিলকে নিয়ে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মজলিসে গর্ব করেন। আর ফেরেশতাদের মাহফিলে কোন গুনাহগারকে নিয়ে গর্ব করা হয় না। এ দ্বারা প্রতিয়মান হয় মজলিসে অংশগ্রহণকারীকে প্রথমে ক্ষমা করে দেন তারপর তাকে নিয়ে গর্ব করেন। এজন্য দীনী মাহফিলে আসতে পারা ইবাদত এবং সৌভাগ্য।

৬১. দীনী মেহনতের সঙ্গে জুড়ে থাকা আবশ্যক

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আমের গুটি যেমন গাছের সঙ্গে লেগে থেকে বাড়তে থাকে, বড় হয়, এক পর্যায়ে পরিপক্ক হয়ে মানুষের নিকট মূল্যবান হয়। তেমনিভাবে দীনের মেহনতের সঙ্গে যারা জুড়ে থাকবে তাদের রুহানী তারাক্কী হতে থাকবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি মুহাব্বত গাঢ় হবে। এবং দীনের উপর টিকে থাকতে পারবে। তাই কোন না কোন দীনী মেহনতের সাথে জুড়ে থাকা আবশ্যক।

৬২. ব্রিটিশ বিষ বৃক্ষ কোন ক্ষতি করবে না, যদি.....

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, স্কুল কলেজে পড়ুয়া ব্যক্তিরা যদি সময় সুযোগ মতো আলেমদের মজলিসে উপস্থিত হয়, তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলে, তাদের সংশ্রব অবলম্বন করে নিজেকে দীনী মানসীকতা সম্পন্ন করে তোলে, তাবলীগে সময় লাগায়, তাহলে ব্রিটিশের বিষ বৃক্ষ তথা তাদের সিলেবাস কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অন্যথায় নিজের অজান্তেই নাস্তিক- মুরতাদ, বে- ঈমান হবে। তাই তাদের সুহবাতে আসা একান্ত প্রয়োজন।

৬৩. উপকারীর প্রতিদান দেওয়া উচিৎ

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কারো থেকে কোন প্রকারের উপকৃত হলে তাকেও কোন প্রতিদান দেওয়া উচিৎ। যেন সে বুঝতে পারে যে তুমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ। সেজন্য তিনি যে ভাষা বুঝেন, সে ভাষায় বলতে হবে। প্রথমে جزاكم الله বললে। তারপর বাংলায় ধন্যবাদ বা ইংরেজীতে Thank You বললে। অন্যথায় সে মনে কষ্ট পাবে যে, আমি তাকে উপকার করলাম, সে আমার একটু কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করলো না।

৬৪. ইসলাম মানবতার ধর্ম

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ইসলাম যিম্মীদেরকে যে সম্মান দিয়েছে স্বয়ং তাদের ধর্ম তাদেরকে সে সম্মান দেয়নি। এটাই প্রমাণ করে ইসলাম মানবতার ধর্ম।

৬৫. "জনাবা" বলা ঠিক নয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, অনেকেই মনে করে, পুরুষের ক্ষেত্রে যেহেতু "জনাব" ব্যবহার করা হয় এজন্য মহিলার ক্ষেত্রে "জনাবা" ব্যবহার করতে হবে। আসলে

কথাটি ঠিক নয়। "জনাবা" আরবি শব্দ, অর্থ হলো এমন অপবিত্রতা যার দ্বারা গোসল ফরয হয়।

৬৬. সব সত্য বলতে নেই

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, সব সময় ভালো কথা বলতে হবে। তবে সব জায়গায় বলা চলবেনা। কেবল যেখানে কথা গ্রহণ করবে এবং তাদের উপকার হবে সেখানে বলতে হবে। সত্য কথা বলতে হবে, তবে সব সত্য বলা যাবে না। অবস্থা বুঝে পদক্ষেপ নিতে হবে।

৬৭. বর্তমান ও অতীত বাদশাহর মাঝে পার্থক্য

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, বাদশাহ শাহজাহানের নিকট তার স্ত্রী শরী'আত বিরোধী কিছু দাবী করেছিল। বাদশাহ তাকে বললেন, আমি তোমার দু'টুকরো গোশতের জন্য আল্লাহকে অসুন্তুষ্ট করতে পারবো না। একজন বাদশাহ হয়েও আল্লাহর ভয় কেমন ছিল। এটাই হলো বর্তমান ও অতীত বাদশাহর মাঝে পার্থক্য।

৬৮. আমিই ভালো আছি

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে জনৈক ধনী ব্যক্তি বললো যে, তুমি এমন দারিদ্রের মাঝে কী করে থাকো?! সে জবাব দিলো, সাহেব আমি আপনার চেয়ে অনেক ভালো আছি। আমার মরার সময় মালের কোন হিসাব দেয়া লাগবে না। কিন্তু আপনার দশা কী হবে?

৬৯. ভলিউমের অপচয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম একবার দু'জন ব্যক্তিকে একসঙ্গে বসে উচ্চ আওয়াজে কথা বলতে দেখলেন অথচ দু'জনের কথা বলতে এত উঁচু আওয়াজের প্রয়োজন নেই। তখন হযরত বললেন, তোমরা ভলিউমের (শব্দের) অপচয় করছো কেন? অপচয় করা তো হারাম।

৭০. বাচ্চার জন্য অভিবাবক দায়ী

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ছোট বাচ্চাদেরও হাঁটুর উপর কাপড় পরানো নিষেধ। বাচ্চার তো কোন অপরাধ নেই। যে পরাবে সে অপরাধী হবে। এর মাধ্যমে ধীরে ধীরে তার গুনাহের অভ্যাস গড়ে উঠবে।

৭১. তওবা নসীব হয়না

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, যে ব্যক্তি যিনায় অভ্যস্ত তার হয়তো একদিন তাওবা নসীব হবে। কিন্তু ইগ্লামকারীর জীবনে ও তাওবা নসীব হয়না। তাহাজ্জুদ পড়ে, যিকির করে কিন্তু এই অপকর্ম হতে ফিরে আসতে পারেনা। তাই সাবধান। হযরত বলেন, লূত ('আলাইহিস সালাম) এর বস্তি উল্টিয়ে দেওয়ার কারণ হলো তারা ব্যপকহারে এই উল্টাকর্মে জড়িয়ে পড়েছিলো।

৭২. আমাদের ইবলিসে কামড় দিয়েছে

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, যে ঘরে টেলিভিশন প্রবেশ করে, সে ঘর থেকে দীন সালাম দিয়ে বের হয়ে যায়। কারণ ঐ ঘরে দিনরাত সর্বক্ষণ নাচ-গান ইত্যাদি অশ্লীলতা ইয়াহুদীদের দাওয়াত চলতে থাকে। কিন্তু আমরা গুনাহের মাঝেই আনন্দ ফুর্তি করছি। সাপে কামড় দিলে ঝাল জিনিস মিষ্টি লাগে। আর আমাদেরকে ইবলিসে কামড় দিয়েছে। তাই গুনাহ

আমাদের কাছে মজা লাগে। টেলিভিশন রাখে বিবি বাচ্চার রাগ ক্রোধ থেকে বাঁচার জন্য। বিবি বাচ্চা রাগ করলে তো তাদের বিকল্প আছে। কিন্তু গুনাহের কারনে যদি আল্লাহ রাগ করেন তাহলে আল্লাহর কোন বিকল্প নেই। কিন্তু আমরা বিবি বাচ্চার মুহাব্বতে আল্লাহকে নারাজ করে তাদেরকে খুশি করছি। আমাদের হাশর কী হবে?

৭৩. কুরআনের বরকত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, কুরআনের মাঝে আল্লাহ তা'আলা এক বিশেষ বরকত রেখেছেন। যে ঘরে কুরআনের হক আদায় হবে, সহীহ শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত হবে, তার প্রতি আযমত মুহাব্বত ভালোবাসা থাকবে, সে ঘরে কোনদিন রিযিকের অভাব হবে না। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, কুরআনের প্রতি আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা নেই। যার ফলে অভাব অনটনে ভুগতে থাকি। তবুও আমাদের অনুভুতি জাগেনা।

৭৪. গুনাহের দরুন রিযিক বন্ধ হয়

একদিন জনৈক ব্যক্তি হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম এর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করে বললেন, হযরত! পূর্বে যে আমল করতে বলেছিলেন তা করেছি। কিন্তু এখনো কোন হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা হয়নি। হযরতওয়ালা বললেন, পরিবারে কোন গুনাহ চালু আছে কি? তিনি বলেন, হযরত আমার জানামতে তো কোন গুনাহ নেই। তবে ছোট বাচ্চা কান্নাকাটি- বিরক্ত করলে শান্তনা দেওয়ার জন্য গেমস খেলতে দেওয়া হয়। হযরতওয়ালা বললেন, এটাও গুনাহ। এই গুনাহ বন্ধ করতে হবে। আসমান থেকে বান্দার জন্য রিযিক অবর্তীন হয়, ঘরে আসার রাস্তা খুজে। যদি ঘরে কোন গুনাহ চালু থাকে তাহলে রিযিক

উপরে উঠে যায়। এজন্য বেশি বেশি ইস্তিগফার করতে হবে। এবং পরিবারের সকলের সব ধরনের গুনাহ পরিহার করতে হবে।

৭৫. ঐ জায়গায় বড় আলেমরা অবস্থান করেন

একবার হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুমকে জিজ্ঞাসা করা হলো, টঙ্গী বিশ্ব ইজতিমায় উলামায়েকেরামের জন্য ভিন্ন কামরা আছে। দেশের বড় বড় উলামায়েকেরাম ঐ জায়গায় অবস্থান করেন। কিন্তু আপনি কখনো ঐ জায়গায় যান না কেন? হযরতওয়ালা উত্তরে বললেন, ভাই এই প্রশ্নের উত্তরতো তোমার কথার মাঝেই রয়েছে। তুমি বললে, বড় বড় উলামায়ে কেরাম ওখানে অবস্থান করেন। আমি তো বড় আলেম নই। তাই ময়দানে ছাত্রদের সাথে বসেই বয়ান শুনি।

৭৬. আকীকা না করলে সন্তান অবাধ্য হয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, লোকেরা অভিযোগ নিয়ে আসে যে, সন্তান পিতা মাতার কথা মানে না। তাদের অবাধ্য। পিতা মাতাকে কষ্ট দেয়। সন্তানের দোষগুলি মানুষের কাছে বলে বেড়ায়। নিজের দোষ আর বলেনা। অবাধ্য হওয়ার পিছনে কারণ তো সে নিজেই। সন্তান জন্ম নেওয়ার সাতদিন পর পিতার দায়িত্ব সন্তানের আক্বিকা করা। না করলে সন্তান অবাধ্য হয়। আকীক্বা শব্দটির মূল ধাতু হল আক্কুন। যার অর্থ হচ্ছে অবাধ্য হওয়া।

যখন আকীক্বা করে তখন সন্তানের অবাধ্যতা পশুর উপর দিয়ে গড়ায়। আর যখন আকীক্বা হয়না তখন সন্তান অবাধ্য থেকে যায়। ফলে বাপ মায়ের কষ্টের কারণ হয়। এজন্য পিতার দায়িত্ব, গুরুত্বের সাথে আকীক্বা দেওয়া।

৭৭. হাদিয়ার প্রতিদান দেওয়া সুন্নত

জনৈক ব্যক্তি একদিন হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুমকে একটি আতর হাদিয়া দিলেন। হুযুর তার হাদিয়াটি সানন্দে গ্রহন করলেন এবং পকেট থেকে আরেকটি আতর বের করে তাকে হাদিয়া দিলেন। অতঃপর বললেন হুযুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেউ কিছু হাদিয়া দিলে তিনি তা গ্রহন করতেন এবং বিপরীতে তাকেও কিছু হাদিয়া দিতেন। দেওয়ার মতো কিছু না থাকলে তার জন্য দু'আ করতেন। এখন তো আমার কাছে দেওয়ার মত কিছু আছে তাহলে আমি শুধু দুআ'র উপর ক্ষান্ত হব কেন। আমি হাদীস পড়াই, আমি যদি সুন্নতের উপর আমল না করি তাহলে আর কে করবে। আর আমার হাদীস পড়িয়েই বা কি লাভ হবে!

৭৮. ইসলাম সাম্যের শিক্ষা দেয়

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, ইসলাম মানবতার ধর্ম, সাম্যের ধর্ম। ইসলামের প্রতিটি বিধানই সাম্য শিখায়। উভয় দিকের ব্যালেন্স ঠিক রাখে। যেমন শ্রমিককে বলা হয়েছে, তুমি তোমার পারিশ্রমিকের জন্য মালিকের পিছু লেগে থেকো না। অপর দিকে মালিককে বলা হয়েছে, শ্রমিকের শরীর থেকে ঘাম শুকানোর পূর্বে তার পাওনা পরিশোধ করো।

মালিককে বলা হয়েছে তুমি যা খাবে গোলামকেও তাই খাওয়াবে। তুমি যা পরবে তাকেও তাই পরাবে। আবার গোলামকে বলা হয়েছে, মালিকের অনুগত হতে। সে যেভাবে রাখবে সেভাবে থাকবে। এমনি ভাবে ইসলামের প্রতিটি বিধানের মাঝেই রয়েছে সাম্যের শিক্ষা। তারপরও ইসলামের দুশমনরা ইসলামকে জুলুমের ধর্ম বলে।

৭৯. মাসীহে হেদায়েত ও মাসীহে যালালাত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের জন্য দুইজন মাসীহ প্রেরন করবেন। এক হল মাসীহে হেদায়েত। আরেক হলো মাসিহে যালালাত বা গুমরাহকারী মাসিহ। মাসিহে হেদায়েত হচ্ছে হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালাম। আর মাসীহে যালালাত হলো দাজ্জাল। ইয়াহুদীরা হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামকে রাসূল হিসাবে তো দূরের কথা, একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হিসাবেও স্বীকৃতী দিতে রাজি নেই। তাকে অবৈধ সন্তান বলে আখ্যাদেয়। (নাউযুবিল্লাহ)। ইয়াহুদীরা দুইজনের মাঝে বিভ্রান্তিতে রয়েছে। পার্থক্য করতে পারছেনা। তাই আল্লাহ তা'আলা উভয় মাসীহেক একই জামানায় প্রেরণ করবেন। মুমিনরা হযরত ঈসা 'আলাইহিস সালামের পক্ষ অবলম্বন করবে। আর ইয়াহুদীরা দাজ্জালের পক্ষ অবলম্বন করবে। এজন্য তারা এখনই দাজ্জালের অভ্যর্থনার জন্য তার আগমন স্থানে বাড়ি বানিয়ে রেখেছে। এরা শুধু মাত্র ঈসা 'আলাইহিস সালামের প্রতি দুশমনির কারণে ধৃষ্টতা বসতঃ গোমরাহিকে গ্রহন করবে।

৮০. বরই পাতার হিকমত

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, মুরদারকে বরই পাতার গরম পানি দিয়ে গোসল করানোর একটি হিকমত হলো, আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন, সিদরাতুল মুনতাহার পাশেই জান্নাত। সিদরা অর্থ বরই। তো জান্নাতের নিকটে বরই গাছ। আর দুনিয়াতে তাকে শেষ গোসল বরই পাতা দিয়ে দেওয়া হয়। তার শরীর থেকে বরই পাতার ঘ্রান পাওয়া যাবে। এর বরকতে কবরে সুয়াল জওয়ারকারী ফেরেশতা যখন তার শরীরে বরইয়ের ঘ্রান পাবে তখন বুঝে নিবে যে, এই ব্যক্তি সাধারণ কোন লোক নয়। সে ঐ জান্নাত প্রদেশের বাসিন্দা। ফলে তার সাথে সম্মান

ও নম্র আচরন করবে। তার সুয়াল জওয়াব সহজ করে তাকে ছেড়ে দিবে। এজন্যই বরই পাতা দিয়ে গোসল দিতে বলা হয়েছে।

৮১. বুযুর্গদের দিলের কথাও আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ করেন

হযরতওয়ালা মুফতী সাহেব হুজুর দামাত বারাকাতুহুম বলেন, আল্লাহ তা'আলা যেমনিভাবে বুযুর্গদের দু'আ-প্রার্থনা ও প্রচেষ্টাকে পূর্ণ করেন, তেমনি তাদের দিলের ব্যথা আকাঙ্খা আকুতিও পূর্ণ করেন। হযরত ছদর সাহেব ফরীদপুরী রহ. বলতেন, বাংলাদেশের সব দিকেই দীনের মেহনত, দীনী প্রতিষ্ঠান আছে। কিন্তু দক্ষিন ও উত্তর অঞ্চল শেষ হয়ে যাচ্ছে। ঐ অঞ্চলে দীনী মাদরাসা প্রতিষ্টা করা প্রয়োজন। আমার তো মনে হয় হুযুরের এ ব্যথা ও আকাঙ্খার ভিত্তিতেই আল্লাহ তা'আলা এখন এ সকল স্থানে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করছেন। হযরতের ছাত্রদের মাধ্যমে এখন দক্ষিণ অঞ্চলে কওমী মাদরাসা গড়ে উঠেছে। হুযুরের দু'আর বরকতেই আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুন্দরবন থেকে উঠিয়ে রাজধানীতে নিয়ে এসেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! এখন আমার তত্ত্বধানেও অনেকগুলি মাদরাসা চলছে।